হস্তরেখা বিচার

শ্রীসূর্যসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য (জ্যোতীরঞ্জন)

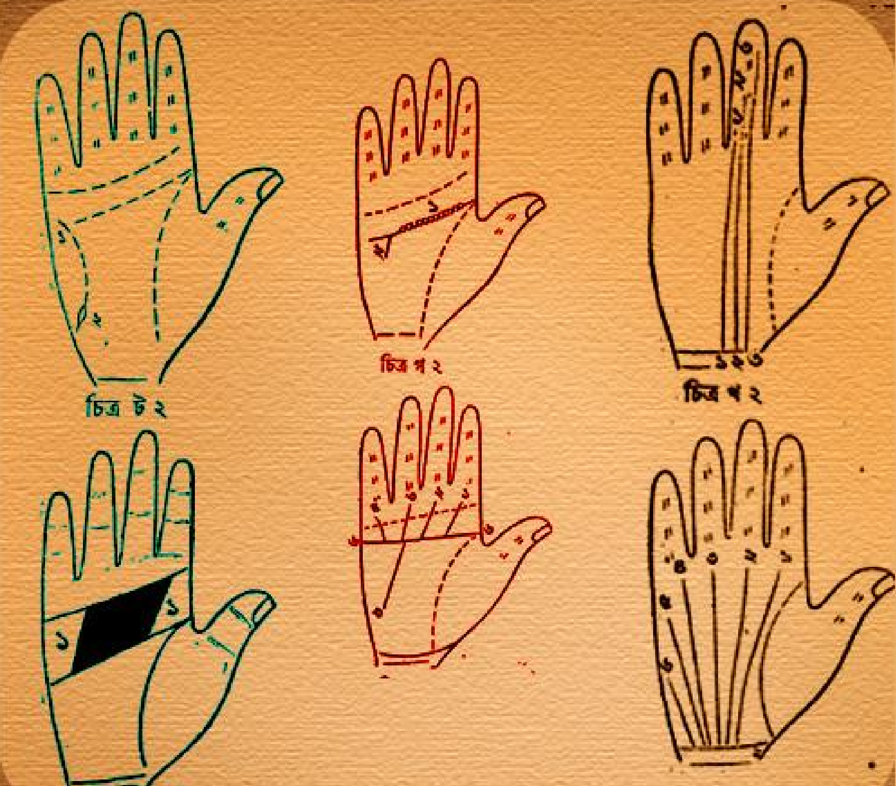

It isn't cover
banglaboks.in

If you want to download
a lot of ebook,
click the below link
Get More
Free
eBook
VISIT
WEBSITE
www.banglabooks.in
Click here

হস্তরেখা-বিচার

বালীগ্রামনিবাসী শনিবরানুগৃহীত ৺অচ্যুতপঞ্চানন বংশোদ্ভব

জ্যোতিষী—শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য

(জ্যোতীরঞ্জন)

প্রণীত

(প্রথম সংস্করণ)

১৩৪২

মূল্য—১॥০

প্রকাশক

শ্রীরামশরণ বেজ

১০এ কালী ব্যানার্জ্জী লেন,

মাণিকতলা রোড,

কলিকাতা।

প্রাপ্তিস্থান—

প্রকাশকের নিকট এবং

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স্

২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

শ্রীবৈদ্যনাথ জ্যোতির্ভূষণ

৭।১।এ গোপালনগর রোড, আলিপুর

ও

প্রধান প্রধান পুস্তকালয়।

ব্লক মেকার

এন্, এল্, দাস

৭।১ নং ঈশ্বর ঠাকুর লেন।

প্রিণ্টার—শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ ঘোষ,

রুদ্র প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্,

৬৬ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট্, কলিকাতা।

উৎসর্গ পত্র

পণ্ডিতাগ্রগণ্য অশেষগুণান্বিত

সর্ব্বজনসমাদৃত বিশ্ববিশ্রুত জ্যোতির্ব্বিদ

৺অম্বিকাচরণ জ্যোতিরত্ন

পরমারাধ্য স্বর্গীয় পিতৃদেবের

পবিত্র স্মৃতির উদ্দেশ্যে

এই ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি

ভক্তিসহকারে

উৎসৃষ্ট

হইল।

গ্রন্থকার

গ্রহের স্থান ও রাশির স্থান।

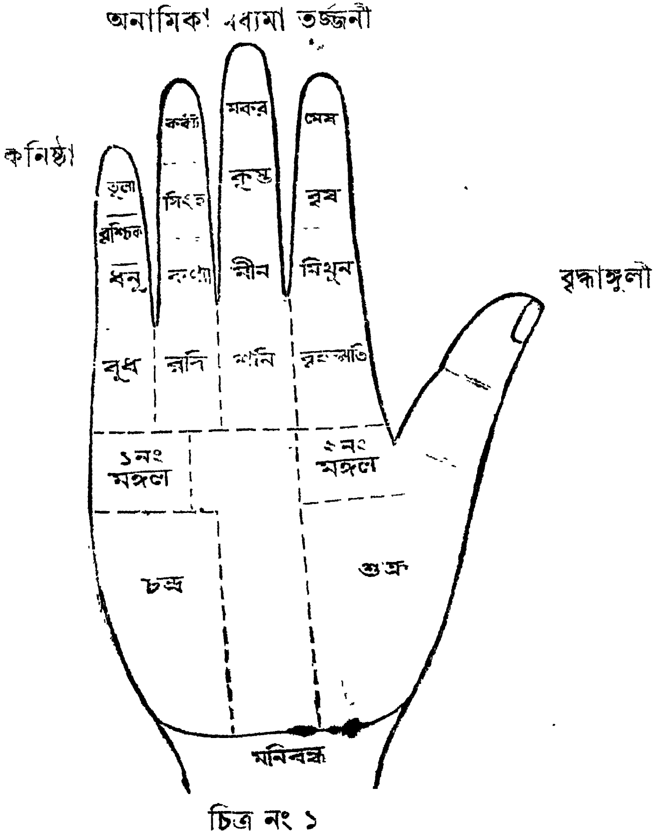

চিত্র নং ১

চিত্র ২

	চিহ্ন	পৃষ্ঠা
আয়ুরেখা	১—১	৫২
পরস্বাপ্তি রেখা	২—২	৫৬
ভাগ্যরেখা	৩—৩	৫৭
শিরোরেখা	৪—৪	৬২
হৃদয়রেখা	৫—৫	৬৫
রবিরেখা	৬—৬	৬৮
স্বাস্থ্যরেখা	৭—৭	৭২
প্রবৃত্তিরেখা	৮—৮	৮৫
প্রত্যক্ষ দর্শনরেখা	৯—৯	৮৪
শুক্রবন্ধনী	১০—১০	৭৭
বিবাহরেখা	১১—১১	৮০
সন্তানরেখা	১২—১২	৮৩
করচতুষ্কোণ	১৩—১৩	৮৬
করত্রিকোণ	১৪	৮৬
মণিবন্ধ	১৫—১৫	৮৮

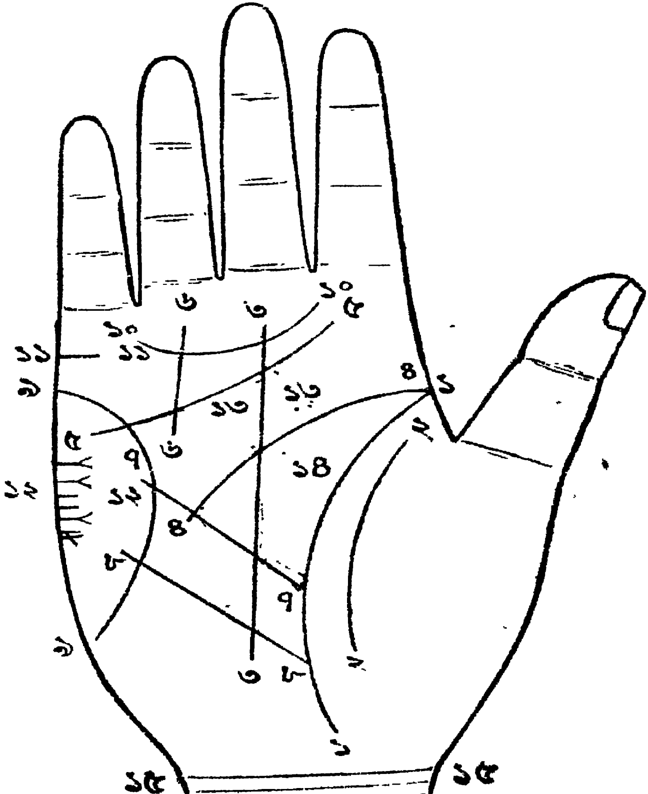

চিত্র ২

ভূমিকা

(ডক্টর সুকুমার রঞ্জন দাশ এম, এ, পি, এচ্ ডি, লিখিত)

সামুদ্রিক বিদ্যা অতি প্রাচীন বিদ্যা। কোন্ অতীত কাল হইতে ভারতবর্ষে সামুদ্রিক বিদ্যা বা হস্ত, ললাট প্রভৃতি অঙ্গপ্রত্যঙ্গ দর্শনে মানব জীবনের শুভাশুভ বিচার করিবার প্রথা চলিয়া আসিতেছে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই। বরাহমিহির কৃত বৃহৎসংহিতায় দেখিতে পাওয়া যায়, "মনুষ্যের উথান (দৈর্ঘ্য), মান (ভার), গতি, সংহতি (অঙ্গুলি-দশনাদির পর্ব্ব), সার (মেদ মজ্জা রক্ত মাংসাদি), বর্ণ (নেত্র করতলাদির), স্নেহ (জিহ্বাদন্তনেত্রাদির স্নিগ্ধতা), কণ্ঠস্বর, প্রকৃতি বা সত্ত্ব (ক্ষিত্যপ্ তেজাদি), অনূক (মুখের আকৃতি), ক্ষেত্র (পাদ গুল্‌ফ জঙ্ঘাদি) ও মৃজা (দেহের কান্তি) এই সকল বিষয় শিক্ষিত সমুদ্রবিৎ বিচার করিয়া গত ও অনাগত ইষ্টানিষ্ট ফল বলিবেন। সমুদ্র নামে শাস্ত্র হইতে সামুদ্রিক নাম উৎপন্ন হইয়াছে। এই শাস্ত্রের উৎপত্তি বরাহ মিহিরেরও পূর্ব্বে হইয়াছিল। উৎপলভট্ট, পুরুষ ও কন্যালক্ষণে সমুদ্রশাস্ত্রের বহুবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন। সমুদ্র ব্যতীত গর্গ ও পরাশরের নামও এই বিদ্যার সম্পর্কে দৃষ্ট হয়। মহাপুরুষের করতলে শ্রীবৎস ধ্বজাঙ্কুশাদি চিহ্নদর্শন বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। মহাভারতেও (সভাপর্ব্ব ৫, উত্তর পর্ব্ব ৩৪, ১০২, কর্ণপর্ব্ব ৫০, অশ্বমেধ পর্ব্ব ৮৫) সামুদ্রিক শাস্ত্রের উল্লেখ আছে। তথায় সামুদ্রিক, শব্দেরই প্রয়োগ আছে। সুতরাং এই

শাস্ত্র যে খ্রীষ্টপূর্ব্ব অন্ততঃ পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। পরে রাশি গ্রহাদি গণনা চলিত হইলে করতলাদির রেখা দেখিয়া জন্মরাশিচক্র ও তাহা হইতে জাতকের শুভাশুভ গণনা আরম্ভ হইয়াছিল।

কিন্তু আমাদের দেশে প্রাচীন সকল বিদ্যার যেরূপ দশা হইয়াছিল, এই বিদ্যার ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই। ভারতবর্ষে ইহার গবেষণা ও চর্চ্চা লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছিল এবং য়ুরোপখণ্ডে গ্রীক্‌দেশ ও পরে ইতালি, জার্ম্মানি, ফ্রান্সে সামুদ্রিক শাস্ত্রের বিলক্ষণ আলোচনা হইয়াছিল। তাহার ফলে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ এই বিষয়ে নানা উন্নতি সাধন করিয়া নূতন পদ্ধতিতে গ্রন্থাদি রচনা করিতেছেন। এদিকে আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থগুলি প্রায় লুপ্ত হইতে চলিয়াছে। ইহার অন্যতম কারণ এই যে, যিনি সামুদ্রিক বিদ্যার চর্চ্চা করিতেন, তাহার মৃত্যুর পর হয়ত কেহ সে বিদ্যার চর্চ্চা করিতে অগ্রসর হইল না। আবার আমাদের দেশে গুরু ও শিক্ষক শিষ্যপরম্পরায় মুখে মুখে বিদ্যাদান করিতেন, তাহাতেও এ বিদ্যার কিয়দংশ লুপ্ত হইয়াছে। কেহ কেহ বা এ-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হইয়াও তাঁহার প্রতিপত্তি ক্ষুণ্ণ হইবার ভয়ে অন্য কাহাকেও এ-বিদ্যা দান করিতে অগ্রসর হন না। এই সকল কারণে আমাদের দেশে সামুদ্রিক বিদ্যার গবেষণা লুপ্তপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। সুতরাং এই সম্বন্ধে ভাল করিয়া জানিতে হইলে পাশ্চাত্য ভূমিখণ্ডে এই বিদ্যার কতটা উন্নতি হইয়াছে, তাহার সন্ধান লইতে হইবে।

আমার শ্রদ্ধেয় বন্ধু, গ্রন্থকার শ্রীযুত সূর্য্যসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য মহাশয়, এই গ্রন্থ রচনায় পাশ্চাত্যদেশে প্রচলিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থাদির সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিচারপদ্ধতির সমন্বয় করিয়া এই গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। এই বিষয়ে যতগুলি পুস্তক

দেখিবার আমার সুযোগ হইয়াছে, তাহাদের কাহারও মধ্যে পাশ্চাত্যের মতামত এমনভাবে লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা দেখি নাই। সুতরাং একথা নিঃসন্দেহরূপে বলা যাইতে পারে যে, গ্রন্থকারের এই চেষ্টা আমাদের দেশে অভিনব এবং এ-বিদ্যার অনুসন্ধিৎসুমাত্রেই এই গ্রন্থপাঠে যথেষ্ট উপকার ও তৃপ্তিলাভ করিবেন। গ্রন্থকার একজন প্রখ্যাতনামা জ্যোতির্ব্বিদের পুত্র এবং নিজেও এ বিষয়ে পারঙ্গম, সুতরাং তাঁহার এ-চেষ্টা যে জয়যুক্ত হইবে তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

গ্রন্থকারের নিবেদন

গত কয়েক বৎসর যাবৎ আমার বন্ধুবান্ধব ও পরিচিত ভদ্রমহোদয়গণ আমার নিকট পুনঃ পুনঃ এই মর্ম্মে অভিযোগ করিয়াছেন যে, বঙ্গভাষায় সামুদ্রিক রেখাবিচারের সহজ শিক্ষণীয় পুস্তকের একান্ত অভাব। যে কয়েকটী পুস্তক ইতি পূর্ব্বে আমার দৃষ্টিগোচর হইয়াছে, তাহার কোনটাই প্রাচ্য ও প্রতীচ্য মতের সমন্বয়ে ও সম্মেলনে লিখিত হয় নাই। এই অভাব দূর করিবার নিমিত্ত বন্ধুবর্গের দ্বারা বারংবার অনুরুদ্ধ হইয়া, আমি এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি প্রণয়ণে প্রচেষ্টা করিয়াছি। এইক্ষণে সুধীবর্গের নিকট আমার এই পুস্তকখানি সমাদৃত হইলেই শ্রম সার্থক মনে করিব। বলা বাহুল্য বন্ধুগণের সাহায্য ও উৎসাহ ব্যতীত আমার দ্বারা এই কার্য্য এত সহজে সম্ভব হইত না। এই জন্য নিম্নলিখিত সুধীগণ এবং বন্ধুদিগের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ।

১। পণ্ডিত বৈদ্যনাথ জ্যোর্তিভূষণ—

২ শ্রীঅমরনাথ মুখোপাধ্যায়, বি-এস্ সি, বি, এল্

৩ ,, সুহাস লাল বন্দোপাধ্যায় এম্, এ

৪ পণ্ডিত ধর্ম্মব্রত চট্টোপাধ্যায়

৫ শ্রীসুবোধ কুমার দত্ত এম্, এ, বি, এল্

৬ শ্রীনৃপেন্দ্র নাথ ঘোষ বি এস্, সি, বি, টি

৭ ,, সরোজরঞ্জন দাশ বি, এ

পরিশেষে বক্তব্য এই যে, শ্রদ্ধেয় ডাক্তার শ্রীসুকুমার রঞ্জন দাশ, এম্ এ, পি এইচ্ ডি মহোদয় এই পুস্তকখানি আমূল প্রুফ সংশোধিত করিয়া এবং আবশ্যকমত ভাষা পরিবর্ত্তিত ও পরিমার্জ্জিত করিয়া আমার অশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। অধুনা পুস্তকখানি সর্ব্বসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারিলে কৃতার্থ হইব।

৯-এ নং কালী ব্যানার্জ্জি লেন
মাণিকতলা রোড, কলিকাতা।
৬ই বৈশাখ, ১৩৪২ সাল।

শ্রীসূর্য্যসিদ্ধান্ত ভট্টাচার্য্য

সূচিপত্র

প্রথম অধ্যায়			পৃষ্ঠা
হাতের গঠন ও আয়তন	...	...	১
অপরিপুষ্ট হস্ত	...	...	২
সমচতুষ্কোণ হস্ত	...	...	৫
স্থূলাগ্র হস্ত	...	...	১০
দার্শনিক হস্ত	...	...	১২
শিল্পী হস্ত	...	...	১৪
ভাবুক হস্ত	...	...	১৮
মিশ্রিত হস্ত	...	...	২১
অঙ্গুলী বিচার	...	...	২৩
অঙ্গুলীর আকৃতি	...	...	২৫
অঙ্গুলীর তুলনা	...	...	২৬
পর্ব্ব বিচার	...	...	২৯
বৃদ্ধাঙ্গুলী বিচার	...	...	৩২
নখের রং	...	...	৩৫
নখের আকৃতি	...	...	৩৬
নখের উপর দাগ	...	...	৩৭
অঙ্গুলীতে চক্র	...	...	৩৮
অঙ্গুলীতে শঙ্খ	...	...	৩৮
বৃহস্পতিস্থান	...	...	৩৯

	পৃষ্ঠা
শনিস্থান	৪১
রবিস্থান	৪২
বুধস্থান	৪৪
মঙ্গলের স্থান	৪৫
চন্দ্রস্থান	৪৬
শুক্রস্থান	৪৭
করতল কোমল কি কঠিন	৪৮
করতলের বর্ণ	৪৯
করতল উচ্চ কি নিম্ন	৪৯
করতলে চক্র বা মুদ্রা	৫০
দ্বিতীয় অধ্যায়	
রেখা বহু কি অল্প	৫১
রেখার গভীরতা	৫১
রেখার বর্ণ বিচার	৫[illegible]
আয়ুরেখা	৫২
পরস্বাপ্তিরেখা	৫৬
ভাগ্যরেখা	৫৭
শিরোরেখা	৬২
হৃদয়রেখা	৬৫
রবিরেখা	৬৮
স্বাস্থ্যরেখা	৭২

	পৃষ্ঠা
প্রবৃত্তিরেখা	৭৫
শুক্রবন্ধনী	৭৭
বিবাহরেখা	৮০
সন্তানরেখা	৮৩
প্রত্যক্ষ দর্শনরেখা	৮৪
করচতুষ্কোণ	৮৫
করত্রিকোণ	৮৬
মণিবন্ধ	৮৮
তৃতীয় অধ্যায়	
ক্ষেত্রে ১টি সরলরেখা	৯১
ক্ষেত্রে ৩টি সরলরেখা	৯২
অঙ্গুলীতে চক্র	৯৩
অঙ্গুলীতে যব	৯৪
তিল বা কাল দাগ	৯৪
ক্রশ্ চিহ্ন	৯৫
নক্ষত্র চিহ্ন	৯৮
ত্রিভুজ চিহ্ন	১০০
চতুষ্কোণ চিহ্ন	১০২
জাল চিহ্ন	১০৪
বৃত্ত চিহ্ন	১০৬
পরিশিষ্ট	১০৮

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
৫৭	(চিত্র ২ চিহ্ন ২)	(চিত্র ২ চিহ্ন ৩)
৬২	(চিত্র ২ চিহ্ন ৩)	(চিত্র ২ চিহ্ন ৪)
৭৮	(চিত্র জ ৩ চিহ্ন ১।২)	(চিত্র জ ১ চিহ্ন ১।২)
৭৭	(চিত্র ১০ চিহ্ন ২)	(চিত্র ২ চিহ্ন ১০)
৭০	(চিত্র ঙ ২ চিহ্ন ২)	(চিত্র ঙ ৩ চিহ্ন ২)

হস্তরেখা-বিচার।

প্রথম অধ্যায়।

হাতের গঠন ও আয়তন।

হাত দেখিতে হইলে প্রথমেই আমাদের দেখা উচিত, হাতের গঠন ও আয়তন কি রকম। তাহা না দেখিয়া যদি আমরা কেবল কররেখা বিচার করিতে যাই, তাহা হইলে অনেক সময়েই আমাদের ভবিষ্যদ্‌বাণী ভুল হয়। সামান্য চিন্তা করিয়া দেখিলেই, ইহার কারণও হৃদয়ঙ্গম করা বিশেষ কঠিন নয়। হাতের গঠন ও আয়তন সকলের সমান নহে। বংশ পরম্পরাগত যে সকল দোষ বা গুণ আমাদের মধ্য হইতে গড়িয়া উঠে, সে সমুদয় আমরা সহজে অতিক্রম করিতে পারি না। এই সকল দোষ বা গুণের পরিচয়, আমরা হাতের গঠন ও আয়তন দেখিয়া পাইতে পারি। তদ্ভিন্ন হাতের গঠন ও আকার হইতে কোন্ ব্যক্তি কিরূপ কাজের উপযোগী তাহাও অনেকটা জানিতে পারা যায়।

কোন সমচতুষ্কোণ (Square) হাতে, ভাগ্যরেখা যে রকম ভাবে আছে, ঠিক সেই প্রকারই যদি দার্শনিক হস্ত কিংবা শিল্পী

হস্তে থাকে তাহা হইলে ভাগ্যরেখার ফল সমান হয় না। কেননা শিল্পী বা দার্শনিক হস্তে সাধারণতঃ ভাগ্যরেখা বৃহৎ ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়।

সমচতুষ্কোণ হস্তে অনেক সময় ঐ প্রকার বৃহৎ ভাগ্যরেখা দেখিতে পাওয়া যায় না। যদি সমচতুষ্কোণ হস্তে ভাগ্যরেখা বৃহৎ ভাবে থাকে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি পার্থিব ব্যাপারে দার্শনিক বা শিল্পী হস্তের অপেক্ষা জীবনে বেশী কৃতকার্য্য হইতে পারে। অতএব হাতের গঠন ও আয়তন কি রকম, প্রথমতঃ তাহাই আমাদের দেখা উচিত। আর সমুদয় হাতের গঠন ও আয়তন জানিতে হইলে, আমাদের হাতের বিপরীত দিকটাও দেখা উচিত; সম্মুখ দিক হইতেই সমস্ত ঠিক বুঝিতে পারা যায় না।

গঠন ও আয়তনের দিক হইতে সাধারণতঃ পৃথিবীতে সাত প্রকার হাত দেখিতে পাওয়া যায়। নিম্নে তাহাদের নাম প্রদত্ত হইল :—

১। অপরিপুষ্ট হস্ত—Elementary Hand.

২। সমচতুষ্কোণ হস্ত—Square Hand.

৩। স্থূলাগ্র হস্ত—Spatulate Hand.

৪। দার্শনিক হস্ত—Philosophic Hand.

৫। শিল্পী হস্ত—Conic Hand.

৬। ভাবুক হস্ত—Psychic Hand.

৭। মিশ্রিত হস্ত—Mixed Hand.

উক্ত সাত প্রকার হস্তের চিত্র বিবরণসহ ক্রমান্বয়ে প্রদত্ত হইল। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে হাতের গঠনের বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়; যেমন, এশিয়াবাসীর মধ্যে, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের মধ্যে, দার্শনিক হস্ত খুব বেশী পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

অপরিপুষ্ট হস্ত (Elementary Hand)

সভ্য ও শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রকৃত অপরিপুষ্ট হস্ত অতি অল্পই দেখিতে পাওয়া যায়।

সমচতুষ্কোণ হস্তে যখন অল্প রেখা থাকে, বা অঙ্গুলিগুলি ক্ষুদ্র হয়, তখন আমরা অধিকাংশ সময়েই অপরিপুষ্ট হস্ত বলিয়া ভুল করি।

আসল অপরিপুষ্ট হস্ত জগতে বিরল। সভ্যতা প্রসারের সহিত মানুষের নৈতিক ও মানসিক উন্নতি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ঠিক অপরিপুষ্ট হস্ত সভ্য-জগতে দেখিতে পাওয়া যায় না বলিলেই হয়। তবে মেরুপ্রদেশে বা তাতার জাতীয় লোকেদের মধ্যে এরূপ হাতের এখনও সন্ধান পাওয়া যায়।

(২) আমরা যে অপরিপুষ্ট হস্ত দেখিতে পাই, তাহা আসল হাতের বিকৃত অবস্থা, ঐরূপ হাতের করতল পুরু ও কঠিন। হাতের তুলনায় আঙ্গুল অনেক ছোট ও কদাকার। বৃদ্ধাঙ্গুলি অতি ক্ষুদ্র ও বিশ্রী, উপরিভাগ (নখের কাছে) পিছন দিকে হেলান বা বিকৃত; করতলে রেখা বিরল; মোটের

উপর অপরিপুষ্ট হস্ত দেখিতে বিশ্রী ও কদাকার, কঠিন বা কর্কশ ধরণের।

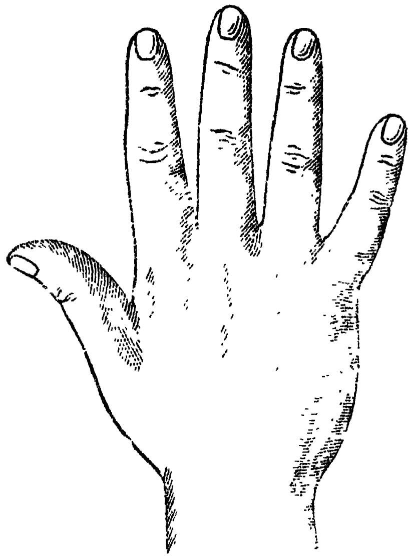

এইরূপ হস্ত বিশিষ্ট মানবের মানসিক শক্তির বিকাশ খুব কম। ইহারা প্রবৃত্তির দাস, প্রবৃত্তির বেগ মোটেই দমন করিতে পারে না; শিল্প, কাব্য, সৌন্দর্য্য ইহাদের মনকে মোটেই আকর্ষণ করিতে পারে না। স্বভাবতঃ ইহারা ভীরু প্রকৃতির, কিন্তু ইহারা রাগিলে ভীষণ ও ক্রোধে অন্ধ হয়, এমন কি খুন পর্য্যন্ত করিতে শঙ্কিত হয় না। সহজেই ইহারা উত্তেজিত হয়, ও ইন্দ্রিয়-দমন শক্তি হারাইয়া ফেলে। আর

যুক্তি তর্কও করিতে চায় না। উচ্চাকাঙ্ক্ষা বলিয়া কোন কিছু ইহাদের মনে স্থান পায় না,—আহার বিহারকেই জীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য মনে করিয়া থাকে। অন্ধ বিশ্বাস, কুসংস্কার, পাশবিক ভাব ইহাদের জীবনের বিশেষত্ব। এইরূপ লোক সচরাচর কায়িক পরিশ্রমের কার্য্য করিয়া জীবন ধারণ করে; যথা চাকর, মুটে, মজুর ইত্যাদি,—এই সকল সম্প্রদায়ের লোকের হাতই অপরিপুষ্ট হস্ত মধ্যে গণ্য।

সমচতুষ্কোণ হস্ত (**Square Hand**)

সমচতুষ্কোণ হস্তের বিশেষত্ব এই যে, মণিবন্ধ, অঙ্গুলির তলদেশ ও হস্তের দুই পার্শ্ব লইয়া করতল,—মোটের উপর বেশ চতুষ্কোণ আকৃতি। এইরূপ হস্তে অঙ্গুলিগুলি সাধারণতঃ চতুষ্কোণ এবং নখের আকার ক্ষুদ্র ও সমচতুষ্কোণ।

এইরূপ হস্তের অধিকারীরা সময়ানুবর্ত্তী, কর্ত্তব্যপরায়ণ ও ভাবরাজ্যে বিশ্বাসহীন হইয়া থাকে। ইহাদের নিকট প্রেরণা অপেক্ষা যুক্তির দাবী বেশী। ইহাদের কাব্য বা কলা বিদ্যা অপেক্ষা কর্ম্মের প্রতি আসক্তি বেশী। ইহারা শান্তি ও শৃঙ্খলাই ভালবাসে। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ইহাদের বিশেষত্ব এই যে, ধর্ম্মের নূতন প্রেরণা বা সূক্ষ্ম বিচারশক্তি ইহাদের মনে আদৌ স্থান পায় না। ধর্ম্মের বাহিরের ক্রিয়া-কলাপই

ইহাদিগকে অধিক আকর্ষণ করে। ইহাদের চিন্তাশক্তি বা মৌলিকত্ব বিশেষ নাই; কিন্তু ইহারা যে কার্য্যই করিতে

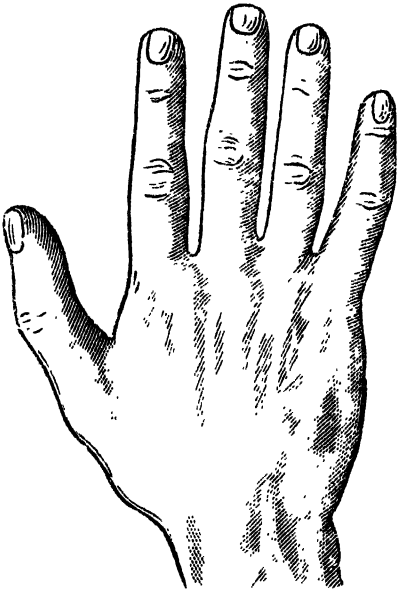

থাকে, তাহা অন্তরের সহিত ও যথাসাধ্য করিয়া থাকে। মনের দৃঢ়তা, প্রবল ইচ্ছাশক্তি ও অধ্যবসায় ইহাদের চরিত্রের বিশেষত্ব। এই সকল গুণেই অনেক সময় ইহারা অধিক মেধাবী ও প্রেরণাশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তি অপেক্ষা জগতে অধিক সাফল্য লাভ করে।

সমচতুষ্কোণ হস্ত বিশিষ্ট ব্যক্তি কর্ম্মজগতের বিশেষ পক্ষপাতী। ইহাদের শক্তি ব্যবসায়, কৃষিকার্য্য বা ঐ প্রকার

প্রকৃতির যে কোন কার্য্যে—যাহাতে কর্ম্ম-তৎপরতা দরকার তাহাতেই—বেশী প্রকাশ পায়; ঐরূপ লোক গার্হস্থ্য জীবনের বেশী পক্ষপাতী এবং সরল প্রকৃতি, সুদৃঢ় কর্ত্তব্যপরায়ণ, বন্ধুত্বে অকপট ও সাধু প্রকৃতি বিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহাদের একমাত্র দোষ যে, অতি মাত্রায় যুক্তি প্রদানে সমস্ত বিষয় ইহারা হৃদয়ঙ্গম করিতে চেষ্টা করে এবং যে বিষয় বুঝিতে পারে না, ইহারা তাহা বিশ্বাসও করে না। সুতরাং কবিতা বা ঐ রকম অবোধ্য বিষয় ইহাদের নিকট প্রায়ই অপ্রিয় অর্থাৎ আনন্দপ্রদ নহে।

প্রকৃত সমচতুষ্কোণ হস্ত সচরাচর আমরা খুব কম দেখিতে পাই। ইহার আবার যে সব বিশেষত্ব বা নিদর্শন আমাদের নয়ন গোচর হয়, তাহার কথা এখন বলিব। কারণ এইপ্রকার মিশ্রিত সমচতুষ্কোণ হস্তই অধিক সংখ্যক দেখিতে পাওয়া যায়।

(ক) সমচতুষ্কোণ হস্তের অঙ্গুলিগুলি করতল অপেক্ষা প্রায়ই ক্ষুদ্র ও অঙ্গুলির অগ্রভাগ সচরাচর সমচতুষ্কোণ হইতে দেখা যায়। এইরূপ হস্ত বিশিষ্ট লোকের চরিত্রের বিশেষত্ব এই যে, ইহারা জড়বাদী হইয়া থাকে,—যাহা তাহারা স্বচক্ষে দেখে বা স্বকর্ণে শ্রবণ করে, কেবল তাহাই বিশ্বাস করে, তদ্ভিন্ন আর কিছুই বিশ্বাস করে না। ইহারা একাগ্রতাযুক্ত ও সঙ্কীর্ণমনা হয়। ইহারা দাস্যবৃত্তি প্রভৃতি হীনকর্ম্ম বা কঠোর কায়িক পরিশ্রম দ্বারা অর্থোপার্জ্জন করে। ইহারা সচরাচর মিতব্যয়ী হইয়া থাকে, অন্যায় ভাবে অর্থ ব্যয় করে না।

(খ) যে সকল সমচতুষ্কোণ হস্ত বিশিষ্ট লোকের অঙ্গুলিগুলি করতল অপেক্ষা লম্বা ও অঙ্গুলির অগ্রভাগ চতুষ্কোণাকার, তাহারা অধিক মানসিকশক্তি সম্পন্ন হইয়া থাকে। তাহারা যুক্তি ও তর্ক ভালবাসে এবং কুসংস্কারবিরোধী হয়। তাহারা স্বভাবতঃ বৈজ্ঞানিক বা যুক্তি ও বুদ্ধির কাজই বেশী পছন্দ করে।

(গ) যে সকল সমচতুষ্কোণ হস্ত বিশিষ্ট লোকের অঙ্গুলিগুলি লম্বা, সুস্পষ্ট এবং গ্রন্থি সংযুক্ত, তাহারা অল্পে সন্তুষ্ট হয় না। প্রত্যেক ঘটনা, ইহারা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে (অর্থাৎ খুব ভালভাবে) বিচার করিয়া দেখিতে চায়। ইহারা সচরাচর সৌধশিল্পী (গৃহনির্ম্মাণ বিদ্যায় পারদর্শী নক্সা প্রস্তুত কারক) ও গণিত-শাস্ত্রবিদ্ হইয়া থাকে; অথবা চিকিৎসা-শাস্ত্র বা অন্য কোন বৈজ্ঞানিক শাস্ত্রে নিযুক্ত হইলে, ইহারা সেই শাস্ত্রের কোন না কোন বিষয়ে বিশেষজ্ঞরূপে লোক সমাজে পরিচিত হয়।

(ঘ) যে সকল সমচতুষ্কোণ হস্ত বিশিষ্ট লোকের অঙ্গুলিগুলি স্থূলাগ্র, তাহারা সাধারণতঃ নূতন জিনিষ আবিষ্কার করে। মানুষের সর্ব্বদা ব্যবহার্য্য জিনিষ ও বাদ্যযন্ত্রাদি সম্বন্ধে উদ্ভাবনশক্তি ইহাদের প্রকাশ পায়। ইহারা Engineer বা যন্ত্রশাস্ত্র-বিশারদ হইয়া থাকে। জগতে যাঁহারা বড় বড় যন্ত্রপাতি আবিষ্কার করিয়াছেন, তাঁহাদের হস্ত প্রায়ই এই প্রকারের।

(ঙ) ভাবুক হস্তের ন্যায় অঙ্গুলিযুক্ত সমচতুষ্কোণ হস্ত, —এই ধরণের হাত সাধারণতঃ অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়। তবে কতকটা এই রকম ধরণের হাত আমরা অনেক সময় দেখিতে পাই। এইরূপ হাতের করতল চতুষ্কোণ, অঙ্গুলি লম্বা, ছুঁচালো এবং লম্বা ধরণের নখ-বিশিষ্ট ; যাহাদের এইরূপ গঠনের হাত, তাহারা সব কাজই বেশ উৎসাহের সহিত আরম্ভ করে ; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত উৎসাহ থাকে না। এইরূপ হস্তবিশিষ্ট লোক যদি ভাল চিত্রকর হয়, তাহাদের চিত্র প্রায়ই অর্দ্ধস্থগিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। ইহাদের খামখেয়ালী স্বভাব হয় এবং মাথায় নানারকম মতলব খেলে, কোন কাজই শেষ পর্য্যন্ত করিতে পারে না।

(চ) মিশ্র-অঙ্গুলি-বিশিষ্ট সমচতুষ্কোণ হস্তের করতল সমচতুষ্কোণ হইলেও অঙ্গুলিগুলি প্রত্যেকটী পৃথক আকৃতির হয়। বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রায়ই পশ্চাদ্দিকে হেলিয়া পড়ে ; সাধারণতঃ এইরূপ হাতে প্রথম ও চতুর্থ অঙ্গুলি ছুঁচাল (Pointed), দ্বিতীয় অঙ্গুলি সমচতুষ্কোণ, তৃতীয় অঙ্গুলি স্থূলাগ্র বিশিষ্ট (Spatulate) ধরণের হইয়া থাকে। এইরূপ হস্তবিশিষ্ট লোক সর্ববিষয়ে পারদর্শী হয়, নানা বিষয়ে আলোচনা করিতে সমর্থ হয়, কিন্তু ধারাবাহিকরূপে (স্থায়ী ভাবে) কোন কাজে লিপ্ত থাকিতে পারে না বলিয়া কোন কাজেই বিশেষরূপে ক্ষমতা, পারদর্শিতা বা কৃতকার্য্যতা দেখাইতে পারে না।

স্থূলাগ্র হস্ত (**Spatulate Hand**)

স্থূলাগ্র-হস্তের বিশেষত্ব এই যে, ইহা দেখিতে অনেকটা (Spatula) বা ডাক্তারের মলম তৈয়ারী করিবার স্থূলাগ্র বিশিষ্ট ছুরির মত। ছুরির ফলকের উপর দিকটা বেশী চেপ্টা ও নীচের দিকটার চেয়ে বেশী মোটা হইলে Spatulaর আকার ধারণ করে।

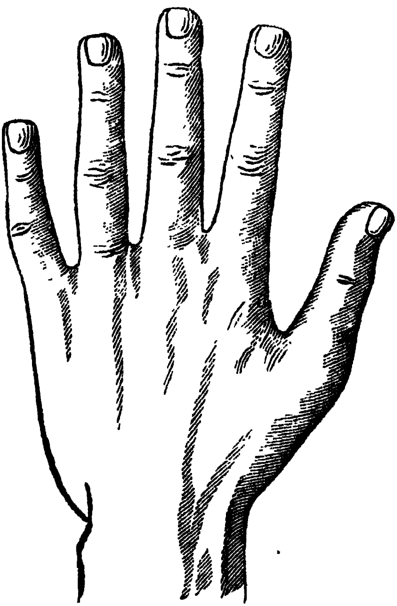

স্থূলাগ্র হস্তের করতল কব্জীর দিকে বেশী চেপ্টা ও মোটা ।। কব্জী অপেক্ষা অঙ্গুলির দিকটা বেশী চেপ্টা হয়। অবশ্য

এই পার্থক্যের জন্য ফলও পৃথক হয়। তদ্ভিন্ন নখ বা অঙ্গুলির অগ্রভাগের আকার স্থূলাগ্র ছুরির (Spatula) মত হইয়া থাকে।

স্থূলাগ্র হস্ত কঠিন ও দৃঢ় হইলে সে ব্যক্তি অস্থির ও উত্তেজনাপূর্ণ প্রকৃতি হইয়া থাকে ; কিন্তু তাহার কাজ করিবার উৎসাহ ও পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা খুব বেশী হইয়া থাকে।

স্থূলাগ্র হস্ত নরম ও মাংসল হইলে খামখেয়ালী ও অস্থির প্রকৃতি হয়,—যখন কোন কাজ করে, খুব উৎসাহের সহিত করে ; কিন্তু সে উৎসাহ অধিকক্ষণ স্থায়ী হয় না।

মোটের উপর স্থূলাগ্র হস্তের বিশেষত্ব হইতেছে—অত্যধিক কর্ম্ম-প্রিয়তা, ব্যক্তিত্ব, উৎসাহ, স্বাধীনতা, আত্মবিশ্বাস ও অস্থিরতা। এই জন্য সমুদ্র বা ভূপর্য্যটক, আবিষ্কারক, ইঞ্জিনিয়ার, যন্ত্রবিদ্ প্রভৃতি অধিকাংশ লোকের মধ্যে স্থূলাগ্র হস্ত দেখিতে পাওয়া যায়। আবার গায়ক, প্রচারক, অভিনেতা (যাহাদিগকে আমরা সৃষ্টিছাড়া, খামখেয়ালী বলিয়া মনে করি) প্রভৃতি সম্প্রদায়ের মধ্যে যাহারা নূতন পথের প্রদর্শক, নূতন মতের প্রচারক, বা নূতন চিন্তা-ধারার প্রবর্ত্তক হিসাবে দেখা দেয়, তাহাদের মধ্যেও অনেক স্থূলাগ্র-হস্ত-বিশিষ্ট ব্যক্তি দেখিতে পাওয়া যায়।

স্থূলাগ্র হস্তের করতল, কব্জির অপেক্ষা আঙ্গুলের কাছে মলম তৈয়ারী ছুরীর (Spatula) মত বেশী চওড়া হইলে

ব্যবহারিক জগতে সেই প্রকার হস্ত-বিশিষ্ট লোকের ক্ষমতা বেশী প্রকাশ পাইয়া থাকে। তাহারা আবিষ্কারক হইলে বড় বড় কলকারখানা, রেলপথ, জলযান ইত্যাদি আবিষ্কার করে।

দার্শনিক হস্ত (**Philosophio Hand**)

দার্শনিক হস্ত চিনিতে পারা অতি সহজ। এরূপ হস্তের গঠন লম্বা ও কোণ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। অঙ্গুলিগুলি অস্থি-ময় ও গ্রন্থিসংযুক্ত হয়। নখ লম্বাকৃতি, ও চতুষ্কোণ বা শিল্পী (Conic) এই দুইয়ের মাঝামাঝি ধরণের হইয়া থাকে.। বৃদ্ধা-ঙ্গুলি বড় এবং উহার প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্ব প্রায়ই সমান হইয়া থাকে।

দার্শনিক হস্ত ভারতবর্ষে ব্রাহ্মণ বা যোগীদের মধ্যে প্রচুর দেখিতে পাওয়া যায়। ইংলণ্ডের বিখ্যাত কবি টেনিসন ও কার্ডিনাল নিউম্যানের হস্তাকৃতি এইরূপ ছিল।

এইরূপ হস্ত-বিশিষ্ট লোকের স্বভাব চিন্তাশীল, মৌনী বা অনালাপী হইয়া থাকে। অঙ্গুলির গ্রন্থি সুস্পষ্ট হওয়ায় ইহাদের চিন্তাশক্তি গভীর হয়। সামান্য বিষয়েও ইহারা অতি সাবধানী হয়। সাধারণ. হইতে ইহারা স্বতন্ত্র প্রকৃতির হয়। স্বভাবের এই বৈশিষ্ট্যের জন্য ইহারা মনে মনে যথেষ্ট গর্ব্বও

অনুভব করিয়া থাকে। কেহ ইহাদের ক্ষতি বা অনিষ্ট করিলে, ইহারা তাহা সহজে বিস্মৃত হইতে পারে না। ইহাদের ধৈর্য্য

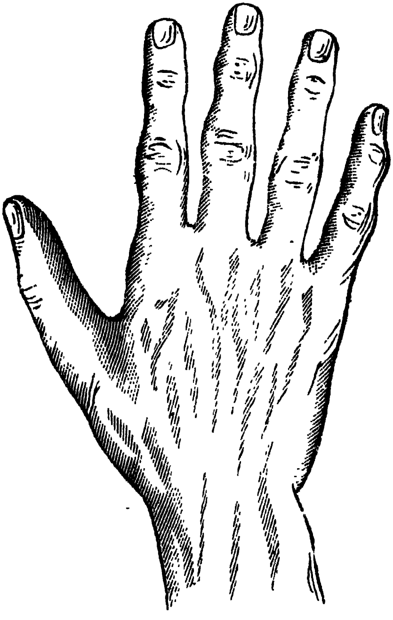

শক্তি অসীম। সুযোগের অপেক্ষায় ইহারা ধৈর্য্যচ্যুত হয় না। সুতরাং সুযোগ উপস্থিত হইলে যথাসময়ে তাহার সদ্ব্যবহার করিতে পারে। ইহারা আত্মাভিমানী হয়, ইহাদের জীবন ধারণ প্রণালীও সেইরূপ হয়। ইহাদের মন অনুসন্ধিৎসু ও বৈশ্লেষনিক বলিয়া ইহারা প্রত্যেক বিষয় পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করিয়া ভাবিয়া দেখে।

দার্শনিক হস্ত অর্থ উপার্জ্জন বিষয়ে খুব ফলদায়ক না হইলেও জ্ঞানই হইল ইহার বিশেষত্ব। জ্ঞানচর্চ্চায় ইহারা সমস্ত জীবন যাপন করিতে যে পরিমাণে আনন্দিত হয়, অর্থের সন্ধানে তদ্রূপ সুখী হয় না। ইহাদের জ্ঞানচর্চ্চার বিষয় দর্শনশাস্ত্র, ধর্ম্ম-তত্ত্ব, সৌন্দর্য্য বিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান প্রভৃতি দুর্ব্বোধ্য বিষয়ের রহস্যময় তত্ত্ব উদ্ভাবন। এই বিষয়গুলি ইহাদের মনকে যত আকর্ষণ করে, অন্য কোন বিষয় তদ্রূপ করিতে পারে না। ইহাদের সাধনা খুব উচ্চাঙ্গের,—ভাব-প্রবণতা ও উপলব্ধি এত উন্নত ও রহস্যময় যে, সাধারণ লোকে সচরাচর তাহা বুঝিতে পারে না।

শিল্পী হস্ত (Conic Hand)

শিল্পী হস্তের আকার মধ্যম, করতল নরম ও পুষ্ট, আকৃতি কতকটা মোচার মত। অঙ্গুলি সকল গ্রন্থিশূন্য। করতল পরিপুষ্ট, করতলের বিপরীত ভাগ ক্রমশঃ মোচার মত সরু হইয়া থাকে। এরূপ হস্ত সাধারণতঃ পারস্য, গ্রীস, ইতালী, আয়ারল্যাণ্ড প্রভৃতি দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। আমাদের দেশেও আদি সম্ভ্রান্ত (Aristocratic) বংশে এরূপ হস্ত কদাচ দেখিতে পাওয়া যায়। শিল্পী হস্তের প্রধান বিশেষত্ব ভাবপ্রবণতা, আবেগ বা প্রেরণা। সাধারণতঃ

এইরূপ হস্ত স্থূলাগ্র বা সমচতুষ্কোণ হস্তের ন্যায় অর্থকরী হয় না, কিন্তু কল্পনা রাজ্যের অনুপম, অপার্থিব সৌন্দর্য্য বা কবির ভাব ময় জগৎ ইহাদের নিকট চির-উন্মুক্ত।

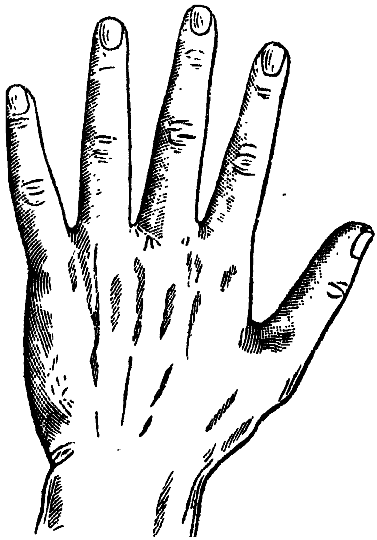

শিল্পী হস্তের বহুবিধ নিদর্শন আছে, তবে পূর্ণ পরিপুষ্ট নরম করতল, অঙ্গুলি ক্রমশঃ সূক্ষ্মাগ্রবিশিষ্ট, নখ অপেক্ষাকৃত লম্বা,—এইরূপ হস্তই অধিক দৃষ্ট হয়। এই প্রকার ব্যক্তির প্রকৃতি ভাবপ্রবণ, শিল্পানুরাগী, বিলাসপ্রিয় ও শ্রমকুণ্ঠ হইয়া থাকে। ইহারা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি সম্পন্ন, ও অল্প সময়ে যে কোন বিষয় বুঝিতে সক্ষম হয়; কিন্তু ইহাদের ধৈর্য্য এত কম

যে, শেষ পর্য্যন্ত কোন কার্য্যই করিয়া উঠিতে পারে না। ইহাদের কথা বলিবার ক্ষমতা অদ্ভুত; যে কোন বিষয়েই কথা বলিয়া ইহারা সহজেই লোকের মন মুগ্ধ করিতে পারে; কিন্তু ইহাদের জ্ঞানের গভীরতা খুব কম। ইহারা কোন বিষয়ই ভাবিয়া বিচার করিয়া দেখিতে চায় না, সাময়িক প্রেরণাতেই সকল বিষয় বুঝিতে চেষ্টা করে। মন ইহাদের এরূপ যে, সামান্য কারণেই ইহারা কুপিত বা দুঃখিত হইয়া থাকে, কিন্তু সেই রাগ বা দুঃখ ক্ষণস্থায়ী। পারিপার্শ্বিক ঘটনা, ও বন্ধুবান্ধব, আত্মীয় স্বজন ইহাদের মনে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে। ইহাদের প্রকৃতি স্বভাবতঃ উদার ও সহানুভূতিসূচক. কিন্তু নিজের আরামের জন্য ইহারা অতি স্বার্থপরের ন্যায় কাজ করিতে পারে। অতি তুচ্ছ কারণেই যেমন ইহাদের মন আনন্দ ও উৎসাহে পূর্ণ হইয়া উঠে, তেমনি তুচ্ছ কারণেই ইহারা হতাশ ও দুঃখে অতিরিক্ত কাতর হইয়া পড়ে। এই কারণে বাস্তব জগতে, এই প্রকৃতির লোক কোন বিষয়েই বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না। যদিও সুন্দর বস্তু, সুন্দর বর্ণ, গান বা যে কোন কারুশিল্প, ইহারা অন্তরে উপলব্ধি করিতে পারে, তথাপি এই বিষয়ের শিল্পী হিসাবে ইহারা অর্থোপার্জ্জনে বিশেষ সুবিধা করিয়া উঠিতে পারে না।

শিল্পী হস্তের করতল যদি অল্প কঠিন ও রবারের ন্যায় স্থিতি-স্থাপক (Elastic) হয়, তাহা হইলে উপরিউক্ত দোষগুলি নষ্ট হয়। এরূপ লোকের স্বভাব উৎসাহপূর্ণ ও সুদৃঢ় ইচ্ছা-

শক্তি-সম্পন্ন হয়। শিল্পী, গায়ক বা অভিনেতা হিসাবে ইহারা বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করিয়া থাকে এবং যশঃ ও অর্থোপার্জ্জন করিতে সক্ষম হইয়া থাকে। গায়ক হিসাবে ইহারা গানের তান লয় বা তাল বোধ না থাকিলেও সুললিত কণ্ঠস্বরেই লোকের হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে।

অভিনেতা হইলে ইহারা অভিনয়ে নিজেকে এমন ভাবে নিমজ্জিত করে যে তাহাদের অভিনয়ের হাবভাবে ও ভাষায় লোকে বিশেষ মুগ্ধ হয়।

বক্তা হিসাবে ইহারা যুক্তি তর্ক দ্বারা যত না হউক বাগ্মিতায়, মৌলিকত্ব ও প্রেরণা দ্বারা লোকের মন বিশেষ ভাবে অভিভূত করিতে পারে।

শিল্পী হস্তের অঙ্গুলি সমচতুষ্কোণ হইলে কর্ম্মশক্তি ও ধৈর্য্য অনেক অধিক হয়।

এরূপ হস্তের অঙ্গুলি মোচাকৃতি হইলে সেই লোক নিজের ভাবধারা কার্য্যে পরিণত করিতে সক্ষম হয়। শিল্পী বা কবি হইলে ইহারা মৌলিকত্বের জন্য জগতে বিখ্যাত হয়।

শিল্পী হস্তের অঙ্গুলিতে যদি দার্শনিক গ্রন্থি থাকে এবং সেই লোক যদি কবি বা শিল্পী হয় তবে তাহার কবিতা বা শিল্প দুর্বোধ্য হয় অর্থাৎ সাধারণে বুঝিয়া উঠিতে পারে না।

শিল্পী হস্ত যদি কোমল হয় ও তাহার সঙ্গে করতল পুষ্ট ও বৃদ্ধাঙ্গুলি ছোট হয়, তবে এরূপ লোক কায়িক বা

বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের উপাসক হয় এবং অতি মাত্রায় আরামপ্রিয় হইয়া থাকে।

শিল্পী হস্তের করতল চওড়া স্থূল ও ক্ষুদ্রাকৃতি এবং তাহার সহিত বৃদ্ধাঙ্গুলি যদি বেশ বড় হয় তবে এরূপ লোক শক্তি যশঃ, ও ঐশ্বর্য্যের উপাসক হয় এবং প্রেরণা, উৎসাহ ও ধীশক্তিসম্পন্ন ও সুকৌশলী হইয়া থাকে। বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী সম্রাট্ নেপোলিয়ান বোনাপার্টির হস্ত এইরূপ ছিল।

শিল্পী হস্ত যদি অতিরিক্ত কঠিন ও আকারে বৃহৎ হয় তাহা হইলে সে ব্যক্তি উৎসাহী হয় বটে, কিন্তু অদৃষ্টবাদী হইয়া থাকে।

ভাবুক হস্ত (**Psychic hand**)

শিল্পী হস্ত এবং ভাবুক হস্ত প্রায় সমতুল্য, সুতরাং ইহাদের মধ্যে প্রভেদ কোথায় তাহা অগ্রে জানা আবশ্যক। ভাবুক হস্তের বিশেষত্ব এই যে উহা দেখিতে সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর। হাতের গঠনসৌন্দর্য্য মনকে প্রথমেই আকর্ষণ করে।

শিল্পী হস্তের করতল মধ্যম আকারের, অঙ্গুলির গঠন ক্রমশঃ সূক্ষ্ম, কিন্তু ভাবুক হস্তের সমগ্র হস্তের গঠনই দীর্ঘ সূক্ষ্মধরণের, অথচ এইরূপ দীর্ঘ বা সূক্ষ্ম হওয়ায় হাতের সৌন্দর্য্য কিছুই নষ্ট হয় না; হাতের আঙ্গুলগুলি ক্ষীণ ও ক্রমশঃ সরু হইয়া উঠিয়াছে যেন একটী চাঁপার কলি এবং দেখিতে খুব সুন্দর। করতল দীর্ঘও নয় খুব প্রশস্তও নয়,

অঙ্গুলি গ্রন্থিশূন্য, শরীরের অনুপাতে আকারের অল্পতা—ছোট সুন্দর বৃদ্ধাঙ্গুলিযুক্ত এইরূপ হস্ত দেখিয়া প্রথমেই নজরে পড়ে ইহার সুকুমার সৌন্দর্য্য—নারীসুলভ কমনীয়তা।

এইরূপ হস্তবিশিষ্ট লোক অতিরিক্ত পরিমাণে কল্পনা-প্রিয় ও আদর্শপ্রিয় হয়। ইহারা সকল রকম সৌন্দর্য্যের উপাসক; ইহাদের প্রকৃতি নম্র; যাহাদের নিকট একবার

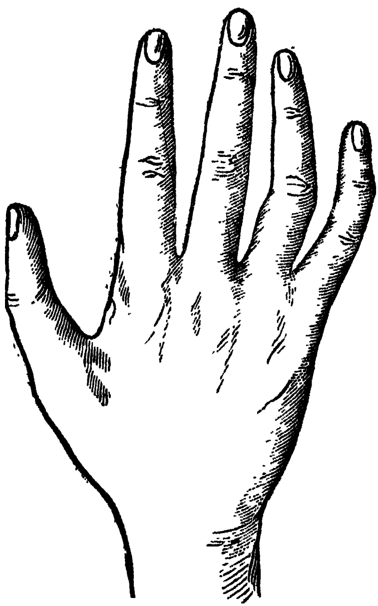

ভালবাসা পায় তাহাদিগকে অকপটে বিশ্বাস করে, নিজের কিছুই তাহাদের কাছে গোপন রাখে না। শক্তি বা উৎসাহ

কিছুই ইহাদের নাই। সেই জন্য জীবনযুদ্ধে ইহারা সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। ইহারা জানে না কি করিয়া বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন কাজের লোক হইয়া জগতে চলিতে পারা যায়।

ইহারা শৃঙ্খলা, শাসন বা সময়ের মর্য্যাদা কিছুই বোঝে না। অপরে সহজেই ইহাদের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও অনেক সময় অপরের কথা মত চলিতে ইহারা কিছুতেই বাধা দিতে পারে না।

এইরূপ লোকের মন স্বভাবতঃই আধ্যাত্মিকতাপ্রিয় ও ধর্ম্ম পরায়ণ। ধর্ম্মের স্বাভাবিক স্ফুরণ ইহাদের মনের ভিতর থাকে, কিন্তু সেই সত্যকে অনুভব করিলেও জীবনে ফুটাইয়া তোলার ক্ষমতা ইহাদের নাই। ধর্ম্মের ব্যাপারে ইহারা বাহিরের আড়ম্বরেই মুগ্ধ হয়। মন্ত্রোচ্চারণ, গান বা বাহ্যক্রিয়াকাণ্ড ইহাদের মনকে বেশী আকৃষ্ট করে। কিন্তু যুক্তি তর্ক আলোচনা দ্বারা সত্যের অনুসন্ধান করিতে ইহারা একেবারেই অনিচ্ছুক। ইহাদের কাছে জীবনটা যেন একটা গভীর বিস্ময় ও রহস্যময়। সকল রকম দৈব বা ঐন্দ্রজালিক ঘটনা ইহাদের মনকে অভিভূত করিয়া ফেলে। সর্ব্বাপেক্ষা বড় গুণ ইহাদের অনুভূতি শক্তি। এই শক্তি এত বেশী যে অনেক বিষয় পূর্ব্ব হইতেই মানস চক্ষে দেখিতে পায়—যে শক্তি দ্বারা জগৎকে স্তম্ভিত করিয়া দিতে পারে। এই দিব্যদৃষ্টি হেতু ইহারা অপ্রত্যক্ষদর্শী বা medium খুব ভাল হইতে পারে।

স্বাভাবিক দুর্ব্বল ও অভিমানী মন হওয়ায় জীবন সম্বন্ধে

ইহারা অতিরিক্ত সচেতন। সর্ব্বদাই মনে করে জীবন তাহাদের বৃথা গেল, যেন কোন কাজেরই উপযুক্ত নয় এই চিন্তা সময়ে সময়ে এত তীব্র হয় যে তাহারা সর্ব্বদাই বিষণ্ণ ও বিমর্ষভাবে দিনযাপন করে।

মিশ্রিত হস্ত (**Mixed hand**)

যে সব হাত সমচতুষ্কোণ, স্থূলাগ্র,—দার্শনিক, শিল্পী বা ভাবুক হস্ত কোনটার মধ্যেই আনিতে পারা যায় না, সেইরূপ হাতকে সাধারণতঃ মিশ্রিত হস্ত বলা হয়। এইরকম হাতের অঙ্গুলিগুলি প্রত্যেকটী এক এক ধরণের। কোনটী বা সূচ্যগ্র, চতুষ্কোণ বা স্থূলাগ্র, কোনটী বা দার্শনিক হইয়া থাকে।

এইরূপ হস্ত বিশিষ্ট লোকের বিশেষত্ব এই যে, তিনি সর্ব্ব বিষয়েই কিছু না কিছু পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন এবং তাঁহার স্বভাব হয় পরিবর্ত্তনশীল। এরূপ লোক সকল অবস্থাতেই অবস্থানুযায়ী থাকিতে পারেন, সকল লোকের সঙ্গেই মিশিতে পারেন। ইঁহারা খুব চতুর হন, কিন্তু ইঁহাদের মনের গতি অনির্দ্দিষ্ট। এইরূপ লোক বিজ্ঞান, সাহিত্য বা যে কোন বিষয়েই হউক সুন্দর বলিতে পারেন। ইঁহারা গীতবাদ্য, চিত্রাঙ্কন, কলকব্জার কার্য্য, বিজ্ঞান বা সাহিত্য চর্চ্চা প্রভৃতি বহুবিধ কাজ করিতে পারেন, কিন্তু কোন বিষয়ে সাফল্য লাভ করেন না। যাহাতে কৌশল, বিচক্ষণতা ও কূটবুদ্ধির দরকার, সেই

কাজে ইঁহারা সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পারদর্শিতা দেখাইতে পারেন ; সুতরাং রাজনীতিজ্ঞ হিসাবে বেশ উন্নতি করিতে পারেন।

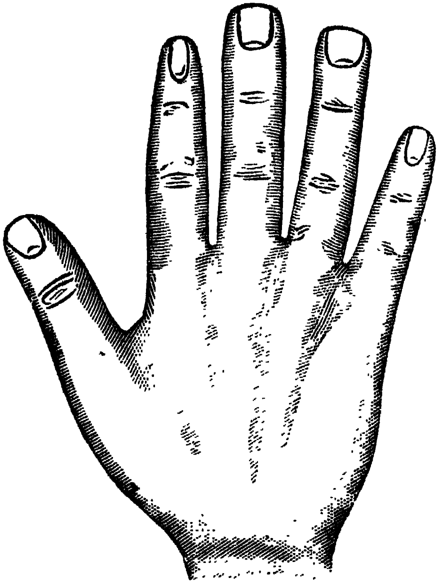

মিশ্রিত হস্তের সর্ব্বাপেক্ষা বিশেষত্ব সর্ব্ব বিষয়ে স্বাভাবিক পারদর্শিতা, সকল অবস্থায় মানিয়ে চলার ক্ষমতা এবং মনের পরিবর্ত্তনশীলতা। এই পারদর্শিতার দরুণ তাঁহার কোন কাজই খুব কঠিন বলিয়া মনে হয় না।

সকল অবস্থা মানিয়া লইয়া চলিতে পারেন বলিয়া ইঁহারা জীবনে সুখ বা দুঃখে কাতর হন না এবং ইঁহাদের কায়িক বা মানসিক উভয়বিধ কার্য্য করিবার ক্ষমতা থাকে।

মিশ্রিত হস্ত বিচার করিবার সময় নিম্নলিখিত নিয়ম দুইটী মনে রাখা উচিত :—

(১) মিশ্রিত হস্ত বিশিষ্ট লোকের হাতে যদি শিরোরেখা (Head line) বেশ সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার এবং অন্যান্য রেখা সমূহ অপেক্ষা বলবান হয়, তাহা হইলে সেই লোক তাহার নানা বিষয়ে ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও যাহাতে নিজের সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পারদর্শিতা থাকে সেই ব্যাপারে নিজেকে নিযুক্ত করে এবং অন্যান্য ক্ষমতাও সাহায্যকারী হিসাবে সেই বিষয়েই ব্যবহার করিতে পারে।

(২) খাঁটি মিশ্রিত হস্ত না হইয়া যদি হস্তের করতল শিল্পী, দার্শনিক, সমচতুষ্কোণ বা কোন একটী বিষয়ের মধ্যে পড়ে, তাহা হইলে অঙ্গুলিগুলি মিশ্রিত হস্তের হইলেও সে লোকের মন বিশেষ পরিবর্ত্তনশীল হয় না এবং সে খাঁটি মিশ্রিত হস্ত লোকের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারে। তবে কোন্ বিষয়ে হইতে পারে, তাহা করতলের চিহ্ন দেখিয়া বলা উচিত।

অঙ্গুলী বিচার

অঙ্গুলী সমূহ যথাসম্ভব এক সরল রেখার উপর দণ্ডায়মান থাকিলে অধিক সৌভাগ্যবান হয়, কিন্তু ইহা কদাচিৎ দৃষ্ট হয়। সাধারণ অবস্থায় অঙ্গুলীগুলি ঘন ঘন থাকিলে কর্কশ প্রকৃতির লোক হয়।

অঙ্গুলী সকল সহজভাবে থাকিলে যে অঙ্গুলীটি কিছু উচ্চ থাকে সেই অঙ্গুলীর ফল বলবান হয়।

সহজ ভাবে অঙ্গুলী সমূহ থাকিলে যদি ধনু আকারে সম্মুখে বক্র থাকে তবে সেই ব্যক্তি লোভী, ভীরু, অহঙ্কারী হয়।

অঙ্গুলী সকল সহজভাবে থাকিলে যদি পশ্চাতে বক্র হয় তবে সেই ব্যক্তি বাচাল ও স্ফূর্ত্তিযুক্ত হইবে।

অঙ্গুলীগুলি কঠিন হইলে কঠিন হৃদয়, কৌশলী, তেজস্বী ও দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়।

অঙ্গুলী সকল নরম হইল লঘুচেতা হইবে।

অঙ্গুলীগুলি খুব লম্বা হইলে পরছিদ্রান্বেষী, নিষ্ঠুর ও বিনা-কারণে সর্ব্বজীবের প্রতি অত্যাচারী হয়।

লম্বা হইলে—সুকর্ম্মী, অভিমানী।

লম্বা ও সরু হইলে—ঠক্, জুয়াচোর, পকেটকাটা, জুয়াড়ী।

অঙ্গুলী হস্তানুযায়ী ক্ষুদ্র হইলে—তীক্ষ্ণবুদ্ধি-সম্পন্ন, সুবিচারক।

গ্রন্থি সমূহ মসৃণ হইলে কৌতূহলী হয়।

অতিক্ষুদ্র অঙ্গুলী হইলে—অলস, স্বার্থপর, বুদ্ধিহীন, কর্ত্তব্যজ্ঞানহীন, নিষ্ঠুর।

আকৃতি

তর্জ্জনী

তর্জ্জনী সাধারণ লম্বা হইলে কর্ম্মঠ জীবন সূচনা করে।

তর্জ্জনী খুব লম্বা হইলে—অত্যাচারী।

খুব ছোট হইলে—দায়িত্বজ্ঞানহীন।

বক্র হইলে—যশোহীন হয়।

মধ্যমা

মধ্যমা সাধারণ হইলে—জ্ঞানী।

খুব লম্বা হইলে—অসন্তুষ্ট।

ছোট হইলে—চঞ্চলমনা, বাচাল।

বক্র হইলে—মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত, খুনী প্রকৃতির।

অনামিকা

সাধারণ হইলে—কলাবিদ্‌ ও সৌন্দর্য্যের উপাসক।

খুব লম্বা হইলে—জুয়া খেলায় আসক্ত।

খুব ছোট হইলে—সৌন্দর্য্য-জ্ঞানহীন।

বক্র হইলে—কলাবিদ্যার মূল্য-জ্ঞান-শূন্য।

কনিষ্ঠা

সাধারণ লম্বা হইলে—ভাবুক, বিদ্বান্, উন্নতি-কামী।

খুব লম্বা হইলে—খামখেয়ালী।

খুব ছোট হইলে—অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা না করিয়া কোন বৃহৎ কার্য্য-কারী।

বক্র হইলে—অধার্ম্মিক, অন্যায়-কারী, অবিচারক।

তুলনা

তর্জ্জনী

তর্জ্জনী যদি মধ্যমাপেক্ষা দীর্ঘতর হয় তবে সে একগুঁয়ে বা পাগল হয়।

তর্জ্জনী মধ্যমার সমান হইলে সেই ব্যক্তি ক্ষমতাপ্রিয় হয়। নেপোলিয়ানের হস্তে এইরূপ অঙ্গুলী ছিল।

তর্জ্জনী মধ্যমাপেক্ষা অধিক ছোট হইলে লাজুক ও ভীরু-স্বভাব হয়।

তর্জ্জনী অনামিকার সহিত সমান হইলে অধিক মাত্রায় অর্থ ও যশস্কামী হয়।

তর্জ্জনী অনামিকা অপেক্ষা অতি দীর্ঘ হইলে অসম্ভব রকমের আশাযুক্ত হয়।

তর্জ্জনী অনামিকা অপেক্ষা খুব ছোট হইলে উচ্চাকাঙ্ক্ষা-হীন,—কোনও প্রকারে দিনগত পাপক্ষয় মত মনোবৃত্তি হইয়া থাকে।

মধ্যমা

মধ্যমা অনামিকাপেক্ষা বেশী লম্বা হইলে কলা সাহিত্য ও অর্থে উন্নত হয়।

মধ্যমা অনামিকার সহিত সমান হইলে জুয়াখেলায় আসক্ত হয়।

মধ্যমা অনামিকা অপেক্ষা ছোট হইলে বৃহৎ কর্ম্মে নির্ব্বোধের মত দায়িত্বপূর্ণ হয়; আর ক্রমশঃ মস্তিষ্কের বিকৃতি হয়।

মধ্যমা তর্জ্জনী অপেক্ষা দীর্ঘতর হইলে গর্ব্বিত ও বোকা হয়।

মধ্যমা তর্জ্জনীর সহিত সমান হইলে উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়।

মধ্যমা তর্জ্জনীর অপেক্ষা ছোট হইলে পাগল হয়।

অনামিকা

অনামিকা তর্জ্জনী অপেক্ষা অধিক লম্বা হইলে কলা কুশল, কিন্তু উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন হয়।

অনামিকা তর্জ্জনীর সমান হইলে অর্থ ও যশস্কামী হয়।

অনামিকা তর্জ্জনীর অপেক্ষা ছোট হইলে অসম্ভব আশাযুক্ত হয়।

অনামিকা মধ্যমাপেক্ষা ছোট হইলে বিপৎপূর্ণ বা দায়িত্ব পূর্ণ হয়।

অনামিকা মধ্যমাপেক্ষা সমান হইলে জুয়াখেলায় আসক্ত হয়।

অনামিকা মধ্যমাপেক্ষা বেশী ছোট হইলে বুদ্ধির দোষে নিজের সর্ব্বনাশকারী হয়।

অনামিকা কনিষ্ঠাপেক্ষা অধিক লম্বা হইলে কলাবিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী ও সফলকাম হয়।

অনামিকা কনিষ্ঠার সহিত প্রায় সমান হইলে বক্তা ও বুঝাইবার সুন্দর ক্ষমতাসম্পন্ন হয়।

কনিষ্ঠা

কনিষ্ঠা তর্জ্জনীর সহিত প্রায় সমান সমান হইলে, প্রধান বৈজ্ঞানিক হয়।

কনিষ্ঠা যদি অনামিকার সহিত প্রায় সমান সমান হয়, তবে জাতক বক্তাও সুন্দর বুঝাইবার ক্ষমতাসম্পন্ন হয়; কিন্তু যদি অন্যান্য সুচিহ্ন না থাকে, তবে প্রবঞ্চক হইয়া থাকে।

স্ত্রী হস্তের অঙ্গুলী বিচার

অঙ্গুষ্ঠ উন্নত, স্থূল ও সুগোল হইলে সেই নারী অতি ভোগবতী হয়।

অঙ্গুষ্ঠ বক্র, হ্রস্ব, ও চেপটা হইলে সেই নারী সুখসৌভাগ্য-বর্জ্জিতা হয়।

অঙ্গুলী সকল দীর্ঘ হইলে সেই রমণী কুলটা হয়।

" " কৃশ হইলে সেই রমণী অত্যন্ত নির্ধনা হয়।

" " খর্ব্ব হইলে পরমায়ুঃ অতি অল্প হয়।

" " ভগ্নবৎ হইলে ভগ্ন অবস্থা হয়।

" " চেপটা হইলে, সেই নারী পরপ্রেষ্যা অর্থাৎ দাসী হয়।

পর্ব্ব বিচার

মানব হস্তের অঙ্গুলি সমূহ সচরাচর তিন ভাগে বিভক্ত। প্রত্যেক ভাগকে এক একটী পর্ব্ব বলা হয়। অঙ্গুলির শেষ ভাগ হইতে প্রথম গ্রন্থি অবধি স্থানটীকে প্রথম পর্ব্ব, প্রথম গ্রন্থি হইতে দ্বিতীয় গ্রন্থি অবধি স্থানটাকে দ্বিতীয় পর্ব্ব ও দ্বিতীয় গ্রন্থি হইতে তৃতীয় অবধি স্থানটীকে তৃতীয় পর্ব্ব বলা হয়।

পর্ব্ববিচার করিতে হইলে হস্তের পৃষ্ঠ দেশের গ্রন্থি দেখিয়া বিচার করা আবশ্যক। অনেক হস্তে অঙ্গুলির প্রান্ত দেশ অপেক্ষা নখ অনেক বড় দেখিতে পাওয়া যায়। অতএব প্রথম পর্ব্ব বিচার করিবার সময় নখের বেশী অংশটী বাদ দিয়া বিচার করা কর্ত্তব্য। পর্ব্ব সকলের বিচারের এই নিয়ম অঙ্গুষ্ঠ ব্যতীত সমস্ত অঙ্গুলির পক্ষে চলিবে।

পর্ব্বগুলির দৈর্ঘ্যের তারতম্য অনুসারে মানবচরিত্রের নানারূপ বৈচিত্র্য দেখিতে পাওয়া যায়। প্রথমতঃ পর্ব্ব দীর্ঘ কি স্বাভাবিক তাহার বিচার শিক্ষা করা আবশ্যক।

সমস্ত অঙ্গুলির দৈর্ঘ্যের অনুপাতে প্রত্যেক পর্ব্বের একটী স্বাভাবিক মাপ আছে; এই স্বাভাবিক মাপ অপেক্ষা বড় কি ছোট হিসাব করিয়া পর্ব্বের দৈর্ঘ্য বিচার করিতে হয়। অঙ্গুলির পিছন দিকের তৃতীয় গ্রন্থি হইতে নখের শেষ প্রান্ত পর্য্যন্ত স্থানটাকে দশ ভাগে বিভক্ত করিলে সমগ্র দশভাগের দুই ভাগ প্রথম পর্ব্ব, উক্ত দশ ভাগের ৩৷৷০ ভাগ দ্বিতীয় পর্ব্ব,

এবং বক্রী ৪॥০ ভাগ তৃতীয় পর্ব্বের দৈর্ঘ্য হইয়া থাকে। এই নিয়মের ব্যতিক্রম অনুযায়ী পর্ব্ব দীর্ঘ কি স্বাভাবিক বুঝিতে হইবে। এই বিষয়টী বিশদভাবে বুঝাইবার জন্য নিম্নে একটী চিত্র প্রদত্ত হইল ও পরে বিচার ফল দেখান হইল।

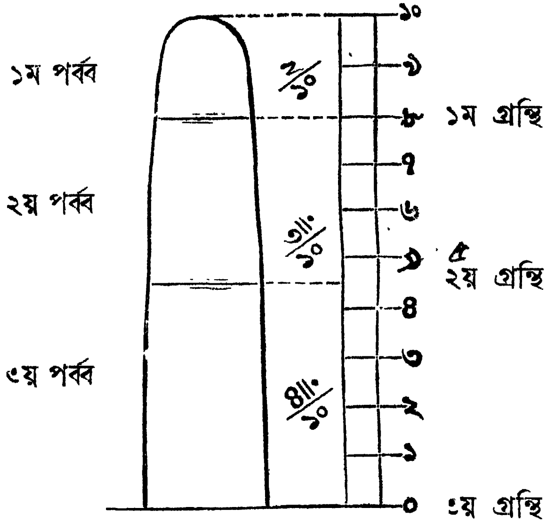

ত

১ম পর্ব্ব স্বাভাবিক হইলে ধর্ম্মবিশ্বাসী ও প্রতিভাসম্পন্ন।
" দীর্ঘ হইলে কুসংস্কারাপন্ন, কঠিনস্বভাব ও কপট।
২য় পর্ব্ব স্বাভাবিক " গর্ব্বিত ও উচ্চাকাঙ্ক্ষী।
" দীর্ঘ " দাম্ভিক, উচ্চাভিলাষী ও সৌম্য প্রকৃতি।

৩য় পর্ব্ব স্বাভাবিক হইলে অন্যের উপর ক্ষমতা বিস্তার করিতে উৎসুক।
,, দীর্ঘ ,, অপরের উপর আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম ও অহঙ্কারী।

মধ্যমা

১ম পর্ব্ব স্বাভাবিক হইলে গম্ভীর স্বভাবযুক্ত।
,, দীর্ঘ ,, সর্ব্বদা বিষণ্ন মন, ধর্ম্মের গোড়ামি হইতে আত্মহত্যার অভিলাষী।
২য় পর্ব্ব স্বাভাবিক ,, কৃষিকার্য্যে আস্থাসম্পন্ন।
,, দীর্ঘ ,, নানা কর্ম্মে ও ব্যবসায় সম্বন্ধে অতিশয় সাবধান, পরদাররত।
৩য় পর্ব্ব স্বাভাবিক ,, মিতব্যয়ী।
,, দীর্ঘ ,, পরশ্রীকাতর ও পরদ্রব্যলোভী।

অনামিকা

১ম পর্ব্ব স্বাভাবিক হইলে শিল্প কার্য্যে প্রতিভাসম্পন্ন।
,, দীর্ঘ ,, অত্যধিক শিল্পপ্রিয়তা ও ব্যবহারিক জীবনে উন্নতির বাধা।
২য় পর্ব্ব স্বাভাবিক ,, সাধারণ বুদ্ধি ও প্রতিভা।
,, দীর্ঘ ,, ব্যবসায় বুদ্ধির দ্বারা ঐশ্বর্য্যবান্ হইলেও মানসিক উন্নতি হয় না।
৩য় পর্ব্ব স্বাভাবিক ,, ঐশ্বর্য্য প্রদর্শনের ইচ্ছা
,, দীর্ঘ ,, বিশেষ সৌভাগ্যবান্ হইলেও মূর্খতাপূর্ণ গর্ব্ব।

কনিষ্ঠা

১ম পর্ব্ব স্বাভাবিক	হইলে	বক্তা, বিজ্ঞানে আস্থা।
,, দীর্ঘ	,,	মিথ্যাবাদী, সুবক্তা, ব্যবসায়ী।
২য় পর্ব্ব স্বাভাবিক	,,	বিজ্ঞান শাস্ত্রে নিপুণতা।
,, দীর্ঘ	,,	অতিশয় পরিশ্রমী, কোন নৃশংস কার্য্যের জন্য বিজ্ঞান শাস্ত্রচর্চ্চা।
৩য় পর্ব্ব স্বাভাবিক	,,	ব্যবসায়বুদ্ধি।
,, দীর্ঘ	,,	প্রবঞ্চক, চতুর, মিথ্যাবাদী।

বৃদ্ধাঙ্গুলী

সামুদ্রিক শাস্ত্রে মানবচরিত্র বিশ্লেষণকারী যত কিছু নিদর্শন পাওয়া যায় তাহার মধ্যে বৃদ্ধাঙ্গুলি অন্যতম। বৃদ্ধাঙ্গুলির গঠন ও আয়তন দেখিয়া ব্যক্তি সম্বন্ধে যে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারা যায়, হস্তরেখা বিচার কালে তাহা অনেক পরিমাণে সাহায্য করে। শুধু আমাদের দেশ বলিয়া নহে, বিভিন্ন দেশের সামুদ্রজ্ঞেরাও অঙ্গুষ্ঠের এই বিশিষ্টগুণ স্বীকার করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য জ্যোতিষিগণ বৃদ্ধাঙ্গুলিকে সামুদ্রিক শাস্ত্রে একটী বিশিষ্ট স্থান দান করিয়াছেন। Dr. Francis Galton বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা দেখাইয়া দিয়াছেন যে, অঙ্গুষ্ঠের উপরিভাগের ত্বকের কুঞ্চন পরীক্ষা করিয়া চোর, ডাকাত, খুনী বা যে কোন প্রকারের অপরাধী সঠিকভাবে বিচার করিতে পারা যায়। এই হিসাবে, যাহারা লিখিতে জানে না তাহাদের বৃদ্ধাঙ্গুলির ছাপ লইবার প্রথা আছে।

বিখ্যাত পাশ্চাত্য জ্যোতিষী D' Arpentigny বলিয়াছেন, ভগবানের সৃষ্ট জীবজগতে উন্নততর জীবের বৃদ্ধাঙ্গুলিই তাহাদের বিশেষত্ব। Prof. Sir Richard Owen তাঁহার রচিত "On the Nature of Limbs" নামক বিখ্যাত পুস্তকে এই একই কথার প্রতিধ্বনি করিয়াছেন। হস্তরেখা বিচারকালে বৃদ্ধাঙ্গুলির গঠন ও আয়তনাদি ভালরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া ফলবিচার করা আবশ্যক।

বৃদ্ধাঙ্গুলীকে অন্যান্য অঙ্গুলীর ন্যায় তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। প্রথম পর্ব্বে ইচ্ছাশক্তি, দ্বিতীয় পর্ব্বে বিচারশক্তি ও তৃতীয় পর্ব্বে অনুভূতি ও ভালবাসার কথা জানিতে পারা যায়। তৃতীয় পর্ব্বকে শুক্র স্থান বলা হয়। সুতরাং যেখানে গ্রহের স্থান সম্বন্ধে আলোচনা করিব সেই স্থলে তৃতীয় পর্ব্বের কথা বিশদভাবে উল্লেখ করিব।

বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্ব তুলনা করিয়া ফলাফল বিচার করা কর্ত্তব্য। প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব্বের তুলনামূলক স্বাভাবিক মাপ্ হওয়া উচিত ২।৩ অর্থাৎ দ্বিতীয় গ্রন্থি হইতে অঙ্গুলির প্রান্তভাগ (নখের প্রায় শেষ) পর্য্যন্ত যদি বৃদ্ধাঙ্গুলিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়, তাহা হইলে প্রথম পর্ব্বের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য হইবে দুই এবং দ্বিতীয় পর্ব্বের স্বাভাবিক দৈর্ঘ্য হওয়া উচিত তিন। এই স্বাভাবিক দৈর্ঘ্যের তারতম্যের উপর ফলাফল নির্ভর করে।

বৃদ্ধাঙ্গুলী যদি করতল হইতে অনেক দূর পর্য্যন্ত

প্রসারিত হয়, এবং করতলের সঙ্গে সমকোণ (Right Angle) বা তার বেশী কোণ করিয়া থাকে, তাহা হইলে এরূপ ব্যক্তি অতিরিক্ত পরিমাণে স্বাধীনচেতা হইয়া থাকে; ইহাদিগকে কিছুতেই বশে আনিতে পারা যায় না। ইহারা কিছুতেই বাধা সহ্য করিতে পারে না; তাহাদের হাবভাব, কথাবার্ত্তা সবই উগ্রতার পরিচায়ক হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলীর গঠন যাহাদের ছোট, অপরিপুষ্ট, খুব মোটা ও কুৎসিত, তাহাদের স্বভাব সাধারণতঃ কঠিন, একগুঁয়ে ও পশুভাবাপন্ন হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলীর গঠন লম্বা, সুশ্রী, সুস্পষ্ট হইলে সে ব্যক্তি বুদ্ধিসম্পন্ন, মার্জ্জিতরুচি ও নম্রস্বভাব হইয়া থাকে।

বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রসারিত করিলে যদি প্রথম পর্ব্ব পশ্চাৎ দিকে হেলিয়া পড়ে, তাহা হইলে জাতকের অন্তঃকরণ মহৎ হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রসারিত করিলে যদি পশ্চাৎ দিক অত্যন্ত হেলিয়া পড়ে, তাহা হইলে জাতক অপরিমিতব্যয়ী হয়।

যদি বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে জাতক অতিশয় বুদ্ধিমান্ হয়, সকল লোককে বশীভূত করিতে পারে, কিন্তু জাতক অপরের বশীভূত হয় না। সকল কার্য্যে সাফল্যলিপ্সু হইয়া থাকে ও তোষামোদী হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম পর্ব্ব মধ্যমাকৃতি হইলে জাতক কর্ম্ম-শক্তিসম্পন্ন হয় এবং গোপনে শক্রতা সাধন করিয়া থাকে।

যদি বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম পর্ব্ব ছোট ও চওড়া হয়, তাহা হইলে জাতক যথেচ্ছাচারী, দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন ও একগুঁয়ে হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম পর্ব্ব ছোট হইলে জাতক লোকের সহিত বন্ধুতা রাখিতে পারে না।

যদি বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও স্থূল হয়, তাহা হইলে জাতক তার্কিক ও সুবিচারক হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলির প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ ও দ্বিতীয় পর্ব্ব ক্ষুদ্র হইলে জাতক একগুঁয়ে ও ভালমন্দজ্ঞানশূন্য হয়।

বৃদ্ধাঙ্গুলির দ্বিতীয় পর্ব্ব দীর্ঘ ও স্থূল হইলে জাতক জ্ঞানী ও ন্যায় বিচারক হইয়া থাকে।

উক্ত অঙ্গুলির দ্বিতীয় পর্ব্ব ক্ষুদ্র ও সরু হইলে এবং প্রথম পর্ব্ব দীর্ঘ হইলে জাতকের ইচ্ছাশক্তি সফলতা লাভ করে, এবং সে অন্যের যুক্তিতর্কে বশীভূত হয় না।

নখ-বিচার

নখের রং বিচার

শ্বেতবর্ণ নখ হইলে জাতক দুঃখ-ভাগী, সৎস্বভাব ও ন্যায়বুদ্ধি হয়।

তাম্রবর্ণ লইলে জাতক সৌভাগ্যবান্ হয়।

কৃষ্ণবর্ণ ও ছোট হইলে জাতক অবিশ্বাসী, ধূর্ত্ত ও ভৃত্য হয়।

আকৃতি বিচার

নখ ক্ষুদ্র হইলে (ভাল হাতে) জাতক অনুসন্ধিৎসু, তেজস্বী, ও বুদ্ধিমান্ হয়।

(খারাপ হাতে) লঘুচিত্ত হয়।

নখ ক্ষুদ্র ও কঠিন এবং কিছু অংশ চর্ম্মাবৃত হইলে জাতক কলহপ্রিয় হয়।

ক্ষুদ্রনখ এবং করতল নরম হইলে জাতক তার্কিক হয়।

নখ ছোট এবং রং বিবর্ণ হইলে জাতক প্রবঞ্চক ও শারীরিক এবং মানসিক দুর্ব্বল হয়। চওড়া অপেক্ষা লম্বা বেশী হইলে জাতক একগুয়ে হয়। লম্বা অপেক্ষা চওড়া বেশী হইলে জাতক তার্কিক হয়।

সূক্ষ্ম হইলে জ্ঞানী, তীক্ষ্ণবুদ্ধি লেখক, আত্মীয় বন্ধু বান্ধব ও প্রতিবেশীর উপর আধিপত্য করিতে ইচ্ছুক হয়।

নখ লম্বা, পাতলা এবং বক্রভাবাপন্ন হইলে এবং নখের মধ্যভাগে ছোট ছোট, লম্বা লম্বা, উচু উচু, দাগের মত থাকিলে ক্ষয় রোগের সূচনা করে!

যদি নখের উপরে উক্ত চিহ্ন ক্রশ , বা ক্রশের আকৃতি হয় তবে আসন্ন রোগের সূচনা করে। আর যে অঙ্গুলিতে থাকিবে সেই গ্রহের পীড়া হয়।

নখের উপর শ্বেত দাগ থাকিলে রক্ত হীনতা, কাল বা নীল দাগ থাকিলে রক্তদোষ হয়।

নখ সাদা মোটা বাদামের আকৃতি ও চকচকে হইলে

জাতক স্বাস্থ্যবান্, ধীরস্বভাব হয়। ঐরূপ যদি নীল আভাযুক্ত হয় তবে জাতক হঠাৎ চটিয়া উঠে।

নখ লম্বা, পাতলা ও সরু হইলে জাতক ভীরু এবং কাপুরুষ হয়।

নখের উপর সাদা, কাল দাগ চিহ্ন

বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের উপর সাদা চিহ্ন থাকিলে ভালবাসার প্রবৃত্তি জন্মে; বৃদ্ধাঙ্গুলির নখের উপর কাল চিহ্ন থাকিলে অন্যায় ভালবাসায় কুপথগামী হয়।

তর্জ্জনীর নখের উপর সাদা চিহ্ন থাকিলে অর্থলাভ হয়। তর্জ্জনীর নখের উপর কাল চিহ্ন থাকিলে অর্থনাশ হয়।

মধ্যমার নখের উপর সাদা চিহ্ন থাকিলে জলপথে ভ্রমণ হয়। মধ্যমার নখের উপর কাল দাগ থাকিলে অল্প সময়ের মধ্যে মৃত্যুর সম্ভাবনা থাকে।

অনামিকার নখের উপর সাদা দাগ থাকিলে সম্মান ও অর্থ প্রাপ্তি হয়। অনামিকার নখের উপর কাল দাগ থাকিলে অপযশভাগী ও নীচপ্রবৃত্তি হয়।

কনিষ্ঠার নখের উপর সাদা দাগ থাকিলে বিজ্ঞান শাস্ত্রে বিশ্বাস এবং ব্যবসায় উন্নতি হয়। কনিষ্ঠার নখের উপর কাল বা হলুদে দাগ থাকিলে মৃত্যুকাল আসন্ন বুঝিতে হইবে।

অঙ্গুলিতে মুদ্রা বা চক্র

দুই হস্তে অঙ্গুলির মাথায় যে চক্র থাকে সে গুলি গণনা করিয়া যে সংখ্যা হয় তাহার ফল লেখা হইল। প্রত্যেক অঙ্গুলিতে চক্র থাকিলে যে স্বতন্ত্র ২ ফল হয় তাহা তৃতীয় অধ্যায়ে চিত্র সমেত দেখান হইয়াছে।

অঙ্গুলিতে ১টিতে চক্র থাকিলে সুখী হয়।

”	২টিতে	”	”	রাজ সম্মান হইয়া থাকে।
”	৩টিতে	”	”	দ্রব্য ও লোক সঞ্চয়।
”	৪টিতে	”	”	পণ্ডিত অথচ দরিদ্র হয়।
”	৫টিতে	”	”	লোভী হইয়া থাকে।
”	৬টিতে	”	”	সকাম হয়।
”	৭টিতে	”	”	সুখ হয়।
”	৮টিতে	”	”	জড়তা হইয়া থাকে।
”	৯টিতে	”	”	প্রভুত্ব হয়।
”	১০টিতে	”	”	রাজযোগ হইয়া থাকে।

অঙ্গুলিতে শঙ্খ বিচার

অঙ্গুলির মাথায় চক্রের ন্যায় শঙ্খ দেখা যায়, সেইগুলি দেখিতে ঠিক শঙ্খ আকারে; দুই হস্তে গণনা করিয়া যে সংখ্যা হইবে তাহার ফল লেখা হইল।

১টি অঙ্গুলীতে শঙ্খ থাকিলে জাতক সুখী হয়।

২টি ” ” ” দরিদ্র হয়।

৩টি অঙ্গুলীতে শঙ্খ থাকিলে অসৎ হয়।

৪টি " " " বহু সদ্‌গুণ সম্পন্ন হয়।

৫টি " " " অভাব গ্রস্ত।

৬টি " " " বলবান্ হইয়া থাকে।

৭, ৮, ৯, ১০টি " " আধিপত্য করিবার ক্ষমতা হয়।

বৃহস্পতিস্থান

তর্জ্জনীর মূলদেশে বৃহস্পতি স্থান (চিত্র—১)। বৃহস্পতির স্থান উচ্চ হইলে জাতক শান্তিপ্রিয়, উদার চরিত্র, উচ্চাভিলাষী, যশপ্রার্থী, জ্ঞানী, ন্যায়বান; ধার্ম্মিক, আমোদ ও কল্পনাপ্রিয়, আত্ম-নির্ভর, সকলের প্রিয়, প্রায় ধনী হইয়া থাকে। উচ্চ না হইয়া যদি শনির দিগভিমুখী হয়, তবে জাতক বিবেক-শক্তি-সম্পন্ন, ধর্ম্মানুশীলনে তৎপর, ধর্ম্মতত্ত্ববিদ্ ও সুপণ্ডিত হয়। অতি উচ্চ হইলে জাতক আমোদপ্রিয়, অন্যের উপর আধিপত্য করিতে ইচ্ছুক ও আত্মশ্লাঘাকারী হয়। নিম্নস্থ হইলে জাতক অধার্ম্মিক, অলস, নীচপ্রবৃত্তি হয়।

বৃহস্পতি শনিসম উচ্চ হইলে জাতক ভদ্র, ধৈর্য্যশীল, ভাগ্যবান্, কিন্তু সে প্রায় বিমর্ষভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি শনিসম নীচস্থ হইলে জাতক আত্মঘাতী হইতে ইচ্ছা করে।

বৃহস্পতি রবিসম উচ্চ হইলে জাতক ভাগ্যবান্, ধনবান্ ও যশস্বী হয়।

বৃহস্পতি রবি সম নীচস্থ হইলে জাতক অত্যধিক গর্ব্বিত হয়।

বৃহস্পতি বুধ সম উচ্চ হইলে জাতক কবি, বৈজ্ঞানিক, প্রেমিক হয়, এবং ব্যবসায় উন্নতি লাভ করে।

বৃহস্পতি বুধ সম নীচস্থ হইলে জাতক জুয়াচোর বা চোর হয়।

বৃহস্পতি ১নং মঙ্গলের স্থান সম উচ্চ হইলে জাতক সাহসী হয়, এবং লোকের উপর আধিপত্য করিবার ক্ষমতা থাকে।

বৃহস্পতি ১নং মঙ্গলের স্থান সম নীচস্থ হইলে জাতক অত্যাচারী হয়।

বৃহস্পতি চন্দ্রের স্থান সম উচ্চ হইলে জাতক ভাবুক, ন্যায়বান্, নম্রপ্রকৃতি কিন্তু নির্দ্দয়হৃদয় হয়।

বৃহস্পতি চন্দ্র সম নীচস্থ হইলে জাতক খেয়ালী হয়।

বৃহস্পতি শুক্র সম উচ্চ হইলে জাতক নিষ্পাপ ভাল-বাসাযুক্ত, আমোদপ্রিয়, ন্যায়বান্, উদারচিত্ত হয়।

বৃহস্পতি ২নং মঙ্গল সম উচ্চ হইলে জাতক ভাগ্যে অতি বিশ্বাস করিয়া কর্ম্মহীন হইয়া পতিত হয়।

বৃহস্পতি ২নং মঙ্গলসম নীচস্থ হইলে জাতক সম্মানহানি ভয়ে কাপুরুষ হয়।

বৃহস্পতি হইতে নিম্নলিখিত ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। যথা :—

শ্বাস যন্ত্রের রোগ, কাস, সর্দ্দি, তালুর রোগ, কণ্ঠস্থ বেদনা, যকৃৎ রোগ, এবং সন্ন্যাস।

শনি স্থান

মধ্যম অঙ্গুলীর মূল-দেশে শনির স্থান (চিত্র ১)। শনির স্থান উচ্চ হইলে জাতক বিপন্নভাব, প্রত্যেকের উপব বিশ্বাসহীন হয়, সে লোকের সঙ্গে মিশিতে ভালবাসে, কৃপণ, ভীরু কিন্তু বলবান্ হয়, নির্জ্জনে বাস করিতে ইচ্ছুক হয়, সে গুপ্ত বিদ্যা, ডাক্তারী, গণিত, রসায়ণ বিদ্যা ভালবাসে। যদি সে শিক্ষা করে, তবে সে উন্নতি করিতে সমর্থ হয়।

যদি শনির স্থান অতি উচ্চ হয়, তবে জাতক রুক্ষস্বভাব ও খেয়ালী হয়।

শনির স্থান নীচস্থ হইলে জাতক নীচ-মনা, প্রায় আত্ম-হত্যায় ইচ্ছুক, ভ্রমণকারী, বন্ধন-ভয়ে ভীরু, প্রায় দুর্ভাগ্য হয়। তবে যদি ভাগ্য-রেখা ও অন্যান্য রেখা বলবান্ থাকে, তবে উক্ত অশুভ ফলের খণ্ডন হয়।

শনির স্থান রবির সম উচ্চ হইলে জাতক সর্ব্বদা বিষন্ন-ভাবাপন্ন হয়।

শনির স্থান রবির সম নীচস্থ হইলে জাতক মস্তিষ্কদুর্ব্বল হইয়া থাকে।

শনির স্থান বুধের স্থান সম উচ্চ হইলে জাতক বিজ্ঞান বা ডাক্তারী কিংবা গুপ্ত-বিদ্যায় উন্নত হয়।

শনির স্থান বুধের স্থান সম নীচ হইলে জুয়াচুরি করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

শনির স্থান ১নং মঙ্গল সম উচ্চ হইলে জাতক খিটখিটে হয়।

শনির স্থান ১নং মঙ্গল সম নীচ হইলে জাতক বিশ্বনিন্দুক ও অত্যাচারী হয়।

শনি চন্দ্রসম উচ্চ হইলে জাতক রহস্য বিদ্যায় পারদর্শী কিন্তু কদাকার হয়।

শনি চন্দ্রসম নীচ হইলে জাতক সর্ব্বদা আত্মহত্যাভিলাষী হয়।

শনির স্থান শুক্রস্থান সম উচ্চ হইলে জাতক গুহ্য-বিদ্যায় অনুসন্ধানকারী, উৎসবপ্রিয়, দয়ালু, বিবেকী হয়।

শনির স্থান শুক্র সম নীচ হইলে জাতক প্রতিহিংসাভাবাপন্ন হয়।

শনি স্থান ২নং মঙ্গলসম উচ্চ হইলে জাতক কর্ম্মে আশাশূন্য হইয়া ভাগ্যে দোষারোপকারী হয়।

শনি গ্রহ হইতে নিম্নলিখিত ব্যাধির উৎপত্তি হইতে পারে। যথা ঃ—

পদবিকলতা, বধিরতা, পক্ষাঘাত, প্লীহা, উদরী, বাত, শরীর কম্পন, শ্বাস রোগ, বায়ু রোগ, যক্ষ্মা।

রবি স্থান

রবিস্থান অনামিকার মূল দেশে (চিত্র নং ১)। রবি স্থান উচ্চ হইলে জাতক শিল্প, সাহিত্য, কলাবিদ্যায় বিশেষ দক্ষ, দায়ালু, উদার, কীর্ত্তিমান্, উপার্জ্জনকর্ত্তা, বিজয়ী, সৌন্দর্য্য-প্রিয়, সহনশীল, ধনী, ন্যায়পথে ধৈর্য্যের সহিত প্রবৃত্ত, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, বাগ্মী ও সরল প্রকৃতির লোক হন। কিন্তু স্বামীর স্ত্রীর

উত্তম মনের মিল থাকেনা, ইহাই প্রায় দৃষ্ট হয়। আর জাতক ভ্রমণকারী ও নিজ নাম প্রচারে প্রিয় হন।

রবিস্থান অত্যুচ্চ হইলে জাতক অপব্যয়ী, কৃপণ, অর্থাভিলাষী, খেয়ালী, বাচাল, চিন্তাশূন্য, গর্ব্বিত, বিলাসী হয়।

রবিস্থান নীচস্থ হইলে জাতক অলস, অজ্ঞানী, উদাসীনভাব হয়।

যদি রবিস্থান বুধের স্থান সম উচ্চ হয়, তবে জাতক বিশেষ তীক্ষ্ণধী সম্পন্ন, বাগ্মী, ব্যবসাবুদ্ধি, বিচারশক্তিসম্পন্ন, উৎকৃষ্ট লেখকও হইতে পারে।

রবি বুধ সম নীচস্থ হইলে জাতক কূটবুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

রবিস্থান ১নং মঙ্গলের সম উচ্চ হইলে জাতক আধিপত্য বিস্তার করিতে চেষ্টা করে।

রবি ১নং মঙ্গলের সম নীচস্থ হইলে জাতক নিজেকে উচ্চ করিবার ইচ্ছা করে।

রবিস্থান চন্দ্র স্থান সম উচ্চ হইলে জাতক অতিশয় ভাবুক, বুদ্ধিমান্, কল্পনাপ্রিয় ও উচ্চমনা হয়।

রবি চন্দ্রস্থান সম নীচ হইলে জাতক বুদ্ধিহীন, আকাশ কুসুম লইয়া ব্যস্ত হয়।

রবিস্থান শুক্রস্থান সম উচ্চ হইলে জাতক কবি, লেখক হইবার অভিলাষী ও সচ্চরিত্র হয়।

রবিস্থান শুক্র সম নীচস্থ হইলে জাতক চাটুকারী বা খোসামোদকারী হয়।

রবিস্থান ২নং মঙ্গল সম উচ্চ হইলে জাতক ভাগ্যবিশ্বাসী হয়।

রবিস্থান ২নং মঙ্গল সম নীচস্থ হইলে জাতক মৌখিক ভাগ্য বিশ্বাসী কিন্তু প্রকৃত ভাগ্য বিশ্বাসী নহে।

রবি গ্রহ হইতে নিম্নলিখিত ব্যাধির উৎপত্তি হয় বা হইতে পারে ঃ—মস্তিষ্ক, হৃদয়, চক্ষু, ও মুখ রোগ, সর্দ্দি, গরমি, মরক, শরীর ও হৃদয়কম্প, বিসূচিকা এবং যে সকল জ্বরে দেহ পচিয়া যায়।

বুধ স্থান

বুধ স্থান কনিষ্ঠার মূল দেশে (চিত্র ১)। বুধস্থান উচ্চ হইলে, জাতক বুদ্ধিমান, চতুর, পরিশ্রমী, ডাক্তারী, গণিত ও গুহ্য বিদ্যার মধ্যে কোন একটিতেও বিশেষ পারদর্শী, শিল্পী, ব্যবসায়ী মনুষ্যচরিত্রবিশ্লেষণকারী, আইনব্যবসায়ী, প্রখরবুদ্ধি (শিক্ষিত হইলে), উক্ত যে কোন বিষয়ে সুনাম অর্জ্জনকারী হয়; যথা শ্রেষ্ঠ উকিল। বুধস্থান অতি উচ্চ হইলে জাতক মূর্খ, মিথ্যাবাদী, রসিকতাপ্রিয় হয়।

বুধস্থান নীচস্থ হইলে জাতক উদ্যমরহিত, বুদ্ধিহীন, বন্ধুবর্গের সহিত মধ্যে মধ্যে মনোমালিন্যকারী ও অলস হইয়া থাকে।

বুধ স্থান ১নং মঙ্গল স্থান সম উচ্চ হইলে জাতক পালোয়ান বা যোদ্ধা হয়।

বুধ স্থান ১নং মঙ্গল সম নীচস্থ হইলে জাতক অর্থের জন্য নিজের নাম নষ্ট করিতে কুন্ঠিত হয় না।

বুধ চন্দ্রসম উচ্চ হইলে জাতক তীক্ষ্মমেধাসম্পন্ন হয়।

বুধ চন্দ্রসম নীচ হইলে জাতক অসৎ উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিতে ইচ্ছা করে।

বুধ শুক্রসম উচ্চ হইলে জাতক প্রেমিক, জ্ঞানবান্ হয়।

বুধ শুক্রসম নীচস্থ হইলে জাতকের অশুভ সূচনা করে।

বুধ ২নং মঙ্গলসম উচ্চ হইলে জাতক সর্ব্ব বাধা বিঘ্ন থাকিলেও কার্য্যে অধ্যবসায়ী হয়।

বুধ ২নং মঙ্গলসম নীচস্থ হইলে জাতক মন্দ কার্য্যে একগুয়ে হয়।

বুধ গ্রহ হইতে নিম্নলিখিত ব্যাধির উৎপত্তি হয় ও হইতে পারে ঃ—ঘূর্ণি রোগ, ক্ষিপ্ততা, শিরঃপীড়া, মৃগিরোগ, স্মৃতি ও বাক্শক্তিহীনতা, অস্পষ্ট বাক্য, বাক্-রোধ, জিহ্বা রোগ, অজীর্ণ রোগ এবং সর্দ্দি।

মঙ্গল স্থান

১নং মঙ্গল বুধস্থানের নিম্নে ও চন্দ্রস্থানের উপরিভাগে অবস্থান করে (চিত্র ১)।

১নং মঙ্গল উচ্চ হইলে জাতক ধীর, দয়ালু, বদান্য, পরোপকারী, অন্যায় কার্য্যে বিরত, ঈশ্বরে ভক্তিমান্, আহারপ্রিয়, সকলের উপর আধিপত্য করিবার ক্ষমতাপন্ন হয়, ব্যায়ামানুশীলকারী, সাহসী, যোদ্ধা বা ভাল পালোয়ান হয়।

২নং মঙ্গল বৃহস্পতি স্থানের নিম্নে, শুক্রস্থানের উপরিভাগে অবস্থিত (চিত্র ১)।

২নং মঙ্গল উচ্চ হইলে, জাতক সাহসী, যোদ্ধা, দলপতি, ও রাজকর্ম্মচারী হইবার ইচ্ছা প্রকাশ করে।

১নং মঙ্গল কিংবা ২নং মঙ্গল নীচস্থ হইলে জাতক কাপুরুষ, পৈতৃকসম্পত্তিনাশক, স্বজাতিবর্গের মধ্যে বিরোধকারী, ও ফাঁসিগামী হয়; আর তাহার ভাই ভগিনা অল্প হয়।

১নং মঙ্গল চন্দ্র সম উচ্চ হইলে জাতক আবিষ্কারকারী হয়; ১নং মঙ্গল চন্দ্রের সম নীচ হইলে জাতক নিষ্ঠুর প্রতিহিংসুক হয়। উক্ত মঙ্গল শুক্রসম উচ্চ হইলে জাতক পালোয়ান বা সৈনিক হয়।

১নং মঙ্গল শুক্রসম নীচস্থ হইলে জাতক যুদ্ধে জয়ী হয়।

১নং মঙ্গল ২নং মঙ্গলসম উচ্চ হইলে জাতক উপস্থিত বুদ্ধিসম্পন্ন ও সাহসী হয়।

১নং মঙ্গল ২নং মঙ্গলসম নীচস্থ হইলে জাতক কোমল স্বভাব হইবে।

মঙ্গলগ্রহ হইতে নিম্নলিখিত ব্যাধি হইতে পারে। যথা :— পিত্তরোগ, বসন্ত, হাম, রক্তামাশয়, রক্তস্রাব, দাদ্, ব্রণ, স্ফোটক, দাহকজ্বর, কুৎসিৎ পীড়া, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্র, দন্তশূল, অর্শ, ভগন্দর, অস্ত্রাঘাত এবং দহন।

চন্দ্রস্থান

চন্দ্রস্থান ১নং মঙ্গলের নিম্নে করতল পার্শ্বে (চিত্র ১)। চন্দ্রস্থান উচ্চ হইলে জাতক ভাবুক, অলস, বিষণ্ণভাব, সঙ্গীতপ্রিয়, উচ্চমনা, সৌন্দর্য্যপ্রিয়, স্বার্থপর, দুর্ব্বল কিন্তু

স্মৃতিশক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে, আর স্ত্রীস্বভাবাপন্ন, বা জলে কর্ম্মপটু (সাঁতার, নাবিকের কর্ম্ম প্রভৃতি) হয়।

চন্দ্রস্থান অতি উচ্চ হইলে জাতক চিন্তাশীল হয়।

চন্দ্রস্থান নিম্ন হইলে জাতকের অস্থির মন হয় অর্থাৎ কোন কর্ম্মে মন সে স্থির করিতে পারে না।

যদি চন্দ্রস্থান শুক্র সম উচ্চ হয়, তবে জাতক প্রেমিক হয়।

চন্দ্রস্থান শুক্রসম নিম্ন হইলে জাতক কামুক হয়।

চন্দ্রস্থান ২নং মঙ্গল সম উচ্চ হইলে জাতক কোন একটী আদর্শের জন্য ধৈর্য্যের সহিত অগ্রসর হয়, কল্পনাপ্রিয় ও আমোদপ্রিয় হয়।

চন্দ্রের স্থান ২নং মঙ্গলের সম নিম্ন হইলে জাতক মিথ্যা বিষয় লইয়া অহঙ্কারী হয়।

চন্দ্র গ্রহ হইতে নিম্নলিখিত ব্যাধির উৎপত্তি হয়। যথা :—

গলগণ্ড, গণ্ডমালা, শ্লীপদ (গোদ), শূল, উদরাময়, পাক্ষিক জ্বর, মূত্রাশয়ের দোষ, এবং জলদোষের পীড়া।

শুক্রস্থান

শুক্রস্থান ২নং মঙ্গল ও বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের নিম্নে (চিত্র ১)।

শুক্রস্থান উচ্চ হইলে, জাতক কাহারও অপকারে অনিচ্ছুক ও নিজে সকলের প্রিয় (অর্থাৎ সকলকে সন্তুষ্ট করেন), নিঃস্বার্থভাব, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, দয়ালু, শান্তিপ্রিয়, সৌন্দর্য্য ও

সঙ্গীত বিদ্যাপ্রিয় হয়, সাধারণতঃ জাতক সচ্চরিত্র ও শিক্ষিত হয়।

শুক্রস্থান অধিক উচ্চ হইলে জাতক স্ত্রীলোকভক্ত, বৃথাগর্ব্বিত, লম্পট, নির্লজ্জ হয়।

শুক্রস্থান নীচস্থ হইলে জাতক শুক্রব্যাধিযুক্ত, স্বার্থপর হয়, এবং সে উন্নতি পথে বাধা পায়।

শুক্রস্থান ২নং মঙ্গল সম উচ্চ হইলে জাতক হতাশ প্রেমে ধীর হয়।

শুক্রস্থান ২নং মঙ্গল সম নীচস্থ হইলে জাতক ভালবাসার পাত্রীকে (অর্থাৎ স্ত্রী বা রক্ষিতাকে) নির্য্যাতন করে।

শুক্র গ্রহ হইতে নিম্ন লিখিত ব্যাধির উৎপত্তি হয়। যথা :—

ধাতুর পীড়া, উপদংশ, বীর্য্য-হীনতা, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র, গর্ভাশয়ের রোগ, এবং সমস্ত নিন্দনীয় পীড়া।

করতল কোমল কি কঠিন

মণিবন্ধ, অঙ্গুলীগুলির তলদেশ ও হস্তের দুই পাশ লইয়া করতল।

করতল কোমল ও কঠিন ভেদে চারি প্রকার।

কোমল হইলে জাতক অস্থির, অলস, বিলাসপরায়ণ হয়।

অতি কোমল হইলে জাতক শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বল হয়।

স্থূল ও কঠিন হইলে জাতক অস্থির, স্বার্থপর, আত্মম্ভরী, কার্য্যে তৎপর হয়।

অতি কঠিন হইলে জাতক স্বাস্থ্যবান্, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও কায়িক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী।

হাতের কাজ না করিয়া যদি হস্ততল কঠিন ও রক্তবর্ণ হয়, তবে জাতক রাজতুল্য সুখী হইবে।

করতলের বর্ণ

করতলের বর্ণ চারি প্রকার প্রায় দৃষ্ট হয়। যথা রক্তবর্ণ, হরিদ্রাবর্ণ, কৃষ্ণবর্ণ, গোলাপীবর্ণ।

১। রক্তবর্ণ হইলে জাতক উগ্রস্বভাব ও ধনবান্ হয়।

২। হরিদ্রাবর্ণ ,, ক্রুদ্ধস্বভাব, পরস্ত্রীরত, পৈত্তিকপ্রকৃতি হয়।

৩। কৃষ্ণবর্ণ ,, বিষমস্বভাব, কফাধিক হয়।

৪। গোলাপীবর্ণ ,, ন্যায়পরায়ণ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি হয়।

করতল উচ্চ কি নিম্ন

১। উচ্চ হইলে জাতক ধনশালী।

২। অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক দাতা।

৩। নিম্ন হইলে জাতক পিতৃসম্পত্তিবঞ্চিত বা অর্থনাশকারী হয়।

৪। বিষম হইলে জাতকের অশুভ, এবং সে ক্রুর, দরিদ্র হয়।

৫। গোলাকার ও গভীর হইলে জাতক ধনবান্ হয়।

করতলে চক্র বা মুদ্রা

গোলাকার চক্রের ন্যায় যে চিহ্ন থাকে তাহাকে চক্র বা মুদ্রা বলে।

করতলে চক্র অতি অল্প দেখিতে পাওয়া যায়, একটি ভদ্রলোকের হাত হইতে দৃষ্টান্তস্বরূপ তুলিয়া দিলাম।

১টি চক্র করতলে থাকিলে জাতক রাজসম বা রাজা হয়।
২টি মুদ্রা থাকিলে সে ব্যক্তি বহু ধনলাভ করে।
৩টি চক্র থাকিলে জাতক প্রায় পীড়িত হয়।
৪টি হইতে ৯টি পর্য্যন্ত চক্র থাকিলে তাহার বহু সন্তান হয়।
১০টি চক্র থাকিলে জাতক অত্যন্ত ধনবান্ হয়।

হস্তরেখা-বিচার

দ্বিতীয় অধ্যায়

রেখা-বিচার

হস্তে বহু রেখা থাকিলে জাতক দুঃখভোগী হয়।

স্ত্রীহস্তে বহুরেখা থাকিলে বৈধব্য সূচনা করে।

হস্তে অল্পরেখা থাকিলে জাতক ধনহীন হয়।

স্ত্রীহস্তে অল্পরেখা থাকিলে অশুভ সূচনা করে।

মিশ্ররেখা থাকিলে (অর্থাৎ অধিকও নয় আর অল্পও নয় এইরূপ হইলে) জাতকের শুভ এবং মানসিক শান্তি লাভ হইয়া থাকে।

রেখার গভীরতা

রেখা সকল স্নিগ্ধ ও গভীর হইলে জাতক ধনবান্ হয়।

" " চওড়া ও অগভীর হইলে জাতক দরিদ্র হইয়া থাকে।

" " সরু ও গভীর হইলে জাতক উন্নত হয়।

" " চওড়া ও গভীর হইলে জাতক মিশ্রফলভোগী হয়।

রেখার বর্ণ বিচার

রেখা রক্তবর্ণ হইলে জাতক ধৈর্য্যবান্, লোকপ্রিয়, সুখভোগী, বুদ্ধিমান্ হয়।

রেখা পাণ্ডুবর্ণ হইলে জাতক ধৈর্য্যহীন, উৎসাহী, স্ত্রীস্বভাবাপন্ন হয়।

রেখা হরিদ্রাবর্ণ (ঈষৎ) হইলে জাতক উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ক্রুদ্ধ, বুদ্ধিমান্, কার্য্যক্ষম হয়।

রেখা কৃষ্ণবর্ণ হইলে জাতক ধূর্ত্ত, ক্রোধী, অভিমানী, পরাধীন, দুঃখভোগী ও খিটু খিটে হয়।

আয়ু-রেখা

যে রেখা বৃহস্পতি স্থানের নিম্নে ২নং মঙ্গলের উপর হইতে উত্থিত হইয়া শুক্রস্থানকে বেষ্টন করিয়া মণিবন্ধ পর্য্যন্ত গিয়াছে তাহাকে আয়ুরেখা বলে (চিত্র নং ২ চিহ্ন ১)।

আয়ুরেখা যদি স্পষ্ট ও সবল হয় এবং কোন স্থানে ভগ্ন না হয়, আর যদি মণিবন্ধ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তবে জাতক দীর্ঘায়ু, সুস্থদেহ, সদাশয় এবং সচ্চরিত্র হয়।

যদি উক্ত রেখা ভগ্ন হয় বা অন্য রেখা দ্বারা কর্ত্তিত হয়, তবে জাতক অল্পায়ু হয়, এবং মধ্যে মধ্যে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট পায়।

আয়ুরেখার কতকগুলি শাখা উভয়পার্শ্বে ঊর্দ্ধগামী হইলে জাতক স্বাস্থ্যবান্, উচ্চাভিলাষী, সফলকাম এবং ধনী হয় (চিত্র ক ১ চিহ্ন ১)। উক্তপ্রকার শাখাগুলি যদি নিম্নাভিমুখী হয় তবে সেই ব্যক্তির স্বাস্থ্য ও সম্পদ নষ্ট হয়। (চিত্র ক ১ চিহ্ন ২)।

আয়ুরেখার শেষভাগ দ্বিধাবিভক্ত হইলে জাতক বার্দ্ধক্যে দরিদ্র হয় ও কষ্ট পায়। (চিত্র ক ১ চিহ্ন ৩)।

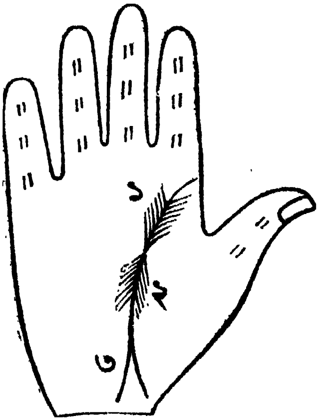

চিত্র ক ১

আয়ুরেখার শেষ প্রান্তের শাখা দুইটি যদি কিছু দূরে অবস্থান করে, তবে জাতক বার্দ্ধক্যে প্রবাসী এবং দারিদ্র্যপীড়িত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

আয়ুরেখার যে অংশটি শিকলের ন্যায় থাকে জাতক সেই সময়টি পর্য্যন্ত স্বাস্থ্যহীন হয়। যদি সমস্ত রেখাটি শিকলের ন্যায় হয় তবে জাতক চিরজীবনই অসুস্থতা ভোগ করে। (চিত্র ক ২ চিহ্ন ১)।

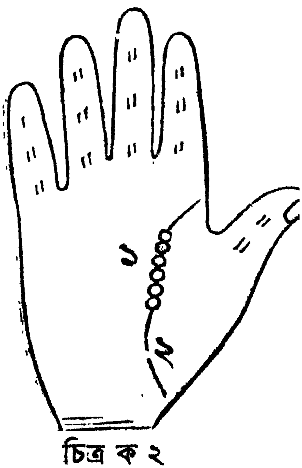

চিত্র ক ২

আয়ুরেখার যে স্থান ভগ্ন অর্থাৎ ফাঁক হইয়াছে সেই বয়সে জাতকের অত্যধিক পীড়া বা মৃত্যু সূচনা করে। (চিত্র ক ২ চিহ্ন ২)।

আয়ুরেখা হইতে একটি সরল রেখা উঠিয়া যদি বৃহস্পতি স্থানে বা স্থানাভিমুখে যায়, তবে জাতকের বিদ্যাশিক্ষায় উন্নতি, সুখ্যাতি, অর্থপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। (চিত্র ক ৩ চিহ্ন ১)।

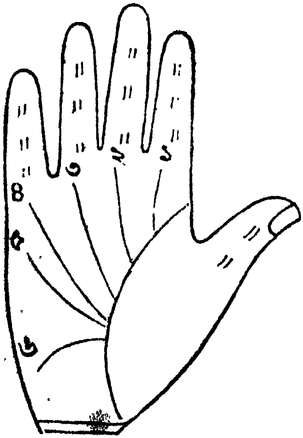

চিত্র ক ৩

আয়ুরেখা হইতে সরল রেখা উঠিয়া যদি শনিস্থানাভিমুখে বা স্থানে যায়, তবে জাতক চাকুরী করে, এবং অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিয়া অর্থসংস্থান করিতে পারে।

যদি শনিস্থান উচ্চ হয় এবং রেখা উক্তপ্রকার থাকে, তবে জাতক চাকুরী না করিয়া খনিজ পদার্থের ব্যবসায়ী হয়। (চিত্র ক ৩ চিহ্ন ২)।

উক্তরেখার শাখা যদি রবিক্ষেত্রে যায়, তবে জাতক পরধন পাইয়া থাকে এবং ব্যবসা, দালালী অথবা কনট্রাক্টারের কার্য্য করে। (চিত্র ক ৩ চিহ্ন ৩)।

যদি উক্ত রেখা রবির স্থান পর্য্যন্ত না যাইয়া মাঝখানে ভাঙ্গিয়া যায়, তবে জাতকের পরধন প্রাপ্তিতে বিঘ্ন হয়।

আয়ুরেখা হইতে একটি সরল রেখা যদি বুধস্থানে যায়, তবে জাতক ব্যবসা দ্বারা জীবন ধারণ করিতে পারে। (চিত্র ক ৩ চিহ্ন ৪)।

আয়ুরেখা হইতে শাখা উঠিয়া মঙ্গলের ক্ষেত্রে যাইলে জাতক তাহার পাণ্ডিত্যের জন্য যশঃ ও ধন দুই লাভ করে (চিত্র ক ৩ চিহ্ন ৫)।

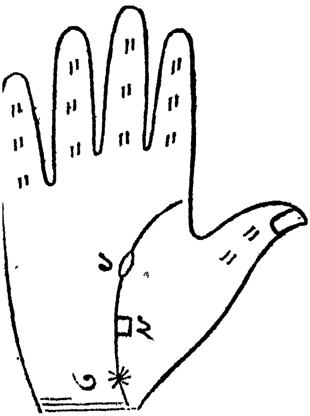

চিত্র ক ৪

আয়ুরেখার একটি শাখা যদি চন্দ্র স্থান পর্য্যন্ত গমন করে, তবে জাতক বিদেশে ভ্রমণ বা সমুদ্র যাত্রা করে। (চিত্র ক ৩ চিহ্ন ৬)।

আয়ুরেখার উপর যদি যব চিহ্ন থাকে তবে জাতককে চির-স্থায়ী রোগ বা বংশগত রোগ ভোগ করিতে হয়। (চিত্র ক ৪ চিহ্ন ১)।

আয়ুরেখার উপর চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকিলে জাতক মহাবিপদ্ হইতে মুক্ত হয়। আর চতুষ্কোণটি যদি আয়ুরেখার পার্শ্বে শুক্র স্থানে থাকে, তবে জাতক বন্দী বা সন্ন্যাসী বা গৃহত্যাগী হয়। (চিত্র ক ৪ চিহ্ন ২)।

আয়ুরেখার উপর যদি নক্ষত্র চিহ্ন থাকে, তবে উক্ত কালে জাতককে ফাঁড়া বা বিপদে পতিত হইতে হয়। (চিত্র ক ৪ চিহ্ন ৩)।

আয়ুরেখার গোড়ায় যদি ক্রুশ চিহ্ন থাকে, তবে জাতকের সেই সময়ে দৈব দুর্ঘটনা হয়। (চিত্র ক ৫ চিহ্ন ১)।

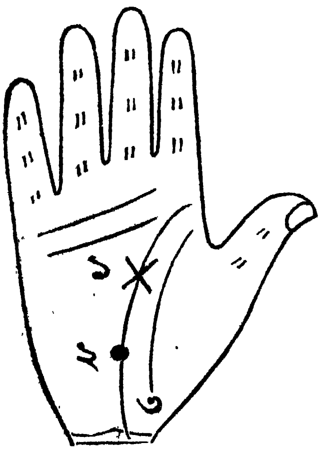

চিত্র ক ৫

যদি আয়ুরেখার গোড়ায় দুইটি ক্রুশ চিহ্ন থাকে, তবে জাতক কামুক ও বাচাল হয়।

আয়ুরেখার উপর যদি কোন কালদাগ থাকে, তবে জাতক চক্ষুরোগাক্রান্ত হয়। (চিত্র ক ৫ চিহ্ন ২)।

আয়ুরেখার অনুগরেখাটি যদি সমান্তরালভাবে অবস্থান করে, তবে জাতক ধনী ও অহঙ্কারী হয়; যদি সমান্তরাল না হইয়া সাধারণ ভাবে থাকে, তবে জাতক দীর্ঘায়ু হয়, বড় লোকের প্রিয়পাত্র হয়; এবং অপরের সম্পত্তি লাভ করে আর আত্মীয় বা বন্ধুদ্বারা উপকৃত হয়। যদি এই চিহ্ন রাজার হাতে থাকে, তবে তিনি রাজ্য বিস্তার করিতে সমর্থ হন। (চিত্র ক ৫ চিহ্ন ৩)।

ভাগ্য-রেখা

মণিবন্ধ হইতে বা মণিবন্ধের কিছু উপর হইতে যে রেখা উঠিয়া শনির স্থানে বা শনির স্থানাভিমুখে যায়, তাহাকে ভাগ্যরেখা বলে। (চিত্র ২ চিহ্ন ১)।

ভাগ্যরেখা যদি স্পষ্ট ও রক্তবর্ণ হয় এবং শনির স্থানে যায়, তবে জাতক উন্নতি লাভ করে, এবং আজীবন সুখে অতিবাহিত করে।

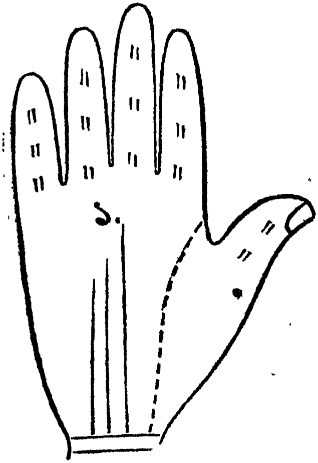

চিত্র খ ১

হস্তে যদি ভাগ্যরেখা দুইটি হয়, তবে জাতক অপরের সাহায্যে উন্নতি লাভ করে।

তিনটি ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া যদি করতলের মধ্যগত হয়, তবে জাতক রাজা বা রাজতুল্য হয়। (চিত্র খ ১ চিহ্ন ১)।

ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া যদি শনির স্থান ভেদ করিয়া মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্ব পর্য্যন্ত যায়, তবে জাতক অদৃষ্টবাদী হয় এবং আজীবন অর্থকষ্ট ভোগ করে, আর নিন্দনীয় মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। (চিত্র খ ২ চিহ্ন ১)।

ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া মধ্যমার তৃতীয় পর্ব্ব ভেদ করিয়া দ্বিতীয় পর্ব্বে যাইলে জাতক নিজগুণে সৌভাগ্যবান্ হয়।

(চিত্র খ২ চিহ্ন২)। যদি ভাগ্যরেখা প্রথম পর্ব্ব পর্য্যন্ত যায়, তাহা হইলে জাতক হঠাৎ প্রভূত ধনলাভ করে এবং ভাগ্যবান্ হয়। (চিত্র খ ২ চিহ্ন ৩)।

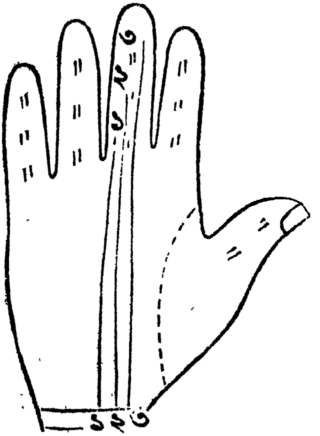

চিত্র খ ২

জাতকের হস্ত যদি ভাগ্য-রেখাশূন্য হয়, তবে জাতক দুঃখভোগী ও উদ্যমরহিত হয়। কিন্তু সমচতুষ্কোণ বা স্থূলাগ্র হস্ত ভাগ্যরেখাশূন্য হইলেও এ নিয়ম খাটিবে না, হাতের গঠন ও আয়তনের মধ্যে ইহার কারণ উল্লেখ করা হইয়াছে।

যদি ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া তর্জ্জণীর মূল পর্য্যন্ত যায়, তবে জাতক রাজকর্ম্মচারী ও ধর্ম্মনাশক হয়। (চিত্র খ ৩ চিহ্ন ১)।

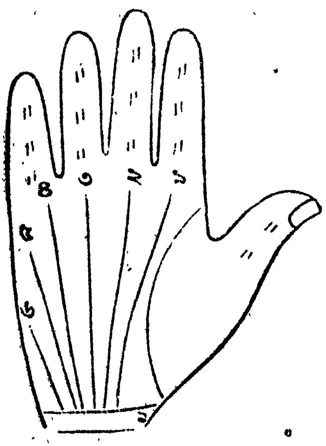

চিত্র খ ৩

ভাগ্যরেখা যদি মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া মধ্যমার মূল পর্য্যন্ত যায় তবে জাতক সুখী, বিভবশালী, পুত্রপৌত্রাদিপরিবেষ্টিত হয়। (চিত্র খ ৩ চিহ্ন ২)।

ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া যদি অনামিকার মূলে যায়, তবে জাতক স্বাধীনভাবে অর্থোপার্জ্জন করিয়া স্বকৃত-ক্ষমতা-বলে গৃহাদি নির্ম্মাণ করিয়া সুখে কালযাপন করে। (চিত্র খ ৩ চিহ্ন ৩)।

ভাগ্যরেখা মণিবন্ধ হইতে উঠিয়া যদি কনিষ্ঠার মূল পর্য্যন্ত যায়, তবে জাতকের দীক্ষা, ধর্ম্ম, পদোন্নতি, বিদ্যা, মান গৌরবাদি সংবর্দ্ধিত হয়। (চিত্র খ ৩ চিহ্ন ৪)।

উক্ত রেখা যদি মঙ্গলের স্থানে যায়, তবে জাতকের অকস্মাৎ অর্থপ্রাপ্তি কিংবা লটারিতে অর্থ লাভ ঘটে। (চিত্র খ ৩ চিহ্ন ৫)।

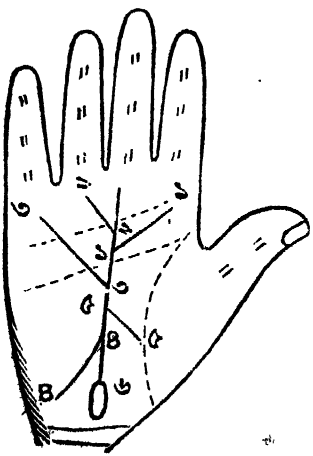

চিত্র খ ৪

উক্ত রেখা যদি চন্দ্রের স্থানে যায়, তবে উহা জাতকের সমুদ্রযাত্রা সূচনা করে। (চিত্র খ ৩ চিহ্ন ৬)।

ভাগ্যরেখার কোনও শাখা যদি বৃহস্পতির স্থানে যায়, তবে জাতক অন্যের উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিতে পারে এবং উচ্চপদস্থ হয়। (চিত্র খ ৪ চিহ্ন ১)।

যদি ভাগ্যরেখার কোনও শাখা রবির স্থানে বা দিকে যায়, তবে জাতক আর্থিক বিষয়ে সাধারণ উন্নতি করে এবং যশোলাভ করে। (চিত্র খ ৪ চিহ্ন ২)।

ভাগ্যরেখা হইতে কোনও শাখা যদি বুধের স্থানে বা দিকে যায়, তবে জাতক ব্যবসা কিংবা বিজ্ঞানে সাধারণ উন্নতি লাভ করে। (চিত্র খ ৪ চিহ্ন ৩)।

ভাগ্যরেখা হইতে একটি শাখা যদি চন্দ্রের স্থানে পতিত হয়, তবে জাতকের অপর কর্ত্তৃক উন্নতি হয়। ঐ শাখা যদি চন্দ্রের স্থান হইতে উঠিয়া ভাগ্যরেখার উপরিভাগে মিলিত হয়, তবে জাতকের জীবনে বহু পরিবর্ত্তন হয় এবং জাতক সৌন্দর্য্যপ্রিয় আর অপরের উপর আধিপত্য স্থাপনে সমর্থ হয়। (চিত্র খ ৪ চিহ্ন ৪)।

ভাগ্যরেখা হইতে কোনও শাখা পশ্চাৎ অভিমুখী হইয়া যদি আয়ুরেখা স্পর্শ করে, তবে জাতক আত্মীয় স্বজনের পরামর্শে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং (যদি উভয় হস্তে উক্ত রেখা থাকে তবে জাতক) ভবিষ্যৎ বুদ্ধিদ্বারা বহুক্লেশে উন্নতি করে। (চিত্র খ ৪ চিহ্ন ৫)।

ভাগ্যরেখা ছিন্ন অবস্থায় থাকিলে জাতকের দুর্ভাগ্য হয়; কিন্তু ভাগ্যরেখা যদি কোন স্থানে এরূপভাবে ছিন্ন হয়, যে তাহার ছিন্ন অংশের শেষ সীমার পূর্ব্ব হইতে উপরের ছিন্ন অংশ আরম্ভ হইয়া বেশ পরিষ্কার ও স্পষ্টভাবে উঠিয়া যায়, তাহা হইলে সেই বয়সে জাতকের কর্ম্মজীবনের বিশেষ

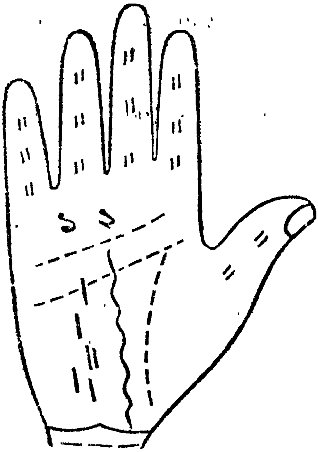

চিত্র খ ৫

পরিবর্ত্তন হয় এবং সেই পরিবর্ত্তন উন্নতির কারণ হয়। (চিত্র খ ৫ চিহ্ন ১)।

ভাগ্যরেখা উর্দ্ধে ছিন্ন হইলে জাতকের সকল উদ্দেশ্য সফল হয়।

যদি ভাগ্যরেখা বক্র ভাবাপন্ন হয়, তবে জাতকের শান্তিশূন্য জীবন হয়। (চিত্র খ ৫ চিহ্ন ২)।

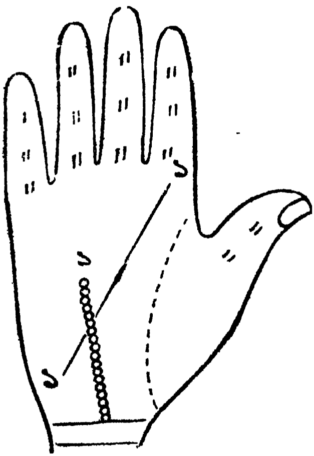

চিত্র খ ৬

ভাগ্যরেখা চন্দ্রের স্থান হইতে উঠিয়া যদি বৃহস্পতি স্থানে যায়, তবে জাতকের শান্তিময় জীবন হয়। (চিত্র খ ৬ চিহ্ন ১)।

উক্ত রেখা যদি শিকলের ন্যায় হয়, তবে জাতকের দুর্ভাগ্য সূচনা করে। (চিত্র খ ৬ চিহ্ন ২)।

যদি ভাগ্যরেখার সূত্রপাতে যব চিহ্ন থাকে, তবে জাতকের

বাল্যকালে পিতামাতা উভয়ের মৃত্যু বা এক জনের মৃত্যু হয়। (চিত্র খ ৪ চিহ্ন ৬)।

যবচিহ্ন যদি ভাগ্যরেখার মধ্যস্থলে থাকে তবে জাতক স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক প্রলুব্ধ হয়।

শিরো-রেখা

যে রেখা আয়ুরেখার উৎপত্তি স্থান হইতে উঠিয়া চন্দ্র স্থানে বা চন্দ্রস্থানাভিমুখে কিংবা ১নং মঙ্গল স্থান পর্য্যন্ত যায়, তাহাকে শিরোরেখা বলে। (চিত্র ২ চিহ্ন ৪)।

যদি শিরোরেখা শাখাবিশিষ্ট ও ভগ্ন না হয়, তবে জাতক সুবিচারক, বিচক্ষণ ও মানসিক বলবিশিষ্ট হয়।

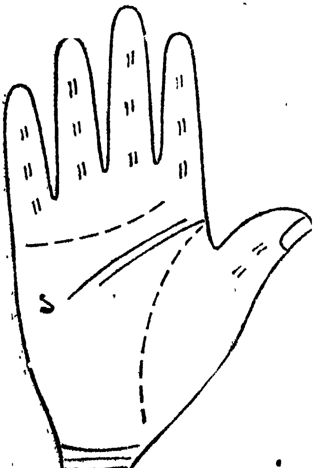

চিত্র গ ১

শিরোরেখা যদি দুইটি হয়, তবে জাতক কখন অত্যন্ত দয়ালু বা কখন অত্যন্ত কঠিন হয় এবং সৎপরামর্শদাতা হয়।

উক্তরূপ দুইটী পৃথক শিরোরেখা অনেক সময় মস্তিষ্কবিকৃতি সূচনা করে, যদি করতলের অন্যান্য চিহ্ন ইহার সমর্থন করে। (চিত্র গ ১ চিহ্ন ১)।

শিরোরেখা ছোট হইলে জাতক বিদ্যাহীন হয় এবং তাহার বুদ্ধির অভাব হয়।

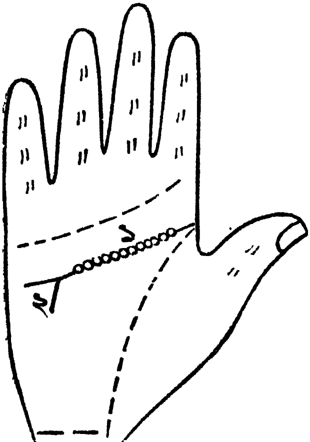

চিত্র গ ২

শিরোরেখা করতলের মধ্যস্থলে আসিয়া শেষ হইলে জাতক বিচারশক্তিহীন ও দুর্ব্বলবুদ্ধি হইয়া থাকে।

শিরোরেখা যদি শৃঙ্খলাকার হয়, তবে জাতক অসংযমী ও চঞ্চলপ্রকৃতি হয়। (চিত্র গ ২ চিহ্ন ১)।

যদি শিরোরেখা আয়ুরেখার সহিত মিলিত হয় এবং শেষ অংশ শাখাবিশিষ্ট হয়, তবে জাতক অপূর্ব্ব কল্পনাশক্তি-সম্পন্ন, কবি ও গুহ্যবিদ্যায় পারদর্শী হয়। (চিত্র গ ২ চিহ্ন ২)।

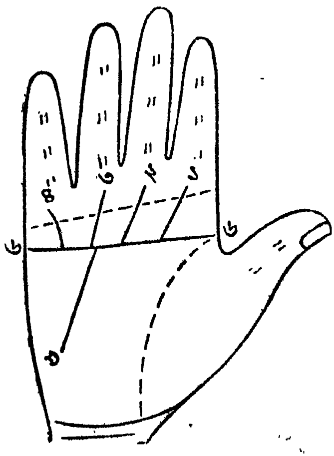

চিত্র গ ৩

শিরোরেখা হইতে কোন শাখা উত্থিত হইয়া যদি বৃহস্পতিক্ষেত্রে যায়, তবে জাতক উচ্চাভিলাষী হয়। (চিত্র গ ৩ চিহ্ন ১)।

শিরোরেখার শাখা যদি শনির স্থানে যায়, তবে সে সঙ্গীত বিদ্যায় পারদর্শী, ধার্ম্মিক, এমন কি সন্ন্যাসীও হইতে পারে। (চিত্র গ ৩ চিহ্ন ২)।

শিরোরেখার শাখা যদি রবিক্ষেত্রে যায়, তবে জাতক খ্যাতি লাভ করে। (চিত্র গ ৩ চিহ্ন ৩)।

শিরোরেখার শাখা যদি বুধের স্থানে যায়, তবে জাতক ব্যবসায় নিপুণ ও বৈজ্ঞানিক হয়। (চিত্র গ ৩ চিহ্ন ৪)।

শিরোরেখার শাখা যদি চন্দ্র স্থানে যায়, তবে সে কুচিন্তা-প্রিয় হয়। (চিত্র গ ৩ চিহ্ন ৫)।

শিরোরেখা করতলের এক পার্শ্ব হইতে অপর পার্শ্ব পর্য্যন্ত সরল ভাবে বিস্তৃত হইলে জাতক কর্ম্মী, অর্থলোলুপ, স্বার্থপর হইয়া থাকে। (চিত্র গ ৩ চিহ্ন ৬)।

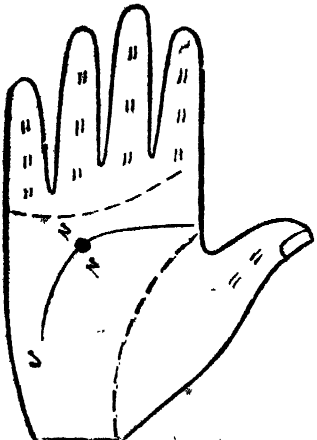

চিত্র গ ৪

শিরোরেখার শেষ অংশ বক্র হইয়া চন্দ্রের স্থানে উপস্থিত হইলে জাতক কবি; গুহ্যবিদ্যায় পারদর্শী হয়। (চিত্র গ ৪ চিহ্ন ১)।

শিরোরেখার উপর যদি একটি শ্বেত-চিহ্ন থাকে তবে জাতক আবিষ্কারক হয়। ঐ শ্বেত চিহ্ন যদি বুধের ক্ষেত্রের নিম্নে বা নিকটবর্ত্তী হয়, তবে জাতক বৈজ্ঞানিক হয়

উক্ত রেখার উপর যদি একটি কাল দাগ থাকে, তবে

জাতক ম্যালেরিয়া ও টাইফয়েড রোগগ্রস্ত হয়। (চিত্র গ ৪ চিহ্ন ২)। উহা শাখাযুক্ত হইলে মস্তিষ্কের বিকৃতি হয়। আর উক্ত রেখার উপর যদি একটি **নীলবর্ণ দাগ** থাকে এবং যদি উহা ত্রিভুজাকার ধারণ করে এবং ২য় মঙ্গল স্থান উচ্চ থাকে, তবে জাতক হত্যা-ইচ্ছুক হয়।

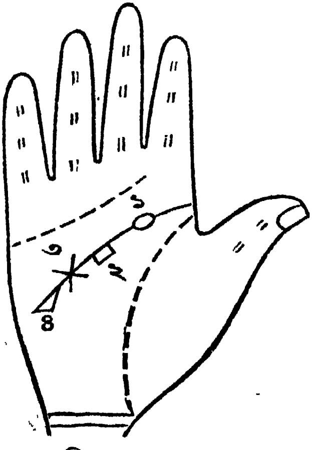

চিত্র গ ৫

শিরোরেখায় **যব** চিহ্ন থাকিলে বংশানুগত অসুখ এবং মস্তিষ্কের বিকৃতি হয়। (চিত্র গ ৫ চিহ্ন ১)।

শিরোরেখায় **চতুষ্কোণ** চিহ্ন থাকিলে জাতক দৈব দুর্ঘটনা হইতে রক্ষা পায়। (চিত্র গ ৫ চিহ্ন ২)।

শিরোরেখার উপর একটি **ক্রস** চিহ্ন থাকিলে জাতক মস্তকে সাংঘাতিক আঘাত পায়। (চিত্র গ ৫ চিহ্ন ৩)।

শিরোরেখার উপরে বা শেষ ভাগের কাছে ত্রিভুজ চিহ্ন থাকিলে জাতক বৈজ্ঞানিক হয়। (চিত্র গ ৫ চিহ্ন ৪)।

হৃদয়-রেখা

যে রেখা বুধ এবং ১নং মঙ্গলের মধ্যদেশ হইতে উঠিয়া বৃহস্পতির স্থানে বা শনিস্থানে যায়, তাহাকে হৃদয়রেখা বলে। (চিত্র ২ চিহ্ন ৫)।

হৃদয়রেখা যদি পরিষ্কার হয় এবং শাখাযুক্ত না হয়, তবে জাতক উদারহৃদয় এবং শান্ত-প্রকৃতি হয়।

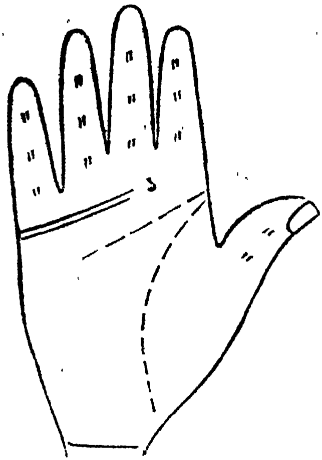

চিত্র ঘ ১

হৃদয়রেখা যদি অস্পষ্ট হয়, তবে সে ব্যক্তি সন্দিগ্ধচিত্ত, মানসিক অশান্তিযুক্ত ও দরিদ্র হয়।

হৃদয়রেখা যদি অসাধারণ গভীর হয়, তবে জাতক সন্যাসরোগযুক্ত হয়। হৃদয় রেখা দুইটী থাকিলে জাতক অত্যন্ত প্রেমিক হয় এবং তাহা হইতে দুঃখ পায়। (চিত্র ঘ ১ চিহ্ন ১)।

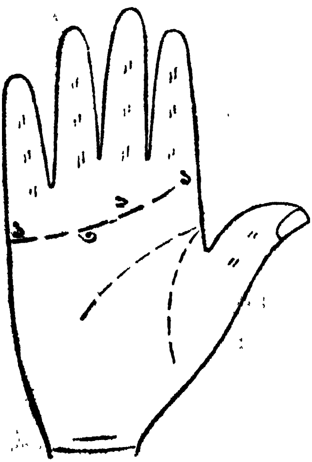

চিত্র ঘ ২

স্ত্রীলোকের হস্তে উক্তরূপ দুইটী রেখা থাকিলে স্ত্রীরোগ সূচনা করে।

হৃদয়রেখা যদি স্থানে স্থানে ভগ্ন হয়, তবে জাতক স্ত্রীবিদ্বেষী বা স্ত্রীঘৃণিত আর মানসিক দুর্ব্বল হয়। (চিত্র ঘ২ চিহ্ন ১)।

হৃদয়রেখা শনিস্থানে ভগ্ন হইলে রক্তহীনতার ও অল্পায়ুর সূচনা করে। (চিত্র ঘ ২ চিহ্ন ২)।

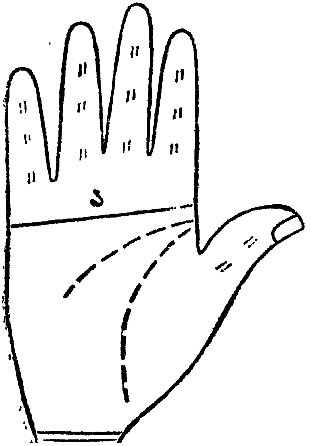

চিত্র ঘ

হৃদয়রেখা যদি রবির স্থানে ভগ্ন হয়, তবে জাতক ভীষণ হৃদ্‌রোগ ভোগ করে। (চিত্র ঘ ২ চিহ্ন ৩)।

যদি উক্ত চিহ্ন উভয় হস্তে থাকে, তবে জাতক হৃদ্‌রোগে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে। (চিত্র ঘ ২ চিহ্ন ৩)।

হৃদয়রেখা যদি এক পার্শ্ব হইতে অন্য পার্শ্বের শেষ সীমা পর্য্যন্ত অর্থাৎ বৃহস্পতির নিম্ন ক্ষেত্রে যায়, তবে সে ব্যক্তি অত্যন্ত প্রেমিক হয় এবং শারীরিক অসুস্থতা ভোগ করে। আর চন্দ্রের স্থান উচ্চ হইলে সে হিংসুকপ্রকৃতি ও চঞ্চল হয়। (চিত্র ঘ ৩ চিহ্ন ১)।

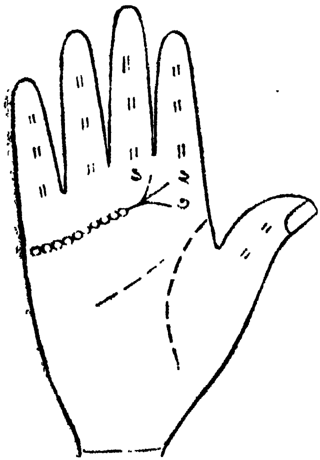

চিত্র ঘ ৪

হৃদয়রেখা যদি শৃঙ্খলাকার হয়, তবে জাতক হৃদ্‌রোগযুক্ত ও লম্পট হয়। (চিত্র ঘ ৪ চিহ্ন)।

হৃদয়রেখা যদি শাখাযুক্ত হয় এবং একটী শাখা শনিস্থানে ও একটী শাখা বৃহস্পতি স্থানে যায়, তবে জাতক ধনী ও সৌভাগ্যবান্ হয়। (চিত্র ঘ ৪ চিহ্ন ১।২)।

হৃদয়রেখা তিনটী শাখাযুক্ত হইলে জাতক সৌভাগ্যবান্ হয়। (চিত্র ঘ ৪ চিহ্ন ১।২।৩)।

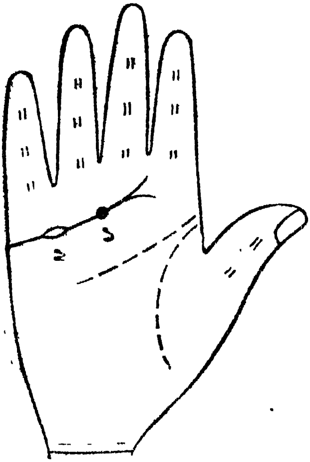

চিত্র ঘ ৫

হৃদয়রেখা ও শিরোরেখা যে কোন অংশে স্পর্শ করিলে জাতকের হঠাৎ মৃত্যু হয়।

হৃদয়রেখার উপর যদি কোন কাল দাগ থাকে, তবে জাতকের হৃদ্‌রোগ সূচনা করে। (চিত্র ঘ ৫ চিহ্ন ১)।

হৃদয়রেখায় যদি যব চিহ্ন থাকে, তবে জাতক হৃদ্‌রোগ ও চক্ষুপীড়ায় দুঃখ ভোগ করে। (চিত্র ঘ ৫ চিহ্ন ২)।

রবিরেখা বা যশোরেখা

যে রেখা আয়ুরেখা, ভাগ্যরেখা, শিরোরেখা, কিংবা হৃদয়রেখা হইতে অথবা চন্দ্র বা মঙ্গলের স্থান হইতে উত্থিত হইয়া রবির স্থানাভিমুখে যায়, তাহাকে রবিরেখা বলে; আর কাহারও বা রবির স্থানে একটি লম্বা রেখা থাকে উহাকেও রবিরেখা বলে।

রবিরেখাকে ভাগ্যরেখার প্রধান সহায়ক রেখা বলে। যদি ভাগ্যরেখাটি সরল ও সুস্পষ্ট হয় এবং রবিরেখাটিও সরল-সুস্পষ্ট হয়, আর রবির স্থানটি উচ্চ থাকে, তবে জাতক পৈতৃক সম্পত্তি লাভ এবং অন্যান্য কার্য্যে পিতার সহায়তা লাভ করে। (চিত্র ২ চিহ্ন ৬)।

রবিরেখাটি সুস্পষ্ট থাকিলে জাতক যশস্বী ও বুদ্ধিমান্ হয়। উক্ত রেখা যদি না থাকে, তবে জাতক অকৃতকার্য্য, যশোহীন হইয়া যশোপার্জ্জনে ও অর্থোপার্জ্জনে অক্ষম হয় বা আংশিক কিছু লাভ করে।

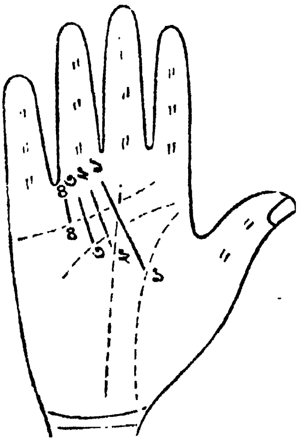

চিত্র ঙ ১

ভাগ্যরেখা যদি বলবান্ হয় এবং রবিরেখা না থাকে, তবে জাতক উচ্চাকাঙ্ক্ষাহীন হয়।

আয়ুরেখা হইতে রবিরেখা উঠিলে জাতক কৃতকার্য্য ও যশস্বী হইয়া থাকে। (চিত্র ঙ ১ চিহ্ন ১)।

ভাগ্যরেখা হইতে রবিরেখা উঠিলে জাতক স্বকার্য্যে যশোলাভ করে। (চিত্র ঙ ১ চিহ্ন ২)।

শিরোরেখা হইতে রবিরেখা উঠিলে জাতক জীবনের মধ্যে মানসিক কর্ম্মে উন্নতি লাভ করে, যথা—লেখক, বৈজ্ঞানিক ভাবুক, কবি ইত্যাদি হয়। (চিত্র ঙ ১ চিহ্ন ৩)।

রবিরেখা হৃদয়রেখা হইতে উঠিলে জাতক আর্ট ও সাহিত্যে পারদর্শী হয় এবং অপরের সাহায্যে বিলম্বে উন্নতি ও যশোলাভ করে। (চিত্র ঙ ১ চিহ্ন ৪)।

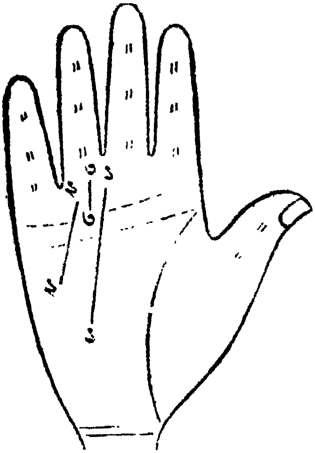

চিত্র ঙ ২

রবিরেখা চন্দ্রস্থান হইতে উঠিলে জাতক সকল লোকের বা সাধারণ লোকের সহায়তায় যশোলাভ করে। যথা—নট, গায়ক, উকিল, চিত্রকর ইত্যাদি হয়। (চিত্র ঙ ২ চিহ্ন ১)।

১নং মঙ্গলের স্থান হইতে রবিরেখা উঠিলে এবং অন্য কোন রেখার দ্বারা কর্ত্তিত না হইলে জাতক অনেক বাধাবিঘ্নের পর উন্নতি-লাভ করে। (চিত্র ঙ ২ চিহ্ন ২)।

রবিস্থান হইতে রবিরেখা উঠিলে জাতক বহুকষ্টে ও বহুবিলম্বে কৃতকার্য্য ও সুখী হয়। (চিত্র ঙ ২ চিহ্ন ৩)।

করতলের মধ্য দিয়া রবিরেখা উঠিলে জাতক অনেক কষ্টের পর কৃতকার্য্য হয়। (চিত্র ঙ ৩ চিহ্ন ১)।

রবিরেখা যদি বক্রভাবাপন্ন হয়, তবে জাতকের একাগ্রতা-শক্তি থাকে না এবং ইহা তাহার কুবাসনার সূচনা করে। (চিত্র ঙ ৩ চিহ্ন ২)।

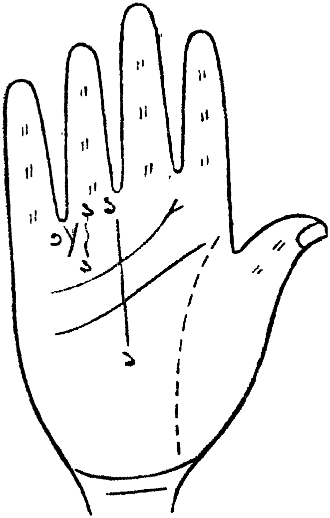

চিত্র ঙ ৩

রবিরেখা যদি শাখাবিশিষ্ট হয়, তবে জাতক তীক্ষ্ণবুদ্ধি, চতুর ও উন্নত হয়। (চিত্র ঙ ৩ চিহ্ন ৩)।

রবিরেখা যদি শৃঙ্খলাকার হয়, তবে জাতক যশোহীন হয়। (চিত্র ঙ ৪ চিহ্ন ১)।

রবিরেখা যদি তিনটি শাখা-বিশিষ্ট হয়, তবে জাতক উন্নত ও ধনী হইয়া যশোলাভ করে। (চিত্র ঙ ৪ চিহ্ন ২)।

রবিরেখায় যদি সর্ব্বত্রই কাটাকুটি থাকে, তবে জাতক অকৃতকার্য্য, যশোহীন ও ভাগ্যহীন হয়।

রবিরেখার উপর চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকিলে জাতক অধিক অর্থনাশ হইতে রক্ষা পায়। (চিত্র ঙ ৫ চিহ্ন ২)।

রবিরেখা যদি ক্রস্ চিহ্ন-

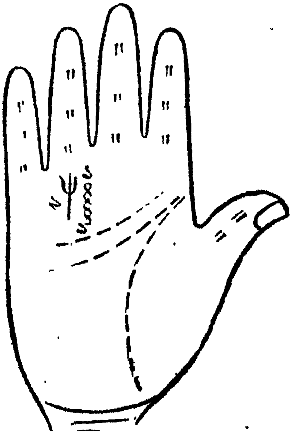

চিত্র ঙ ৪

যুক্ত হয়, তবে জাতক ধার্ম্মিক ও সফলকর্ম্মী হয়। (চিত্র ঙ ৫ চিহ্ন ১)।

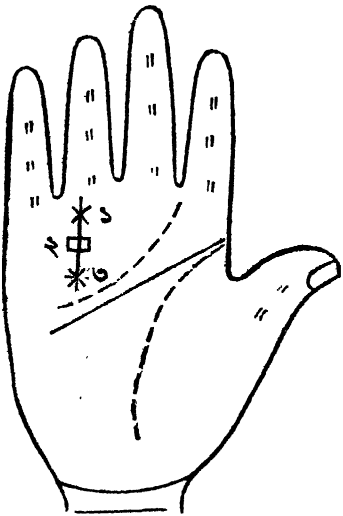

চিত্র ঙ ৫

রবিরেখায় তারা চিহ্ন থাকিলে জাতক অপরের সাহায্যে উন্নত, বুদ্ধিমান্ ও ধনবান্ হয়। (চিত্র ঙ ৫ চিহ্ন ৩)।

রবিরেখা সূক্ষ্ম হইলে জাতকের ধর্ম্ম বিষয়ে উন্মত্ততা হয়। রবিরেখা বিবর্ণ হইলে জাতক সখের শিল্পী হয়। রবিরেখা গভীর হইলে জাতকের পক্ষাঘাত ও হৃদ্-যন্ত্রের পীড়া হয়।

স্বাস্থ্য-রেখা

মণিবন্ধ হইতে বা আয়ুরেখার শেষ অংশ হইতে যে রেখা উঠিয়া বুধের স্থানাভিমুখে যায়, তাহাকে স্বাস্থ্যরেখা বলে। (চিত্র ২ চিহ্ন ৭)।

স্বাস্থ্যরেখা আয়ুরেখা স্পর্শ না করিয়া যদি বুধের স্থানে যায়, তবে জাতক দীর্ঘায়ুঃ, স্বাস্থ্যবান্ ও ব্যবসায়ে উন্নত হয়। (চিত্র চ ১ চিহ্ন ১)।

আর উক্ত রেখাটি যদি আয়ুরেখা স্পর্শ করিয়া উঠে এবং বিবর্ণ হয়, তবে জাতক স্বাস্থ্যহীন, হৃদ্‌রোগযুক্ত ও মূর্চ্ছারোগগ্রস্ত হয়। (চিত্র চ ১ চিহ্ন ২)।

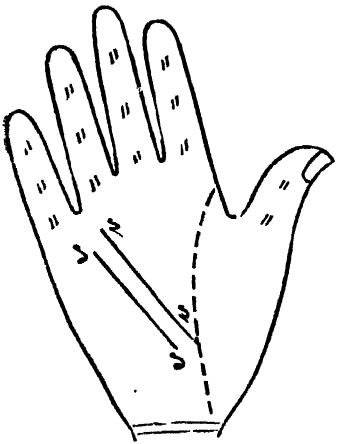

চিত্র চ ১

স্বাস্থ্যরেখাহীন হইলে জাতক সতর্ক, চতুর, স্বাস্থ্যবান্, চঞ্চল ও বাক্‌পটু হয়।

স্বাস্থ্যরেখা যদি দুইটি থাকে, তবে জাতক লম্পট ও অর্থলিপ্সু হয়। (চিত্র ১ চিহ্ন .।২)।

স্বাস্থ্যরেখা তরঙ্গায়িত ভাবে থাকিলে জাতক নৈতিক চরিত্রহীন ও স্বল্পায়ুঃ হয়। (চিত্র চ ২ চিহ্ন ১)।

স্বাস্থ্যরেখাটি যদি দুইটি শাখাযুক্ত হয়, তবে জাতক দুর্ব্বল এবং সাধারণতঃ বৃদ্ধ বয়সে স্বাস্থ্যহীন হয়। (চিত্র চ ২ চিহ্ন ২).।

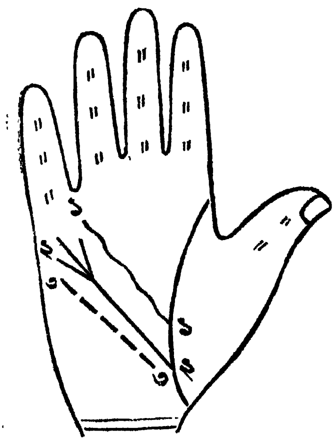

চিত্র চ ২

স্বাস্থ্যরেখাটি যদি ছোট

চিত্র চ ৩

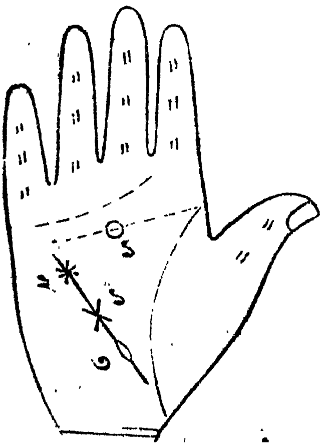

চিত্র চ

ছোট টুকরা হয়, তবে জাতক সারাজীবন রোগযুক্ত হয়। (চিত্র চ ২ চিহ্ন ৩)।

স্বাস্থ্যরেখা, ভাগ্য রেখা ও শিরোরেখা মিলিয়া যদি একটী ত্রিভুজাকার ধারণ করে, তবে জাতক গুপ্তবিদ্যায় পারদর্শী, কোমলহৃদয় ও উন্নত হয়। উক্ত ত্রিভুজের মধ্যে যদি নক্ষত্র চিহ্ন থাকে, তবে জাতক অন্ধ হয়। (চিত্র চ৩ চিহ্ন ১)।

স্বাস্থ্যরেখার উপর যদি ক্রস্ চিহ্ন থাকে এবং শিরোরেখার উপর একটি বৃত্ত চিহ্ন থাকে, তবে জাতক অন্ধ হয়। (চিত্র চ ৪ চিহ্ন ১)।

স্বাস্থ্যরেখার উপর যদি নক্ষত্র চিহ্ন থাকে, তবে সে ব্যক্তি সন্তানহীন ও ন্যাবা রোগগ্রস্ত হয়। (চিত্র চ ৪ চিহ্ন ২)।

স্বাস্থ্যরেখার উপর যদি যব চিহ্ন থাকে, তবে জাতক নিদ্রাবস্থায় অলীক স্বপ্ন দেখে। (চিত্র চ ৪ চিহ্ন ৩)।

প্রবৃত্তি-রেখা

স্বাস্থ্য-রেখার পার্শ্বে যে রেখা সমান্তরাল ভাবে থাকে তাহাকে প্রবৃত্তি-রেখা বা স্বাস্থ্য-রেখার অনুগরেখা বলে।

প্রবৃত্তি-রেখা যদি স্বাস্থ্য রেখার সমান্তরাল ভাবে বুধের স্থানে যায়, (এই চিহ্ন যদি উভয় হস্তে থাকে) তবে জাতক কামী এবং অর্থলাভে অত্যন্ত উৎসুক হয়। (চিত্র ছ ১ চিহ্ন ১)।

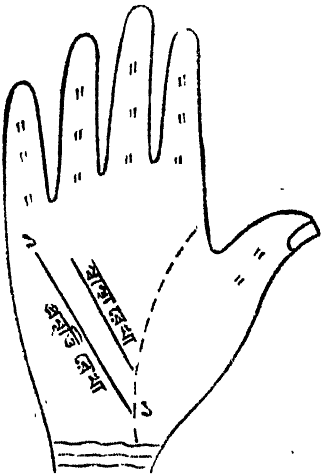

চিত্র ছ ১

প্রবৃত্তিরেখা যদি বুধের স্থানে সমাপ্ত হয়, তবে জাতক সৌভাগ্যবান্, বাগ্মী, চতুর, রাজনৈতিক হয়। (চিত্র ছ ১ চিহ্ন ১)।

প্রবৃত্তিরেখা যদি স্বাস্থ্য-রেখাকে সরল ভাবে অতিক্রম করে, তবে জাতকের যকৃৎ সম্বন্ধীয় কঠিন পীড়া হয়।

এই রেখা যদি কামুকের হস্তে থাকে, তবে সে ব্যক্তি স্ত্রীপ্রণয়ের ফলে নিজের ব্যবসার ধ্বংস সাধন করে।

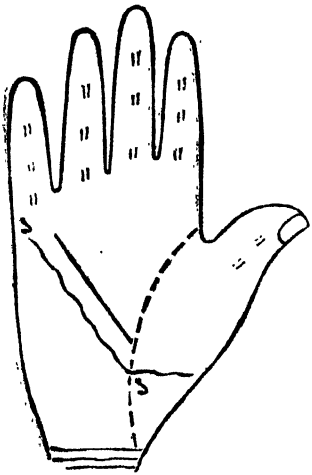

চিত ছ ২

প্রবৃত্তিরেখা যদি তরঙ্গায়িত হয়, তবে জাতক অস্থির হয় এবং প্রায় লাম্পট্যহেতু অকৃতকার্য্য হয়।

প্রবৃত্তিরেখা যদি শুক্র স্থান হইতে তরঙ্গায়িতভাবে উত্থিত হয়, তবে জাতক দীর্ঘায় হয়, কিন্তু ইহা ব্যভিচারে আয়ুর হ্রাস সূচনা করে। (চিত্র ছ ২ চিহ্ন ১)।

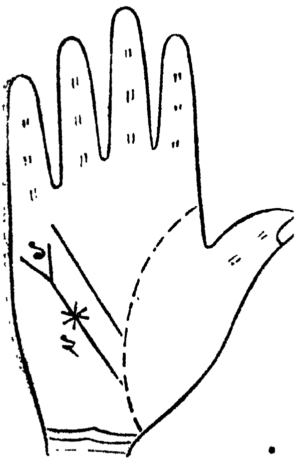

চিত্র ছ ৩

প্রবৃত্তিরেখার শেষ ভাগ শাখাযুক্ত হইলে জাতকের ধ্বজ-ভঙ্গতা, অক্ষমতা, শিথিলতা, অপব্যয়জনিত ক্রমশঃ ক্ষয়শীলতা হয়। (চিত্র ছ ৩ চিহ্ন ১)।

৮। প্রবৃত্তিরেখার উপর যদি তারকা চিহ্ন থাকে, তবে জাতকের অর্থপ্রাপ্তি হইবে ; কিন্তু স্ত্রীলোকের প্রভাবে বহুবাধাবিঘ্নের জন্য অর্থোপায়ে, সঞ্চয়ে ও ভোগে তাহাকে ক্লেশ স্বীকার করিতে হইবে। (চিত্র ছ ৩ চিহ্ন ২)।

শুক্রবন্ধনী

যে রেখা বৃহস্পতির স্থান বা নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে উঠিয়া অর্দ্ধচন্দ্রাকারে থাকিয়া বুধের স্থানে গমন করে তাহাকে শুক্র-বন্ধনী বলে। (চিত্র ১০ চিহ্ন ২)।

যে ব্যক্তির হস্তে শুক্রবন্ধনী থাকে এবং শুক্র ও চন্দ্রস্থান উচ্চ হয় আর মঙ্গলের রেখা রক্তবর্ণ হয়, সেই জাতক সয়তান হয়।

যদি শুক্রবন্ধনী বৃহস্পতির স্থান হইতে উঠিয়া বুধের স্থান পর্য্যন্ত যায়, তবে জাতকের কোনও গুণের বিশেষ আধিক্য হয়, অর্থাৎ সে পরম ধার্ম্মিক, অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ, শ্রেষ্ঠকবি, সুবিখ্যাত পত্রসম্পাদক, সাহিত্য-গুরু, শ্রেষ্ঠ শিল্পী, সুপ্রসিদ্ধ বণিক্ হয়; এবং অন্য পক্ষে অর্থাৎ অসাধুর পক্ষে সে বিখ্যাত চোর, বিখ্যাত লম্পট হয় (চিত্র জ ১ চিত্র ২)।

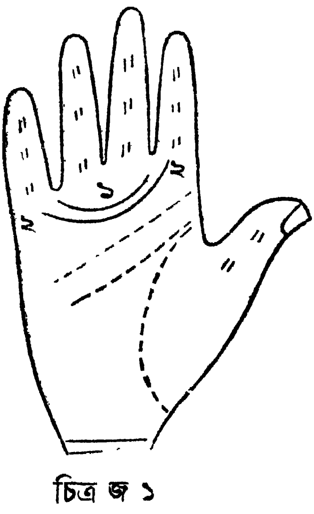

চিত্র জ ১

যদি উক্ত রেখা তর্জ্জনী ও মধ্যমার মধ্যদেশ হইতে আরম্ভ হইয়া অনামিকার ও কনিষ্ঠ অঙ্গুলির মধ্যদেশে যাইয়া স্পর্শ না করে আর হস্তের অন্যান্য চিহ্ন যদি শুভ হয়, তবে জাতক অত্যন্ত উৎসাহী হয়। আর

হস্তের অন্যান্য চিহ্ন যদি অশুভ হয়, তবে জাতক লম্পট ও প্রতারক হয়। (চিত্র জ ১ চিহ্ন ১)।

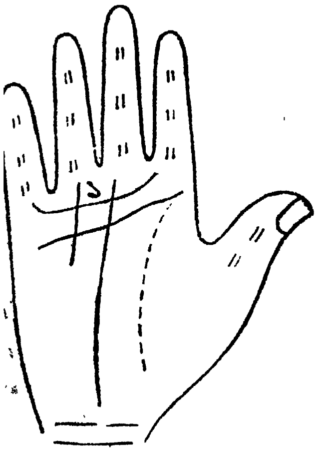

চিত্র জ ২

যদি শুক্রবন্ধনী গভীর বা রক্তবর্ণ হইয়া ভাগ্যরেখা ও রবিরেখার দ্বারা কর্ত্তিত হয়, তবে জাতক সুবুদ্ধিকে কুবুদ্ধির দ্বারা নষ্ট করে। যদি উক্ত রেখা সূক্ষ্ম হয় এবং রবিরেখা ও ভাগ্যরেখা স্থূল হইয়া শুক্র বন্ধনীকে কর্ত্তন করে, তবে জাতক বুদ্ধিমান্, প্রেমিক ও সাহিত্যিক হয়। (চিত্র জ ২ চিহ্ন ১)।

যদি শুক্রবন্ধনী দুইটী বা তিনটী থাকে, তবে জাতককে অশুভ ফল দুই গুণ বা তিনগুণ ভোগ করিতে হয়, অর্থাৎ জাতক অসাধারণ পাপ-লিপ্ত ও দুঃখভোগী হয়। (চিত্র জ ৩ চিহ্ন ১।২)।

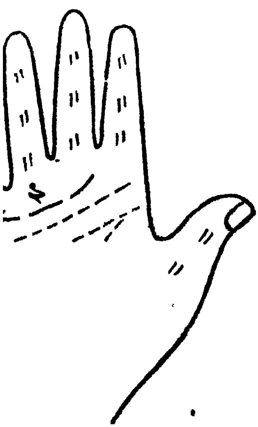

চিত্র জ ৩

শুক্রবন্ধনী যদি অধিক ক্ষুদ্র

ক্ষুদ্র ছিন্নাবস্থায় থাকে, তবে জাতক অতিশয় কামুক হয়। (চিত্র জ ৩ চিহ্ন ২)।

শুক্রবন্ধনী যদি বিবাহ রেখাকে কাটিয়া যায়, তবে সে ব্যক্তি নিষ্ঠুর ও স্বার্থপর হয়, এবং তাহাকে যে ভালবাসে সে তাহারই উপর অত্যাচার করিতে কুণ্ঠিত হয় না। (চিত্র জ ৩ চিহ্ন ১)।

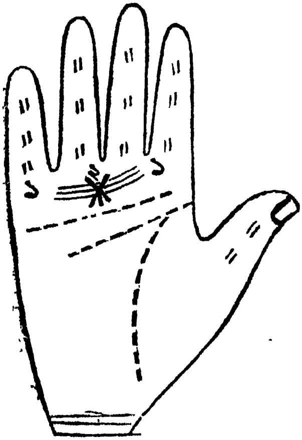

চিত্র জ ৪

উক্ত রেখার উপর যদি নক্ষত্র চিহ্ন থাকে, তবে জাতকের শুক্র সম্বন্ধে পীড়া হয়। (চিত্র জ ৪ চিহ্ন ২)।

শুক্রবন্ধনী দুই বা ততোধিক থাকিলে এবং তাহার উপর নক্ষত্র চিহ্ন থাকিলে জাতকের দুরারোগ্য শুক্রপীড়া হয়। (চিত্র জ ৪ চিহ্ন ১)।

স্ত্রীহস্তে শুক্রবন্ধনী থাকিলে প্রায় মূর্চ্ছা রোগ হয়।

বিবাহ রেখা

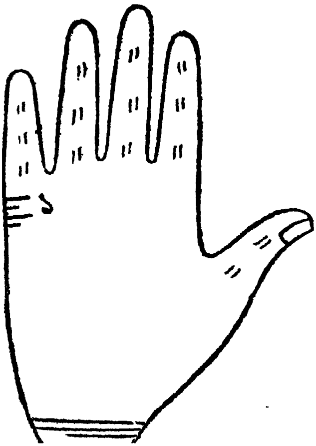

চিত্র ঝ

কনিষ্ঠাঙ্গুলির মূলে হৃদয়রেখার উপরিভাগে এবং বুধ স্থানের পার্শ্বে যে রেখা থাকে, তাহাকে বিবাহরেখা বলে। (চিত্র ২ চিহ্ন ১১)।

বিবাহরেখা যদি সরল হইয়া বুধের স্থানে থাকে এবং কোনরূপ ছিন্ন বা বক্রভাবাপন্ন না হয়, তবে জাতকের সুখকর বিবাহ হয়।

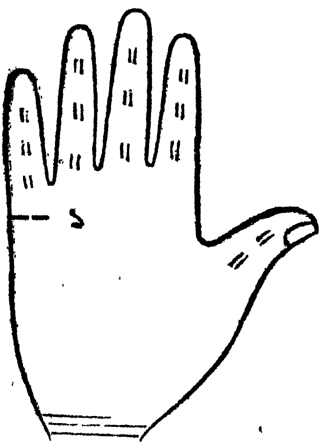

চিত্র ঝ

যে কয়টি বলবান্ রেখা থাকে ততগুলি বিবাহ হইবে। বিবাহ রেখার পার্শ্বে যে কয়টি ক্ষুদ্র রেখা থাকে, সেই কয়টি ভালবাসা বা বিবাহের সম্বন্ধভঙ্গ বুঝায়। (চিত্র ঝ ১ চিহ্ন ১)।

উক্ত রেখার মধ্যভাগ যদি ভগ্ন হয়, তবে মৃত্যুর জন্য বিবাহ ভঙ্গ বা স্ত্রীহানি সূচনা করে। (চিত্র ঝ ২ চিহ্ন ১)।

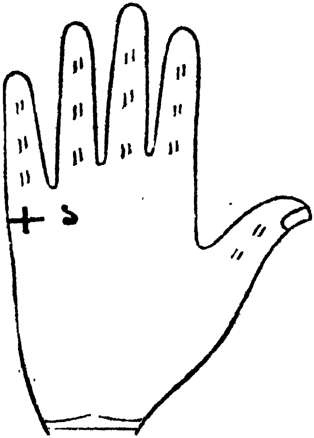

চিত্র ঝ ৩

যদি বিবাহরেখা উপরে অন্য একটি রেখার দ্বারা কর্ত্তিত হয়, তবে বিবাহে বাধা বা বিলম্বে বিবাহ সূচনা করে। (চিত্র ঝ ৩ চিহ্ন ১)।

দুইটি বা ততোধিক বিবাহ-রেখা যদি উপরে অন্য একটি সরল রেখার দ্বারা কর্ত্তিত হয় এবং পার্শ্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখা থাকে, তবে জাতক বিবাহসুখে বঞ্চিত হয়।

বিবাহরেখা যদি ঊর্দ্ধগামী হয়, তবে জাতক প্রায়ই অবিবাহিত হয়। (চিত্র ঝ ৪ চিহ্ন ১) আর ঊর্দ্ধগামী না হইয়া নিম্নগামী হইলে স্বামী-স্ত্রী পরস্পরের মধ্যে মনের মিল হয় না। (চিত্র ঝ ৪ চিহ্ন ২)।

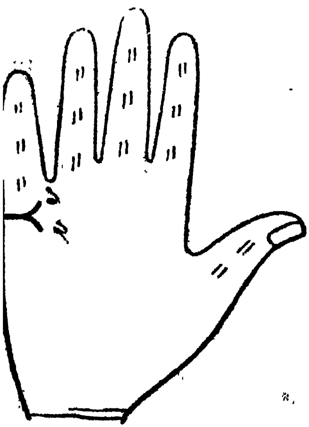

চিত্র ঝ ৪

উক্ত রেখা ঊর্দ্ধগামী এবং অধোগামী দুই রেখায় থাকিলে পতি ও পত্নী ভিন্ন ভিন্ন স্থান-বাসী হয়। (চিত্র ঝ ৪ চিহ্ন ১।২)।

বিবাহরেখার প্রথমভাগে যদি যব চিহ্ন থাকে, তবে বিবাহে বিঘ্ন ও বিলম্ব হয় এবং বিবাহিত জীবনের প্রথম ভাগে অশান্তি ও বিচ্ছেদ হইয়া থাকে।

উক্ত রেখার মধ্যভাগে যদি যব চিহ্ন থাকে, তবে বিবাহিত জীবনের মধ্যভাগে অশান্তি ও বিচ্ছেদ হইয়া থাকে। (চিত্র ঝ ৫ চিহ্ন ১)।

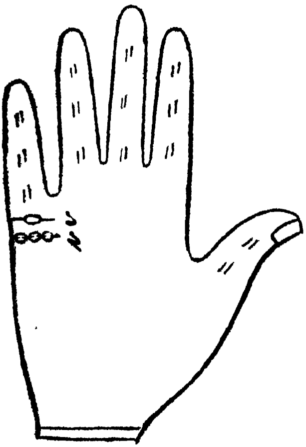

চিত্র ঝ ৫

বিবাহরেখার শেষভাগে যদি যব চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে জীবনের শেষভাগে পত্নীর সহিত অশান্তি ও বিচ্ছেদ হইয়া থাকে।

উক্ত রেখার উপর দুই বা ততোধিক যব চিহ্ন থাকিলে বা উক্ত রেখা শৃঙ্খলাকার হইলে জাতকের বিবাহে চিরজীবন অশান্তি হয়। (চিত্র ঝ ৫ চিহ্ন ২)।

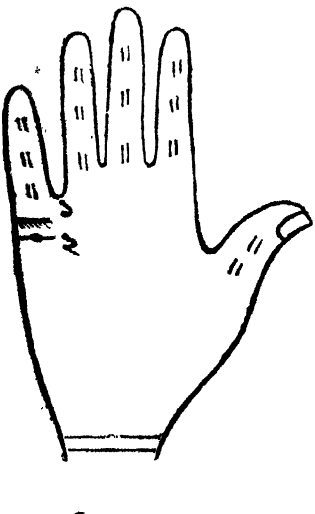

চিত্র ঝ ৬

বিবাহরেখা যদি অধিক শাখাযুক্ত হয়, তবে জাতকের স্ত্রী স্বাস্থ্যসুখ হইতে বঞ্চিত হয়। (চিত্র ঝ ৬ চিহ্ন ১)।

বিবাহরেখার উপরে কাল দাগ থাকিলে স্ত্রীহানি সূচনা করে। (চিত্র ঝ ৬ চিহ্ন ২)।

সন্তান-রেখা

চন্দ্রস্থানের পার্শ্বদেশে যে সরল রেখা থাকে, তাহাকে সন্তানরেখা বলে। ঐ রেখা যতগুলি হইবে, ততগুলি সন্তান হইবে। যে রেখাগুলি ভগ্ন, বক্র, বা ছিন্ন, সেইগুলি সন্তানহানি বা বিঘ্ন বুঝায়। যে কয়টী রেখা শাখাবিশিষ্ট অর্থাৎ দুই মুখী, সেই কয়টী কন্যা, আর যে গুলি সবল এবং কোনরূপ শাখাবিশিষ্ট নয়, সেগুাল পুত্র সূচনা করে। (চিত্র ঞ ১ চিহ্ন ১)।

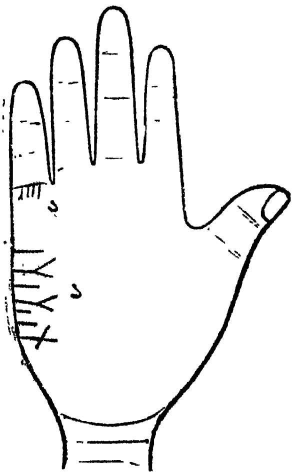

চিত্র ঞ ১

এতদ্‌ভিন্ন কনিষ্ঠ অঙ্গুলীর মূলেও সন্তান বিচার করিবার প্রথা আছে; সেই রেখাগুলি অতি সূক্ষ্মরেখা এবং বুঝিতে কষ্টকর। ঐস্থানে যতগুলি রেখা থাকে, জাতকের ততগুলি সন্তান হইবে। (চিত্র ঞ ১ চিহ্ন ২)।

প্রত্যক্ষদর্শনরেখা

যদি একটি রেখা চন্দ্রের স্থানের নিম্ন হইতে উত্থিত হইয়া ধনুকাকারে উর্দ্ধদিকে ১ নং মঙ্গল স্থানে বা বুধের স্থানে গমন করে, তবে তাহাকে প্রত্যক্ষদর্শন-রেখা বলে। এই রেখা কমই লোকের হাতে দেখা যায়। (চিত্র ট ১ চিহ্ন ১)।

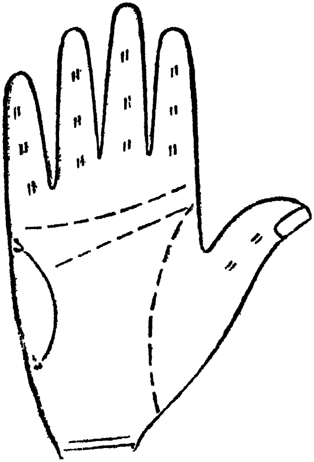

চিত্র ট ১

সাধারণতঃ এই রেখা হস্তে থাকিলে জাতকের গুপ্তবিদ্যায় জ্ঞানলাভের অতীব আগ্রহ হয়। জাতক স্বপ্নে ও জাগরিত অবস্থায় ভবিষ্যৎ জানিতে পারে এবং বামহস্তে উক্ত রেখা থাকিলে তিনি পুরুষানুক্রমে গুপ্তবিদ্যালাভ করিয়া থাকেন। উক্ত রেখা যদি ১ নং মঙ্গলের স্থানে আসিয়া শেষ হয়, তবে জাতক সম্মোহন বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শী হয়।

এই রেখা যদি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র তরঙ্গ ও শাখাযুক্ত হইয়া বিস্তৃত হয় এবং ১ নং মঙ্গলের স্থানে উপস্থিত হয়, তবে জাতক অতিরিক্ত স্নায়বিক দুর্ব্বলতার জন্য অস্থির হয়।

উক্ত রেখা যদি ছিন্ন ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় পুনঃ পুনঃ দৃষ্ট হয়, তবে জাতকের প্রত্যক্ষদর্শনক্ষমতা হঠাৎ উপস্থিত হয় এবং

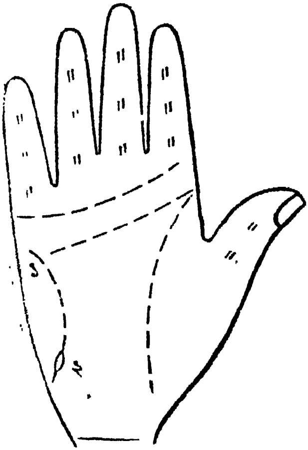

চিত্র ট ২

সাধারণতঃ স্থায়ী হয় না। (চিত্র ট ২ চিহ্ন ১)।

প্রত্যক্ষদর্শনরেখা যদি উভয় হস্তে দৃষ্ট হয় এবং আয়ুরেখা হইতে একটি রেখা (প্রভাব রেখা) যদি উক্ত রেখাকে অতিক্রম করে, তবে জাতক বন্ধু ও আত্মীয়গণ কর্ত্তৃক গুপ্ত-বিদ্যা শিক্ষায় বা পাঠে অতিশয় বাধাপ্রাপ্ত হয়।

উক্ত রেখা যদি প্রারম্ভে একটি যব সৃষ্টি করিয়া অগ্রসর হয়, তবে জাতক নিদ্রাবস্থায় ভ্রমণ করে এবং দিব্যদর্শনের শক্তিলাভ করে। (চিত্র ট ২ চিহ্ন ২)।

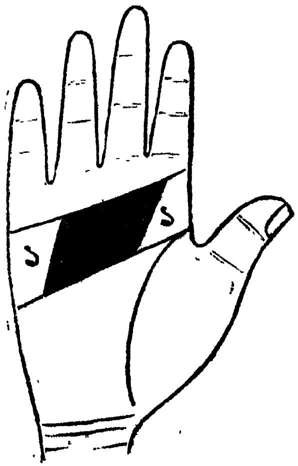

চিত্র ঠ ১

কর-চতুষ্কোণ

হৃদয়রেখা ও শিরোরেখার মধ্যবর্ত্তী যে স্থান শূন্য অবস্থায় আছে অর্থাৎ বৃহস্পতি ও ১নং মঙ্গলের স্থানের মধ্যে যে স্থান আছে, তাহাকে করচতুষ্কোণ কহে। (চিত্র ঠ ১ চিহ্ন ১)।

করচতুষ্কোণ যদি সুস্পষ্ট ভাবে গঠিত হয় এবং কোন রেখার দ্বারা কর্ত্তিত না হয়, তবে জাতক স্থির, ধীর ও ধৈর্য্যবান্ হয়; যদি উহা কোন রেখার দ্বারা কর্ত্তিত হয়, তবে জাতক ভীরু হয়।

করচতুষ্কোণ যদি সমভাবে চওড়া হয় অর্থাৎ কোন-দিকে না হেলিয়া থাকে, অথবা লম্বা না হয়, তবে জাতক একগুঁয়ে ও স্বাধীনভাবাপন্ন হয়।

করচতুষ্কোণ যদি শনিস্থানের নিম্নে অধিক চওড়া হয়, তবে জাতক নিজের খ্যাতির উপর বিশেষ লক্ষ্য রাখে না।

যদি উহা রবিস্থানের নিম্নভাগে অধিক চওড়া হয়, তবে জাতক নিজের খ্যাতির দিকে বিশেষ লক্ষ্য রাখে এবং লোক-নিন্দাকে বিশেষ ভয় করে।

যদি শিরোরেখা হৃদয়রেখার দিকে হেলিয়া গিয়া কর-চতুষ্কোণকে সঙ্কীর্ণ করে, তবে জাতক নীচমনা হয়।

যদি হৃদয়রেখা শিরোরেখার দিকে হেলিয়া থাকে এবং করচতুষ্কোণ যদি সঙ্কীর্ণ হয়, তবে জাতক নির্দ্দয় ও নীচমনা হয়।

কর-ত্রিকোণ

আয়ুরেখা, স্বাস্থ্যরেখা ও শিরোরেখার দ্বারা যে ত্রিকোণ গঠিত হয়, তাহাকে কর-ত্রিকোণ কহে। (চিত্র ড ১. চিহ্ন ১। ২। ৩)।

শিরোরেখা ও স্বাস্থ্যরেখার সংযোগস্থানকে প্রথম কোণ বলে। (চিত্র ড ১ চিহ্ন ১)। ঐ কোণ যদি সুস্পষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক কোমলহৃদয়, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ও দীর্ঘায়ু হয়; ঐ কোণ অপরিসর হইলে জাতক দুর্ব্বলচিত্ত ও ভগ্নস্বাস্থ্য হয়।

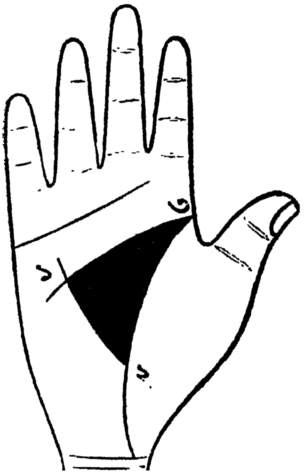

চিত্র ড ১

আয়ুরেখা ও স্বাস্থ্যরেখার সংযোগস্থানকে দ্বিতীয় কোণ বলে। ঐ কোণ সুস্পষ্ট ও বিস্তৃত হইলে জাতক দীর্ঘায়, দাতা ও স্বাস্থ্যবান্ হইয়া থাকে। ঐ কোণ অপরিসর হইলে জাতকের স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য হয়। (চিত্র ড ১ চিহ্ন ২)।

আয়ুরেখা ও শিরোরেখার সংযোগস্থানকে তৃতীয় কোণ বলে। যদি উহা সুস্পষ্ট হয়, তবে জাতক স্বাস্থ্যবান্, সুরুচি-সম্পন্ন, ও বুদ্ধিমান্ হয়; ঐ কোণ অপরিসর হইলে জাতক কাপুরুষ ও হিংসুক হয়। (চিত্র ড ১ চিহ্ন ৩)।

করত্রিকোণের তিন দিক যদি সুস্পষ্ট থাকে এবং কোনরূপ ভগ্ন না হয়, তাহা হইলে জাতক সৌভাগ্যবান্, সাহসী ও দীর্ঘায় হয়।

করত্রিকোণ অপরিপুষ্ট রেখার দ্বারা গঠিত হইলে জাতক স্নায়বিক পীড়া ভোগ করে।

মণিবন্ধ—রেখা

মণিবন্ধের রেখা যদি একটী হয়, তবে জাতক হতভাগ্য হয়, মতান্তরে ২৫ বৎসর পর্য্যন্ত আয় পায়। (চিত্র ৭ ১ চিহ্ন ১)।

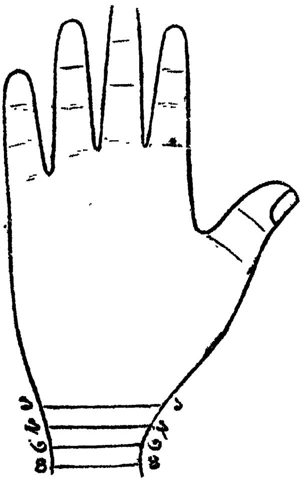

চিত্র ৭ ১

মণিবন্ধে রেখা যদি দুইটী থাকে, তবে জাতকের সুখ-দুঃখ মিশ্রিত জীবন হয়, মতান্তরে জাতক ২৬ হইতে ৫০ বৎসর পর্য্যন্ত আয়ু লাভ করে। (চিত্র ৭ ১ চিহ্ন ১।২)।

যদি উক্ত রেখা তিনটী থাকে, তবে জাতক ভোগী হয়, মতান্তরে ৫০ হইতে ৭৫ বৎসর পর্য্যন্ত আয় লাভ করে। (চত্র ৭ ১ চিহ্ন ১।২।৩)।

মণিবন্ধে চারিটী রেখা থাকিলে জাতক রাজতুল্য সুখী হয়, মতান্তরে ৭৬ হইতে ১০০ বৎসর পর্য্যন্ত আয়ু লাভ করে। (চিত্র ৭ চিহ্ন ১।২।৩।৪)।

মণিবন্ধে তিনটী রেখা যদি সূক্ষ্ম হয়, তবে উহা জাতকের সৌভাগ্য এবং সাফল্য সূচনা করে, কিন্তু তাহার স্বাস্থ্যভঙ্গ হয়।

যদি মণিবন্ধে তিনটী রেখা সুস্পষ্ট ও সুবর্ণ হয়, তবে উহা জাতকের স্বাস্থ্য, ধনসৌভাগ্য এবং সুখময় জীবন সূচনা করে।

মণিবন্ধ রেখা সূক্ষ্ম হইলে জাতক অমিতব্যয়ী হয়।

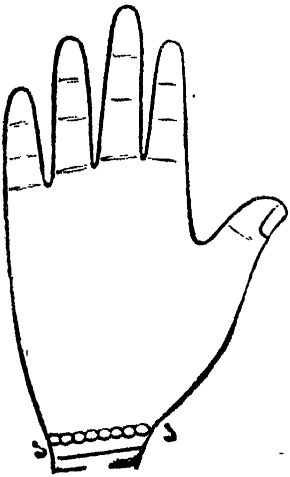

চি

স্ত্রী হস্তের উক্ত প্রথম রেখা যদি ধনুক আকার হয়, তবে তাহার প্রসব কালে জননেন্দ্রিয়-ঘটিত পীড়া হয়।

মণিবন্ধের প্রথম রেখা যদি শিকলের ন্যায় হয়, তবে জাতক সুখদুঃখপূর্ণ সফল জীবন লাভ করে এবং অত্যন্ত পরিশ্রমী হয়। (চিত্র ণ ২ চিহ্ন ১)।

মণিবন্ধ হইতে একটি সরল রেখা উঠিয়া যদি বৃহস্পতি ক্ষেত্রে যায়, তবে উহা জাতকের দীর্ঘ ভ্রমণ সূচনা করে।

যদি মণিবন্ধ হইতে একটি সরল রেখা উঠিয়া রবিক্ষেত্রে যায়, তবে জাতক ধনী লোকের সাহায্য পাইয়া থাকে। উক্ত রেখা যদি বুধস্থানে বা মঙ্গলের স্থানে যায়, তবে জাতকের হঠাৎ ধনপ্রাপ্তি হয়, যেমন লটারিতে অর্থলাভ।

যদি উক্ত রেখা চন্দ্রস্থানে যায়, তবে উহা জাতকের সমুদ্র যাত্রা বা বিদেশভ্রমণ সূচনা করে।

মণিবন্ধ হইতে একটি সূক্ষ্ম তরঙ্গায়িত রেখা যদি স্বাস্থ্য-রেখা কাটিয়া উত্থিত হয়, তবে জাতকের দুর্ভাগ্য হয়।

মণিবন্ধরেখাগুলি যদি স্থানে স্থানে ভগ্ন হয়, তবে জাতক মিথ্যাবাদী ও দুঃখী হয়।

মণিবন্ধের উপর ত্রিভুজ চিহ্ন থাকিলে জাতক ধনবান্ হয়।

মণিবন্ধের উপর নক্ষত্র চিহ্ন থাকিলে জাতক পরধন লাভ করিয়া থাকে, কিন্তু ঐ নক্ষত্র অস্পষ্ট হইলে জাতক লম্পট হয়।

মণিবন্ধের উপর ক্রুশ্ চিহ্ন থাকিলে জাতক অপরের সম্পত্তি লাভ করে এবং হঠাৎ সৌভাগ্যশালী হয়।

হস্তরেখা-বিচার

তৃতীয় অধ্যায়

একটী সরল রেখা বিচার

চিহ্ন   চিত্র ৩ ১

১	বৃহস্পতিস্থানে	...	সকল কর্ম্মে সফলতা লাভ।
২	বৃহস্পতি ও শনির মধ্যস্থানে	...	উদারময় পীড়া।
৩	শনি স্থানে	...	ভাগ্যবান্, ভূমিলাভ।
৪	রবি ,,	...	ঐশ্বর্য্যবান্, যশস্বী।
৫	বুধ ,,	...	লটারিতে অর্থলাভ ও আশাতীত সৌভাগ্যভোগী।

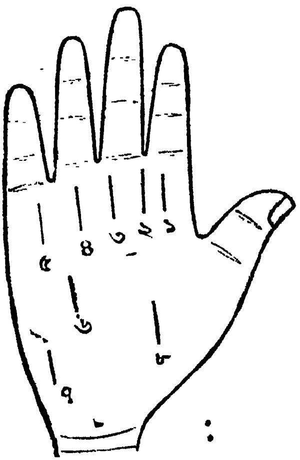

চিত্র ৩ ১

৬	১ম মঙ্গল স্থানে	...	সাহসী, ধীর, একগুঁয়ে।
৭	চন্দ্র ,,	...	ভাবী অশুভ সূচনা করে।
৮	শুক্র ,,	...	ভাবী অশুভ সূচক।

তিন বা ততোধিক সরলরেখা বিচার

চিহ্ন চিত্র ৩২

১	বৃহস্পতিস্থানে	...	হতভাগ্য।
২	শনি ,,	...	অধিকাংশ স্থলে দুর্ভাগ্য।

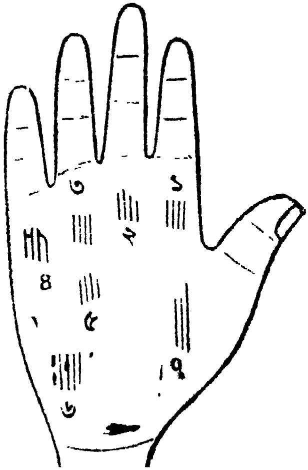

চিত্র ৩২

৩	রবি স্থানে	...	কলাবিদ্যার প্রিয়।
৪	বুধ ,,	...	চিকীৎসাবিদ্যায় জ্ঞানী।
৫	১ম মঙ্গল ,,	...	উগ্রপ্রকৃতি ও কামুক।

৬ চন্দ্র	স্থানে	...	কল্পনাপ্রিয়, শিরঃপীড়াভোগী।
৭ শুক্র	,,	...	অকৃতজ্ঞ, চঞ্চল।

চক্র বা মুদ্রাচিহ্ন বিচার

চিহ্ন চিত্র ত ৩

১	কনিষ্ঠা ,, ,,	ব্যবসায় ধনলাভ।
২	অনামিকা ,, ,,	নানাপ্রকারে ধনলাভ।
৩	মধ্যমা ,, ,,	দৈবক্রমে ধনলাভ।
৪	তর্জ্জনী ,, ,,	বন্ধুদ্বারা ধনলাভ।
৫	বৃদ্ধাঙ্গুলী ১ম পর্ব্বে	পিতামহের বা অন্যের সঞ্চিত ধনলাভ।

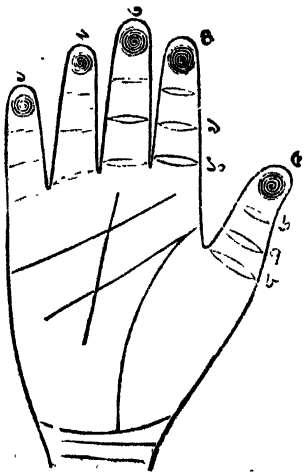

চিত্র ত ৩

যব চিহ্ন বিচার

চিহ্ন চিত্র ত ৩

৬ বৃদ্ধাঙ্গুলীর ১ম গ্রন্থিতে ... ভোগী, সুখী, জ্ঞানী ও অন্যের সঞ্চিত ধনলাভে লাভবান্।

৭ ,, ২য় গ্রন্থির মধ্যস্থলে ... ধনবান্, পুত্রবান্, পণ্ডিত, ও যশস্বী।

৮ ,, মূলে ... ভোগী বা সৌভাগ্যবান্।

১০ তর্জ্জনী ও মধ্যমার মূলে ... ধনবান্, পুত্রবান্, সুখী।

১১ মধ্যমার ২য় গ্রন্থিতে ... অন্যের সঞ্চিত ধনলাভ।

বৃদ্ধাঙ্গুলীর মূলে দুইটি যব চিহ্ন থাকিলে জাতক মাতৃভক্ত হইয়া থাকে।

কাল দাগ বা তিলচিহ্ন বিচার

চিহ্ন চিত্র ত ৪

১ বৃহস্পতি স্থানে ... ধর্ম্ম ও সম্মানহানি, দুর্ভাগ্য।

২ শনি ,, ... হঠাৎ বিপদে দারিদ্র্য ও হতভাগ্য।

৩ রবি ,, ... সম্মানহানি, সামাজিক পতন, চক্ষু ও শিরঃপীড়া।

৪ বুধ ,, ... ব্যবসায় ক্ষতি, হঠাৎ অর্থনাশ, স্ত্রীহানি।

৫ ১ম মঙ্গল ,, ... দ্বন্দ্বে আহত, (দুই হাতে) মোকর্দ্দমায় ক্ষতি।

চন্দ্র ... স্নায়বিক দুর্ব্বল, দুঃখভোগী, মূর্চ্ছারোগী।

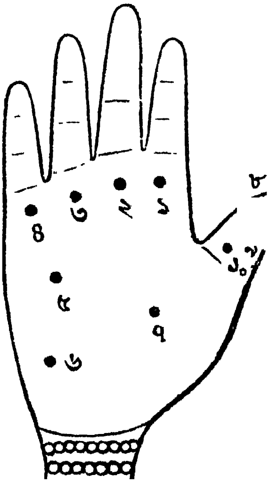

চিত্র ত ৪

৭ শুক্র " ... শুক্রজনিত ব্যাধিগ্রস্ত ও স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক প্রতারিত।

৮ বৃদ্ধাঙ্গুলীর ১ম পর্ব্বে ... অস্ত্রাঘাতে মৃত্যু।

৯ " ২য় " ... স্ত্রী মুখরা।

১০ " ২য় " কিছু নিম্নে...জ্ঞাতি রমণী কর্ত্তৃক প্রতারিত।

ক্রশ্ চিহ্ন বিচার

চিহ্ন চিত্র ত ৫

১ বৃহস্পতিস্থানে ... স্ত্রীলোককে ভালবাসিয়া সুখী ও মস্তকে আহত।

চিহ্ন চিত্র ত ৫

২ শনিস্থানে ... নিঃসন্তান, গুহ্যবিদ্যায় অনিষ্ট, হঠাৎ মৃত্যু।

৩ রবি „ ... ধার্ম্মিক ও সফল কর্ম্মী।

৪ বুধ „ ... জুয়াচোর, (শুভচিহ্নযুক্ত হস্তে) ব্যবসায়ী, অনুকরণে তীক্ষ্ণবুদ্ধি।

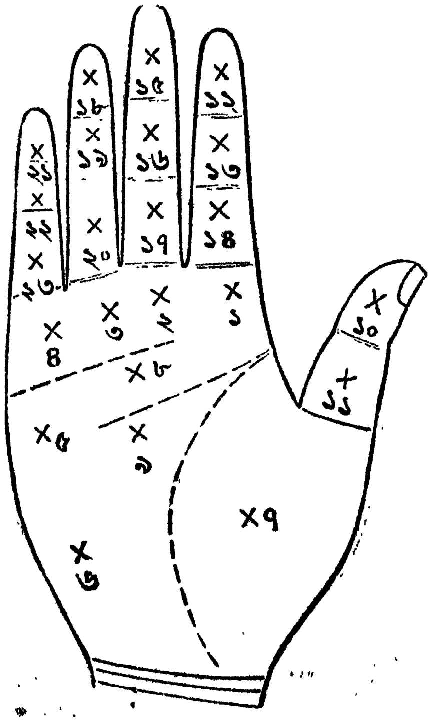

চিত্র ত

৫	১ম মঙ্গলস্থানে	...	দ্বন্দ্বে বিপদ্ ও অঙ্গহানি, কলহ-প্রিয়, একগুঁয়ে।
৬	চন্দ্র ”	...	মিথ্যাবাদী, অলীক চিন্তাকারী, শরীরকষ্ট।
৭	শুক্র ”	...	অশুভকর বিবাহ, বৃহস্পতি স্থান উচ্চ হইলে শুভ বিবাহ।
৮	করচতুষ্কোণে	...	সৌভাগ্যবান্, ধর্ম্মপ্রাণ।
৯	করত্রিকোণে	...	কলহপ্রিয়।
১০	বৃদ্ধাঙ্গুলীর ১ম পর্ব্বে	...	অসচ্চরিত্র।
১১	” ২য় ”	...	আধিপত্য করিবার ক্ষমতা।
১২	তর্জ্জনীর ১ম পর্ব্বে	...	মস্তিষ্কের বিকৃতি হইয়া মৃত্যু।
১৩	” ২য় ”	...	হিংসুক প্রকৃতি।
১৪	তর্জ্জনীর ৩য় ”	...	অতি অসৎ চরিত্র।
১৫	মধ্যমার ১ম পর্ব্বে	...	আত্মহত্যা করিবার ইচ্ছা।
১৬	” ২য় ”	...	বিপদে অর্থনাশ।
১৭	” ৩য় ”	...	ধ্বজভঙ্গ সূচক।
১৮	অনামিকার ১ম পর্ব্বে	...	শিল্প বিদ্যায় তন্ময়তা।
১৯	২য় ”	...	ভীরু ও শঠতাময়, হিংসুক।
২০	৩য় ”	...	সর্ব্বকাজে বিঘ্ন।
২১	কনিষ্ঠার ১ম পর্ব্বে	...	মিথ্যাবাদী, (ভালহাতে) যাজক
২২	” ২য় ”	...	বিঘ্ন ও বাধা।
২৩	” ৩য় ”	...	চৌর্য্যভাবাপন্ন।

নক্ষত্র চিহ্ন বিচার

চিহ্ন চিত্র ত ৬

১ বৃহস্পতি স্থানে ... হঠাৎ সৌভাগ্যশালী (বিবাহের পর), সফলকাম রাজনৈতিক, মানী।

২ শনি „ ... পক্ষাঘাত বা সর্পাঘাতে মৃত্যু।

৩ রবি „ ... বহুকষ্টে খ্যাতি, অর্থপ্রাপ্তি, মানসিক সুখে বঞ্চিত।

৪ বুধ ” ... অসৎব্যক্তি ও অপরের বুদ্ধির শ্রবণকারী।

৫ ১ম মঙ্গল ” ... ক্রোধ এবং হিংসার বশে হত্যাকারী।

৬ চন্দ্র ” ... জলে মৃত্যু বা আত্মহত্যা।

৭ শুক্র ” ... স্ত্রীলোকের প্রলোভনে কষ্ট ও আত্মীয় বন্ধুস্বজনের মৃত্যু।

৮ করচতুষ্কোণে ... সাহিত্যে ক্ষতি কিন্তু বিত্তলাভ।

৯ করত্রিকোণে ... বহুকষ্টে বিত্ত ও জয়লাভ।

১০ বৃদ্ধাঙ্গুলীর ১ম পর্ব্বে ... অধার্ম্মিক, লম্পট ও কামুক।

১১ ” ২য় ” ... * অসৎপথে চালিত।

১২ তর্জ্জনীর ১ম পর্ব্বে ... ভাগ্যবান্।

১৩ ” ২য় ” ... সচ্চরিত্র (শুভচিহ্নযুক্ত হইলে), অসচ্চরিত্র।

১৪ ” ৩য় ” ... সচ্চরিত্র বা অসচ্চরিত্র।

---

* কিন্তু স্ত্রী হস্তে অত্যন্ত ধনবতী।

১৫ মধ্যমার ১ম পর্ব্বে ... শত্রু কর্ত্তৃক আঘাত বা দৈবমৃত্যু।

১৬ ২য় ,, ... দৈবদুর্ঘটনায় মৃত্যু।

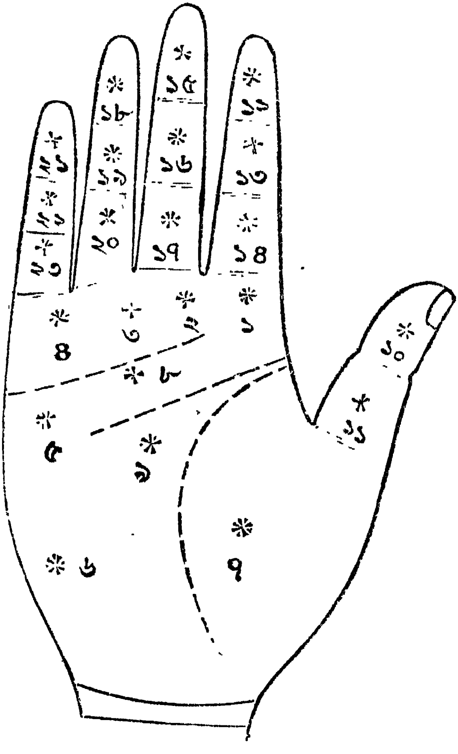

চিত্র ত ৬

১৭ ” ৩য় ... হত্যাকারী বা উত্তেজনাকারী।

১৮ অনামিকার ১ম পর্ব্বে...প্রতিভাশালী।

” ২য় ” ...অতি চতুর।

২০ অনামিকার ৩য় পর্ব্বে ... প্রেমিক।
২১ কনিষ্ঠার ১ম পর্ব্বে ... বক্তা।
২২ " ২য় " ... দুষ্টবুদ্ধি।
২৩ " ৩য় " ... বাক্‌চাতুর্য্যে পণ্ডিত।

ত্রিভুজ চিহ্ন

চিহ্ন চিত্র ত ৭

১ বৃহস্পতিস্থানে রাজনীতিজ্ঞ বা দালালী কার্য্যে দক্ষ।
২ শনি " ... যাদুকর।
৩ রবি " ... কলাবিদ্যায় উন্নত।
৪ বুধ " .. নীচভাবের বা কূট রাজনৈতিক।
৫ ১ম মঙ্গল " ... শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা বা পালোয়ান।
৬ চন্দ্র " ... জ্ঞানী, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, ধনবৃদ্ধি, গুহ্যবিদায় স্বাভাবিক জ্ঞান।
৭ শুক্র " ... প্রেমিক, ভালবাসাজনিত বিবাহ, গণিত শাস্ত্রে পারদর্শী।
৮ করচতুষ্কোণে ... বিজ্ঞান শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি।
৯ বৃদ্ধাঙ্গুলীর ১ম পর্ব্বে ইচ্ছাশক্তিকে বৈজ্ঞানিক ক্ষমতার দ্বারা চালি না।
১০ " ২য় " বৈজ্ঞানিক বা দার্শনিক।
১১ তর্জ্জনীর ১ম পর্ব্বে ধার্ম্মিক, যাদুবিদ্যায় অভিজ্ঞ।

১৯ অনামিকার ৩য় পর্ব্বে	...	দরিদ্র ও হিংস্রক
২০ কনিষ্ঠার ১ম পর্ব্বে	...	চৌর্য্যবৃত্তি, যাদুবিদ্যায় তোৎলা।
২১ " ২য় "	...	নির্ব্বোধ ও বন্দী।
২২ " ৩য় "	...	চৌর্য্যবৃত্তিতে বোকা।

বৃত্ত চিহ্ন

চিহ্ন চিত্র ত ১০

১। বৃহস্পতি স্থানে	...	সকল বিষয়ে কৃতকার্য্য।
২ শনি "	...	চরিত্রহীন।
৩ রবি "	...	যশঃ ও অর্থোন্নতি।
৪ বুধ "	...	বিষক্রিয়ায় মৃত্যু।
৫ ১ম মঙ্গল "		স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক অর্থকষ্ট, চক্ষুঃপীড়া।
৬ চন্দ্র "	...	জলে মৃত্যু।
৭ শুক্র "		অসচ্চরিত্র, দীর্ঘকাল স্থায়ী পীড়া।
৮ করচতুষ্কোণে "	...	চক্ষুঃপীড়া।
৯ করত্রিকোণে "	...	স্ত্রীলোক হইতে কষ্ট।
১০ বৃদ্ধাঙ্গুলীর ১ম পর্ব্বে	...	দৃঢ় ইচ্ছাশক্তি।
১১ " ২য় "	...	তর্কে বিজয়ী।
১২ তর্জ্জনীর ১ম পর্ব্বে	...	দৃঢ় বিশ্বাসী।
১৩ " ২য় "	...	বড় হইবার আকাঙ্ক্ষা।
১৪ " ৩য় "	...	জনপ্রিয়।
১৫ মধ্যমার ২য় পর্ব্বে	...	যাদুবিদ্যায় সফল।

১৪ তর্জ্জনীর ৩য় পর্ব্বে ... অসচ্চরিত্র ও কারাদণ্ডভোগী

১৫ মধ্যমার ২য় পর্ব্বে ... দুরদৃষ্ট, স্নায়ু ও কর্ণরোগ

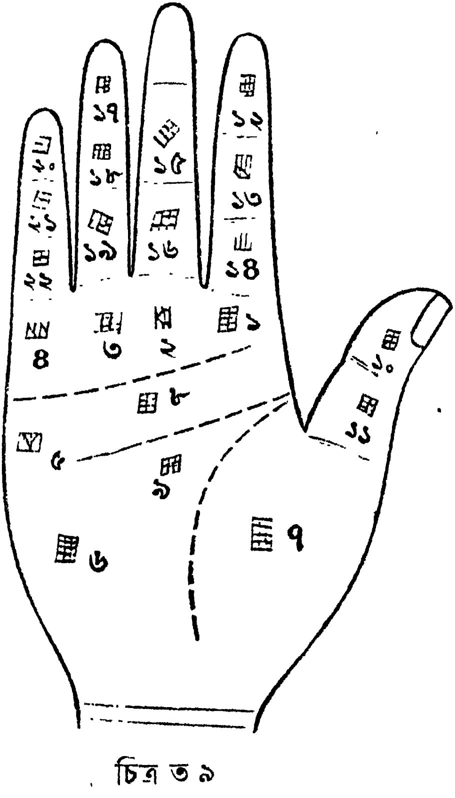

চিত্র ৩৯

১৬ মধ্যমার ৩য় পর্ব্বে ... অতি কৃপণ।

১৭ অনামিকার ১ম পর্ব্বে ... অসচ্চরিত্র।

১৮ ২য় অত্যন্ত হিংসুক প্রবৃত্তি।

১৭ অনামিকার ২য় পর্ব্বে ... কোন নির্দ্দিষ্ট বিষয়ে পারদর্শী ও ব্যবসায়ী।
১৮ কনিষ্ঠার ১ম পর্ব্বে ... বড় ব্যবসায়ী।
১৯ " ২য় " ... বন্দীভাবে জীবন যাপন করে।
২০ " ৩য় " ... দুষ্টবুদ্ধি।

জাল চিহ্ন

চিহ্ন চিত্র ত ৯

১ বৃহস্পতি স্থানে ... দাম্ভিক, কুসংস্কারযুক্ত ও অহঙ্কারী।
২ শনি " ... দারিদ্র্য বা অর্থকষ্ট।
৩ রবি " ... গর্ব্বী, আধপাগলা।
৪ বুধ " প্রতারক, পরস্বাপহরণকারী, আত্মঘাতী।
৫ ১ম মঙ্গল " রক্তপাত, যক্ষাকাশ, বিপদে জীবন সংশয়।
৬ চন্দ্র " ... নিরানন্দ, স্নায়বিক দুর্ব্বল।
৭ শুক্র " ... লম্পট, উত্তম বিবাহে বঞ্চিত।
৮ করচতুষ্কোণে " ... শিরঃপীড়া বা পাগলের সূচনা।
৯ করত্রিকোণে " ... নিন্দনীয় মৃত্যু বা গুপ্তশত্রু।
১০ বৃদ্ধাঙ্গুলীর ১ম পর্ব্বে...স্ত্রী বা স্বামী পরস্পর কর্ত্তৃক নিহত।
১১ " ২য় " ... নৈতিক জ্ঞানশালী।
১২ তর্জ্জনীর প্রথম পর্ব্বে ... বন্দী।
১৩ " ২য় " ... বিশ্বাসঘাতক ও অকৃতকার্য্য।

১২ বৃদ্ধাঙ্গুলীর ৩য় পর্ব্বে ... শেষভাগে বিশেষ ধনী হয়।

১৩ তর্জ্জনীর ২য় পর্ব্বে ... দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

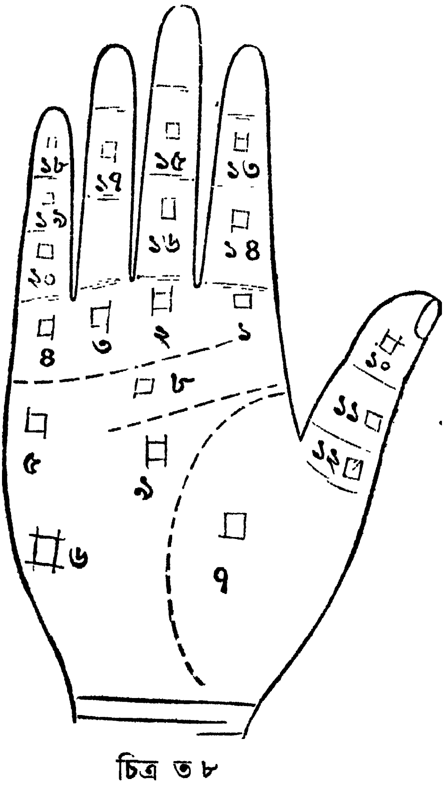

চিত্র ৩৮

১৪ তর্জ্জনীর ৩য় পর্ব্বে ... স্বেচ্ছাচারী।

১৫ মধ্যমার ২য় পর্ব্বে ... অপমৃত্যু বা অবশ্যম্ভাবী বিপদ্।

১৬ " ৩য় " ... নিষ্ঠুর ও কৃপণ স্বভাব।

১২ তর্জ্জনীর ২য় পর্ব্বে ... বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ।

১৩ মধ্যমার ২য় পর্ব্বে ... যাদুবিদ্যায় পারদর্শী।

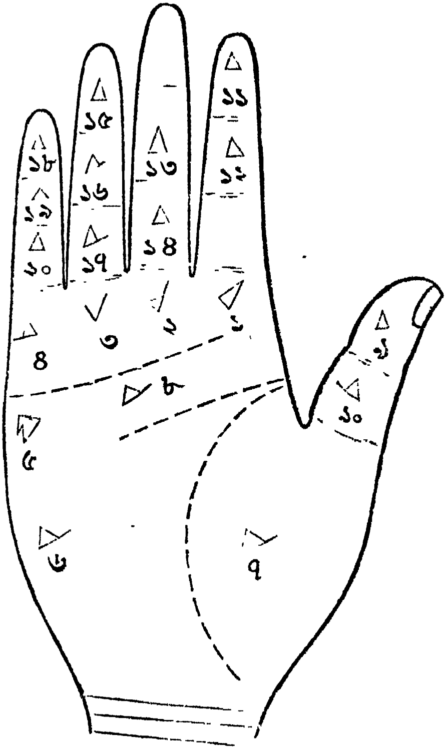

চিত্র ৩৭

১৪ মধ্যমার ৩য় পর্ব্বে ... কুপ্রবৃত্তিযুক্ত ও হতভাগ্য

১৫ অনামিকার ১ম পর্ব্বে সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনকারী বিদ্যায় পারদর্শী

১৬ ২য় ...শিল্পবিদ্যায় জ্ঞানী ও পারদর্শী

১৭ অনামিকার ৩য় পর্ব্বে		...	অতিরঞ্জিত করিতে নিপুণ।
১৮ কনিষ্ঠার ১ম পর্ব্বে			যাদুবিদ্যা দ্বারা মৃতব্যক্তিকে বাঁচাইতে দক্ষতা।
১৯ "	২য় "	...	যাদুবিদ্যায় দক্ষ।
২০ "	৩য় "	...	কূট রাজনীতিজ্ঞ।

চতুষ্কোণ চিহ্ন

চিহ্ন চিত্র ৩৮

১ বৃহস্পতি	স্থানে	...	স্থিরবুদ্ধি, আধিপত্য করিবার ক্ষমতা।
২ শনি	"		অগ্নি কিংবা দৈব বিড়ম্বনা হইতে রক্ষা।
৩ রবি	"	...	ব্যবসায় ধনবৃদ্ধিযোগ।
৪ বুধ	"		ব্যবসায় উন্নতি ও ভীষণ অর্থদণ্ড হইতে রক্ষা।
৫ ১ম মঙ্গল	"	...	রুক্ষ-স্বভাব হইলেও দমনকারী।
৬ চন্দ্র	"		সম্মান লাভ, ধনবৃদ্ধি, জলে মগ্ন হইতে রক্ষা।
৭ * শুক্র	"	...	গৃহত্যাগী ও প্রবাসী।
৮ করচতুষ্কোণে		...	বদরাগী কিন্তু কোমলহৃদয়।
৯ করত্রিকোণে		...	ভীষণ বিপদের সূচনা।
১০ বৃদ্ধাঙ্গুলীর ১ম পর্ব্বে		...	ইচ্ছাশক্তি একপথে ধাবিত করে।
১১ "	২য় "		অনর্থক তার্কিক, দুর্দ্দান্ত বা একগুঁয়ে।

---

* শুক্রস্থানে ও ১ম মঙ্গল স্থানে চতুষ্কোণ চিহ্ন থাকিলে কারাবাস হয়।

১৬ মধ্যমার ৩য় পর্ব্বে	...	পদার্থ বিদ্যায় অভিজ্ঞ।
১৭ অনামিকার ১ম "	...	অযাচিত জয়লাভ।
১৮ " ২য় "	...	সাফল্য।

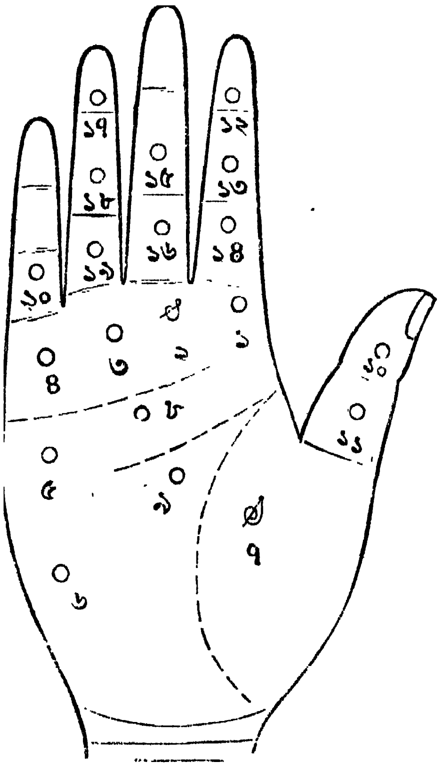

চিত্র ৩ ১০

১৯ অনামিকার ৩য় পর্ব্বে	...	যশঃ ও সৌভাগ্য
২০ কনিষ্ঠার ৩য় পর্ব্বে	...	চুরি করিবার ইচ্ছা

পরিশিষ্ট

রেখা বিচার করা ত কঠিন। কিন্তু আরও কঠিন করতলের রেখা দেখিয়া জীবনের ঘটনাবলীর সময় নির্দ্দেশ করা কখন কোন্ বয়সে কি ঘটনা ঘটিবে বলিয়া দেওয়ার এবং করতলে বয়স বা সময় নিরূপণ করার নির্দ্দিষ্ট কোন নিয়মও নাই। বিভিন্ন গ্রন্থকারের মত এ বিষয়ে বিভিন্ন। যদিও এই সব বিভিন্ন অভিমত অনুযায়ী বয়স হিসাব করিলে ফলাফলের বিশেষ পার্থক্য দৃষ্ট হয় না, তথাপি নূতন শিক্ষার্থী-দিগের এতগুলি বিভিন্ন মত ভালরূপ হৃদয়ঙ্গম করিয়া যথাযথ ভাবে প্রয়োগ করা খুব সহজসাধ্য বলিয়া মনে হয় না।

আজ পর্য্যন্ত সংস্কৃত, ইংরাজী, বাঙ্গালা পুস্তকে নানারূপ অভিমত আলোচনা করিয়া আমার যেরূপ জ্ঞান হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় "Cheiro"র "System of Seven" অর্থাৎ "সাতের নিয়ম" সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নূতন শিক্ষার্থীদিগের বুঝিবার পক্ষে ইহা সরল এবং সময় নির্দ্দেশ করার দিক দিয়াও খুব কার্য্যকরী। "System of Seven" এ শুধু আয়ুরেখা ও ভাগ্যরেখার উপর বয়স বিচার করা হইয়াছে। আয়ুরেখা ও ভাগ্য-রেখাকে ৭টী ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে বলিয়া এই নিয়মের নাম হইয়াছে "System of Seven"। এইরূপ ৭ ভাগ করিবার কারণ এই যে, সাত সঙ্খ্যাটী প্রকৃতির চিরন্তন নিয়মানুযায়ী একটী পরিবর্ত্তনসূচক সঙ্খ্যা। ডাক্তারী শাস্ত্রে বলে

যে, মানবশরীর প্রত্যেক ৭ বৎসর অন্তর এক পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া অতিক্রম করে। পর্য্যায়ক্রমে প্রতি সাতবৎসর অন্তর

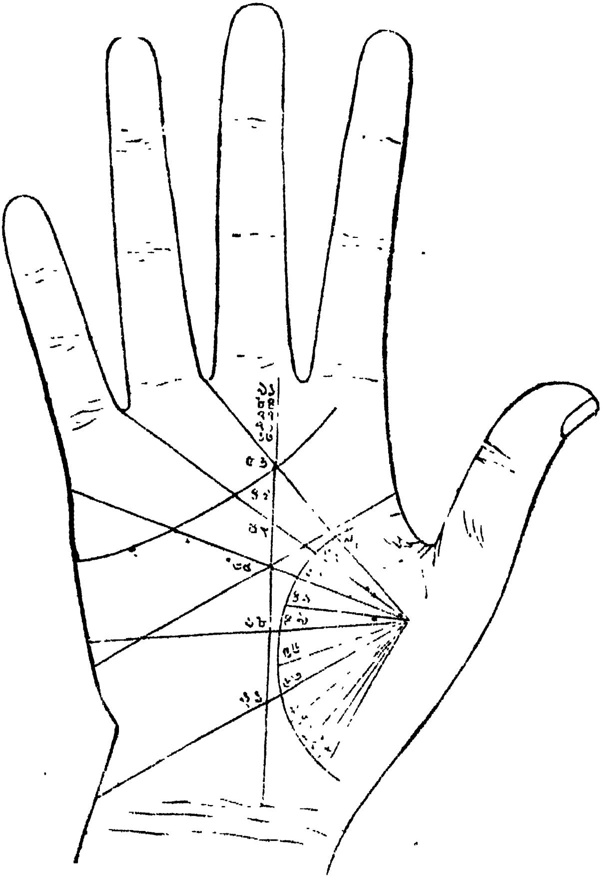

চিত্র খ ১

শরীর একই রকম অবস্থা প্রাপ্ত হয়—কোন ব্যক্তির যদি সাত বৎসর বয়সে স্বাস্থ্য খারাপ থাকে তাহা হইলে ২১ বৎসর বয়সে তাহার পুনরায় স্বাস্থ্য খারাপ হইবার সম্ভাবনা। আবার ৭ বৎসর বয়সে তার স্বাস্থ্য খুব ভাল থাকিলে ২১ বৎসর বয়সে তাহার স্বাস্থ্য খুব ভাল হইবে বলিয়া আশা করা যাইতে পারে।

করতলের সকল রেখার উপরই সময় বিচার করা যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ আয়ুরেখা ও ভাগ্যরেখার উপর সময় বিচার করা হয়। ইহার কারণ জীবনের যাহা কিছু বড় ঘটনা, তাহা সবই প্রায় এই দুইটী রেখা নির্দ্দেশ করে।

এখন কি করিয়া ভাগ্যরেখা ও আয়ুরেখার সাহায্যে বয়স নিরূপণ করা হয়. তাহা উপরিস্থ চিত্র দেখিলেই শিক্ষার্থিগণ ভালরূপে বুঝিতে পারিবেন। ঐ চিত্রে শুক্রস্থানের ঠিক মাঝামাঝি স্থানে একটি কাল্পনিক বিন্দু চিহ্ন বসান হইয়াছে। আর একটী বিন্দু চিহ্ন লওয়া হইয়াছে ঠিক মধ্যমা ও অনামিকার সংযোগস্থানের মূলদেশে। এখন এই দুই বিন্দু চিহ্ন একটী সরল রেখার দ্বারা সংযুক্ত করা হইল। সরল রেখাটী আয়ুরেখাকে যে স্থানে অতিক্রম করিবে সেই স্থান ভাগ্যরেখার উপর বয়স নির্দ্দেশ করিবে ৫৬। সাধারণতঃ এই সরল রেখাটী ভাগ্যরেখাকে অতিক্রম করিবে এমন স্থানে যেখানে ভাগ্যরেখাটী হৃদয় রেখাকে কর্ত্তন করিতেছে। অনেকের হাতে আবার এইরূপ না হইতেও পারে। সে স্থানে

ভাগ্যরেখার উপর বয়স বিচার করা একটু অভিজ্ঞতাসাপেক্ষ। এইরূপভাবে শুক্রস্থলের বিন্দুর সহিত অনামিকার ও কনিষ্ঠার মূলদেশস্থিত বিন্দু যে সরল রেখাটী সংযুক্ত করিতেছে, তাহা আয়ুরেখা ও ভাগ্যরেখার উপর বয়স নির্দ্দেশ করিবে যথাক্রমে ২৮ ও ৪২। এই দুইটী সরল রেখার মধ্যস্থিত ভাগ্যরেখাকে আবার অর্দ্ধেক ভাগে ভাগ করিয়া সেই স্থানে ভাগ্যরেখার বয়স দেখান হইয়াছে ৪৯, কারণ আমাদের উদ্দেশ্য আয়ুরেখা ও ভাগ্যরেখাকে "System of Seven" এ বিভক্ত করা। চিত্রে প্রদর্শিত বয়স নির্দ্দেশ করিবার এই পরিকল্পনা ভালরূপে প্রণিধান করিতে পারিলেই পাঠকবর্গ চিত্রে প্রদর্শিত বাকী অংশটুকু নিজেরাই বুঝিয়া লইয়া তাহা কার্য্যে লাগাইতে পারিবেন আশা করিতে পারা যায়। সময় বিচার সম্বন্ধে আর দুই একটী কথা বলিয়া গ্রন্থ শেষ করিতে চাই। সময় নিরূপণ সম্বন্ধে উপরে যাহা বলা হইল, তাহা শিক্ষার্থীদের পক্ষে একটু অভ্যাসসাপেক্ষ এবং এবিষয়ে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ও খুব বেশী। শুক্রস্থানের ঐ বিন্দুটী যে ঠিক কোথায় বসিবে তাহা ধরা বেশ সহজ ব্যাপার নয়। ইহা ব্যতীত কাহারও হাত ছোট, কাহারও হাত বড়, কাহারও হাতের দৈর্ঘ্য বেশী। সেখানেও এই নিয়ম একই ভাবে খাটিবে। সমচতুষ্কোণ বা স্থূলাগ্রহাতে (Square বা Spatulate হাতে) বয়স বিচার করিতে হইলে আমাদের ভাগ্যরেখা ও আয়ুরেখাকে যেরূপ ভাগ করা উচিত, ভাবুক হাতে কখনই সেরূপ ভাবে ভাগ

করা চলিতে পারে না। সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় শুক্রস্থিত বিন্দুচিহ্ন হইতে অঙ্কিত সরল রেখাটী যে স্থানে ভাগ্যরেখাকে ৩৫ বৎসর বয়সে অতিক্রম করে (চিত্র থ ১), সেই স্থানটী ভাগ্যরেখা, শিরোরেখারও সংযোগস্থল। অনেকের হাতে আবার এইরূপ নাও হইতে পারে। এইরূপ স্থলে বিচার করিতে হইলে কিরূপ পদ্ধতি অবলম্বন করিতে হইবে? এই ত্রুটীগুলিরই কিছু পরিমাণ সংশোধন হইতে পারে যদি আমরা শুক্রস্থিত বিন্দুচিহ্নটীকে এমন স্থানে লই, যাহাতে ইহা অনেকটা শুক্রস্থানের মাঝামাঝি বসে, এবং উহা হইতে চিত্রপ্রদর্শিত নিয়মানুযায়ী সরল রেখা টানিলে সেই রেখা ভাগ্যরেখা ও শিরোরেখার সংযোগস্থান এবং হৃদয়-রেখা ও ভাগ্যরেখার সংযোগস্থল এই উভয় সংযোগস্থল দিয়াই অতিক্রম করে।

পরিশেষে আমার বক্তব্য এই যে, পৃথিবীতে এমন কোন নিয়ম বা আইন আছে বলিয়া মনে হয় না যাহার কিছু না কিছু ব্যতিক্রম ঘটিয়া থাকে, এবং "Exception proves the law" এই কথাটাই খাঁটী সত্য। সামুদ্রিক শাস্ত্র বৈশ্লেষণিক (Analytical) শাস্ত্র। এই বিশ্লেষণ করিবার ক্ষমতার উপরেই নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুযায়ী বয়স বিচার করা নির্ভর করিতেছে। প্রথম প্রথম ভুলভ্রান্তি হওয়া খুবই স্বাভাবিক, কিন্তু চেষ্টা, অভিজ্ঞতা ও অধ্যবসায় থাকিলে এই বিষয়ে কৃতকার্য্য হওয়া মোটেই আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

সমাপ্ত।

Click Here For More Books>